পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 279 Tuesday, 9 September, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৭৯ সংখ্যা ✱ ২৩ ভাদ্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এসআইআর-এ আধারকে মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবি। সংশোধনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতেই হবে আধার কার্ড। সোমবার নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। নাগরিকত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে আধার গ্রহণযোগ্য না হলেও বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে ১২তম নথি হিসেবে দেওয়া যাবে আধার কার্ড। এদিনের রায়ে সর্বস্তরের আধিকারিকদের বিষয়টি নিয়ে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। সেইসঙ্গে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস্ অ্যাক্ট-এর ২৩(৪) ধারা অনুযায়ী আধার কার্ড যে নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি নয়, সেই বিষয়েও আলকপাত করে সর্বোচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবি। সংশোধনের ক্ষেত্রে আধার থাকাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না বলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দিয়েছিল আরজেডি সহ অন্যান্যরা। এদিন সেই পিটিশনের

ভিত্তিতেই আধারকে বিহারের এসআইআরের ১২ তম নথি হিসেবে গ্রহণের রায়দান করে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। আরজেডির তরফে বরিষ্ঠ আইনজীবী কপিল সিব্বল সওয়াল করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য আধার কার্ড থাকাকেও বিবেচনা করার জন্য তিনবার নির্দেশ দেওয়ার পরেও নির্বাচন কমিশন তা কার্যকর করেনি। যার জেরে ভোটের আগে তৃণমূল স্তরে বিএলও-রা সাধারণ মানুষকে হয়রান করছেন বলে সওয়াল করেন কপিল সিব্বল। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের তরফের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী বলেন, ''আধার কার্ড কোনভাবেই নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি নয়।'' সিব্বল এই যুক্তি খারিজ করে দিয়ে বলেন, ''নাগরিকত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কোনকিছু নির্দিষ্ট করতে পারে না।'' দ্বিবেদী তার প্রত্যুত্তরে বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব নির্দেশ অনুসারে সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় নথির বিষয়ে একাধিক গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে নির্বাচন কমিশন।'' এই মর্মে জাস্টিস জয়মাল্য বাগচী বলেন, ''পাসপোর্ট এবং জন্মের শংসাপত্র ছাড়া ১১টি নথির মধ্যে কোনও নথিই নাগরিকত্ব প্রমাণে কার্যকর নয়।'' এরপর আধারকে নাম নথিভুক্ত করণের প্রমাণপত্র স্বরূপ ১২ তম নথি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় আদালত।

উচ্চমাধ্যমিকের প্রথমদিনের পরীক্ষা শেষ হতেই সংসদ সভাপতিকে ঘিরে ধরলেন অভিভাবকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ 'সব ওদের উপরেই কেন?...', উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে দেখতেই ঘিরে ধরে এই প্রশ্নই ছুড়ে দিলেন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। সোমবার রাজ্যে প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে আয়োজিত হয়েছিল উচ্চমাধ্যমিক। এদিন পরীক্ষা শেষে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে টহল দিতে যান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তখনই তাঁকে ঘিরে ধরে অভিভাবকরা। বলেন, তাদের

সমস্যার কথা। একজন প্রশ্ন করলেন, 'পরীক্ষার দু'মাস আগে বই পাওয়া গেল কেন? প্রথম থেকে বই নিয়ে খুব ভুগতে হয়েছে। কোথাও বই পাচ্ছিলাম না''। পাল্টা সভাপতি বললেন, ''পড়ুয়াদের বই পেতে অসুবিধা হলে কাউন্সিলের অফিসে চলে আসবেন। এখানে একটা বইয়ের স্টল রয়েছে। আমরা ওটাকে বুক মার্ট বলি। ওখানে সব সময় বই পেয়ে যাবেন।'' এরপরেই পাশ থেকে আরও একজন অভিভাবক বলে ওঠেন, ''২০২৫ সালের ব্যাচকেই সব ভুগতে হচ্ছে। ওএমআর শিটে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। আবার মেশিনে মূল্যায়ন হবে। তার মধ্যে চারটে সিমেস্টার। বই পেলাম এত দেরিতে। সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা, বই পাচ্ছি জুলাই মাসে। আমাদের ছেলেমেয়েদের সব ভুগতে হচ্ছে।'' যার পাল্টা সংসদ সভাপতি বলেন, ''ভোগান্তি কেন বলছেন? এটা তো ভাল, নম্বর অনেক বেশি পাবে।'' পরিবর্তন হলে সামগ্রিক কিছু সমস্যা বলেই মত সংসদ সভাপতির। তাঁর দাবি, ''১২ বছর পর পাঠ্যক্রমে বদল আনা হল। সমস্যা তো একটু হবেই। তবে পরীক্ষার্থীদের সব তো ঠিকই দেখলাম। মার্কস শেষ কথা বলবে। আর বই নিয়ে একটু সমস্যা হলেও, আমরা তো স্টাডি মেটেরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলেই তুলে দিয়েছিলাম। যা আগে কখনও হয়নি। এবার প্রথম।''

টিএমসিপি-র বিরুদ্ধে কবিগুরুর ছবি পোড়ানোর অভিযোগ

গলায় রবীন্দ্রনাথের পোস্টার টাঙিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ কবিগুরু রবীন্দ্রাথ ঠাকুরের ছবি পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামল বিজেপি। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ছবি নিয়ে প্রতিবাদে নামে গেরুয়া শিবির। রবীন্দ্র সদনের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তবে রবীন্দ্র সদনের ভিতরে ঢুকতে বাধা হয় বলে খবর। আজ অর্থাৎ সোমবার বাধা পেতেই শুভেন্দু চিৎকার করে বলতে থাকেন, সব জায়গাতেই তালা পড়ে গেছে। শিল্পে তালা, রাজ্যে তালা সব গেটে-গেটে তালা। এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানান তিনি। স্লোগান দিতে শুরু করেন, ''আমরা একজন রবীন্দ্রপ্রেমীকে দিয়ে মালা পাঠালাম। পদ্মশ্রী নারায়ণ চক্রবর্তীকে আটকাল, অধ্যাপক পুলক নারায়ণ ধরকে আটকাল, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকে আটকাল, রুদ্রনীলকে আটকাল, আমার সঙ্গে আসা সকলকে আটকাল। এরা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক সম্পত্তি? নাকি তৃণমূলের বাপের টাকায় হয়েছে? আমরা তালাও ভাঙব না, গেটও টপকাবো না।'' এরপর আজ গলায় রবীন্দ্রনাথের পোস্টার ঝুলিয়ে পথে নামেন বিজেপি কর্মীরা। বস্তুত, কয়েকদিন আগে মেয়ো রোডে সেনা তৃণমূলের মঞ্চ খুলে ফেলেছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। মালদহের চাঁচলও বাদ যায়নি। চাঁচল কলেজে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সহ অনেকের ছবি পোড়ানো হয়। অভিযোগ, যার মধ্যে পোড়ানো হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিও। এই ছবি পরে ভাইরাল হয়। বিষয়টি পোস্ট করে সরব হন সুকান্ত মজুমদার।

মমতার মন্তব্যে 'অপমানিত'? ধর্নায় বসার অনুমতি চেয়ে আদালতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের ধর্নায় সমস্যা নেই। জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসার জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানান বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা। সোমবার সেই মামলাই ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। চলে শুনানি। সেখানেই আন্দোলনকারীদের ধর্নায় কোনও অসুবিধা নেই বলে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানান বিচারপতি। এমনকি, রাজ্যের তরফে জানান হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের অবস্থান প্রতিবাদে তাদের দিক থেকেও কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা মঙ্গলবার জানাবে। এই মামলায় এখনও চূড়ান্ত রায় দেয়নি আদালতও। আন্দোলনকারীরা সেনার অনুমোদন পেয়েছেন। বাকি পরে থাকল রাজ্য ও আদালতের অনুমতি। আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার এই মামলার ফের শুনানি রয়েছে। তখনই এই নিয়ে চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, '৩০০-৪০০ জন পর্যন্ত হলে কোনও আপত্তি নেই।' এছাড়াও, আন্দোলন স্থলে গার্ডরেলের ব্যবস্থা রাখতে হবে বলেও রাজ্যকে নির্দেশ দেন বিচারপতি। আন্দোলনকারীদের থাকতে হবে সেই গার্ডরেলে ঘেরাটোপেই। সম্প্রতি, রাজ্য বনাম সেনা, এই তরজায় সরগরম হয়ে উঠেছিল বাংলা। মেয়ো রোডে তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ 'অনুমোদন' ব্যাতিরেকে থাকার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম ব্যাটালিয়ন। তারা নিজেরাই তৎপর হয়ে সেই মঞ্চও খুলে দিতে যান। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা আটকানোর চেষ্টা করলেও, বাধা পেরিয়েই চলে মঞ্চ খোলার কাজ। পরিস্থিতি হাতে বাইরে চলে গেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেনার বিরুদ্ধে তোপ দেগে নানা মন্তব্য করতে দেখা যায় তাঁকে। যা ঘিরে পরবর্তী কয়েকদিন উত্তপ্ত থেকেছে বাংলার রাজনীতি। সেই সময়ই সেনার বিরুদ্ধে করা মমতার একটি মন্তব্যকে 'অবমাননাকর' বলে আদালতে যান অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তারা। তাদের নেতৃত্ব দেন অন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা এন মোহন রাও। ধর্নায় বসার জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন যান তিনি। সূত্রের খবর, মামলাকারী বিজেপির একজন সদস্যও।

সাইনবোর্ডে বাংলা বাধ্যতামূলক, কড়া নির্দেশিকা পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ শহরের আকাশছোঁয়া বহুতল থেকে পাড়ার ছোট্ট দোকান- সর্বত্র সাইনবোর্ডে বাংলাই থাকতে হবে প্রথমে। বাংলা ভাষাকে সম্মান জানাতে এবং শহরের নিজস্ব চেহারা বজায় রাখতে কলকাতা পুরসভার তরফে জারি হল নতুন নির্দেশিকা। পুরসভার সচিবের তরফে প্রকাশিত সার্কুলারে বলা হয়েছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব সাইনবোর্ডে এই নিয়ম কার্যকর করতে হবে। সার্কুলারে স্পষ্ট উল্লেখ, সাইনবোর্ডে সর্বাগ্রে থাকতে হবে বাংলায় নাম। এরপর প্রয়োজন অনুসারে অন্য ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ দোকান, অফিস, মার্কেট কমপ্লেক্স, কমার্শিয়াল বিল্ডিং কিংবা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের নামের বোর্ডে বাংলা ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকছে না। পুরসভা সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে অনুরোধ জানানো হলেও ভবিষ্যতে নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এর আগে সরকারি সাইনবোর্ডে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি পুরসভার মাসিক অধিবেশনেও প্রশ্ন ও প্রস্তাব বাংলায় লেখার অলিখিত নিয়ম কার্যকর হয়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে বহুবার শহরবাসীকে বাংলায় সাইনবোর্ড লেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবার আইনের পরামর্শ নিয়েই আনুষ্ঠানিক সার্কুলার জারি করল পুরসভা। পুরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি, এই সিদ্ধান্ত কেবল বাংলার মর্যাদার প্রশ্ন নয়, সাধারণ মানুষের সুবিধার কথাও মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে। শহরে প্রতিদিন বহু মানুষ কাজের সূত্রে আসেন যাঁরা বাংলাভাষী। তাঁদের জন্য স্থানীয় ভাষায় সাইনবোর্ড অত্যন্ত জরুরি। একইসঙ্গে এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয়কেও আরও স্পষ্ট করবে এই পদক্ষেপ। ভাষাপ্রেমী মহল মনে করছে, পুরসভার এই সিদ্ধান্ত শহরের ভাষা-পরিচয় রক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কলকাতার বুকে বাংলা সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক হওয়া মানে এই শহর তার মাটির গন্ধ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেই তুলে ধরবে নতুনভাবে।

ভরদুপুরে আচমকা বাগুইআটিতে সরকারি এসি বাসে আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল চারপাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ রাজপথে দাউদাউ করে জ্বলছে সরকারি বাস। আচমকাই আগুন লেগে যায় ওই বাসে। যাত্রী না থাকার কারণে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা। এ দিকে, বাসটিকে জ্বলতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বাকি সব গাড়ি। শুরু হয়ে যায় প্রবল হইচই। সোমবার ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে বাগুইআটি জোড়ামন্দির এলাকায়। সেখানে সল্টলেক থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল সরকারি ওই এসি বাসটি। তবে গাড়িতে যাত্রীরা ছিলেন না। আচমকাই বাসটিতে আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে জ্বলে যায় গোটা বাস। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগুইআটি থানার পুলিশ। পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন

নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে কী থেকে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। এর আগে বিমানন্দর এলাকায় এসবিএসটিসি বারাসত-গড়িয়া রুটের চলন্ত বাসে আগুন লেগে গিয়েছিল। বাসটি কলকাতা মুখি লেনে এয়ারপোর্ট হোটেল ক্রসিং-এর সামনে আসতেই হঠাৎ করেই শর্ট-সার্কিট হয়ে যায়। মুহূর্তেই সেই আগুন কার্যত ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় বাসটির ভিতরে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ জন যাত্রী ছিলেন। আগুন লাগার খবর জানতে পেরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন দমকল কর্মীরা। নামিয়ে আনা হয়েছিল যাত্রীদেরও। সেই ঘটনায় পর আবারও সরকারি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল।

সিবিআই সার্টিফিকেট দিতেই কুণালের বিদেশ সফরে ছাড় দিলেন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ কুণাল ঘোষকে লন্ডন ও আয়ারল্যান্ড সফরের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে সেখানে। সেই কারণেই অনুমতি চান তৃণমূল নেতা। তাঁর আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তীর আবেদনে সাড়া দেয় কোর্ট। সোমবার সিবিআই একটি রিপোর্ট পেশ করে কোর্টে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে জানায়, কুণাল সব সময়ই নিয়ম মেনে চলেন। এরপর এ দিন হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ কুণালকে বিদেশ সফরের অনুমতি দেন। শর্ত আগের সফরগুলির মত একই থাকছে। কুণালকে জমা রাখতে হবে ৫ লক্ষ টাকার বন্ড। সেখান থেকে ফেরার পর সেটি আবার ফেরত পেয়ে যাবেন তিনি। চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত

কুণালের পাসপোর্ট জমা রয়েছে আদালতে। সেই কারণে বিদেশ যাওয়ার জন্য সব বারই তাঁকে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লন্ডন সফরে যাওয়ার আগেও অনুমতি নিতে হয়েছিল তাঁকে। মমতা লন্ডনে তিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পেশাগত কারণে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কুণাল। তাই বিদেশ যেতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁকে। সেই সময় ডিভিশন বেঞ্চ কুণাল ঘোষকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেয়। পাঁচ লক্ষ টাকা জমা রেখে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেন বিচারপতি। তার মেয়াদ ২১ ছিল মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। কোর্ট সেই সময় জানিয়েছিল, এই সময়ের ব্যবধানেই ফিরে আসতে হবে কুণাল ঘোষকে। সেই নির্দেশ মেনে কুণাল ফিরেও আসেন।

অনেকটাই সুস্থ আছেন অগ্নিমিত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বাইপাসের ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার রাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন আসানসোল দক্ষিণের এই বিধায়ক। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হওয়াতেই এই সমস্যা। তবে আপাতত আগের তুলনায় অনেকটাই সুস্থ তিনি। হাসপাতাল সূত্রের খবর, শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। চিকিৎসকরা জানান, স্ট্রোকের জেরে যে গুরুতর জটিলতা তৈরি হতে পারে-যেমন শরীরের এক দিক অবশ হয়ে যাওয়া বা অঙ্গ বিকল হয়ে পড়া-সে রকম কোনও উপসর্গ এখনও দেখা যায়নি। বিধায়ক স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তাও বলতে পারছেন। চিকিসকদের মতে, ওষুধেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। তবুও আপাতত তিনি রয়েছেন ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে, নিবিড় পর্যবেক্ষণে। এমনিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই অগ্নিমিত্রার শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মাত্র পনেরো দিন আগেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেবারও তাঁকে তড়িঘড়ি কলকাতায় এনে ভর্তি করতে হয়েছিল একই হাসপাতালে। চিকিসার পর সুস্থ হয়ে ফিরলেও ফের অসুস্থ হওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের মধ্যে। অগ্নিমিত্রা শুধু আসানসোল দক্ষিণের বিধায়কই নন, রাজ্য বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখও। বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় বিজেপি বনাম তৃণমূল সংঘাতের আবহে বিক্ষোভে সামিল ছিলেন তিনি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন অগ্নিমিত্রাও। আর সেই ঘটনার পরেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

'১৫ নম্বরেই হবে দুর্নীতি'! এসএসসির স্বচ্ছ নিয়োগ নিয়ে বড় অভিযোগ বিরোধী দলনেতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ন'বছর পর রবিবার অবশেষে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষা। রবিবার নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের এই পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই কাটলেও স্বচ্ছ নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, ''এটা কোনও শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নয়, বরং এক প্রহসন।'' শুভেন্দুর দাবি, এই পরীক্ষায় প্রার্থীদের প্রকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, ''ওরা সবাইকে পাশ করাতে চাইছে। পাশের হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি হবে। কারণ, ওদের হাতে ১৫ নম্বর রয়েছে। সেই নম্বরকে ঘিরেই হবে নতুন দুর্নীতি। বহু যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বঞ্চিত হবেন। যারা অযোগ্য, যারা টাকার বিনিময়ে সুবিধা নিতে পারবে, তারাই চাকরি পাবে।'' অর্থাৎ, নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ফের সামনে আনলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত, শিক্ষাক্ষেত্রে পুরনো কেলেঙ্কারির ছায়া এখনও কাটেনি। শুভেন্দুর মন্তব্যের পর অনেকের আশঙ্কা, নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্য ফের একবার বড়সড় বিতর্কের মুখে পড়তে পারে। যদিও বাস্তবে প্রথম দফার পরীক্ষা নির্বিঘ্নে কেটেছে। সকাল থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। পরীক্ষা শেষে তাঁদের অনেকেই জানান, প্রশ্নপত্র ছিল সহজ ও মানানসই। এত দিনের অপেক্ষার পর নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হওয়ায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন। অনেকে আশাও করেছেন, এই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার তাঁরা চাকরি পাবেন। কিন্তু শুভেন্দুর বক্তব্যে ভর করে বিরোধী শিবির দাবি তুলছে, রাজ্য সরকারের স্বচ্ছ নিয়োগের আশ্বাসে ভরসা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তাঁদের মতে, অতীতের দুর্নীতির দায় এখনও বর্তমান। আর সেটাকেই হাতিয়ার করে বিরোধী শিবির রাজ্য সরকারের উপর চাপ বাড়াতে চাইছে। উল্লেখ্য, আগামী রবিবার, অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা হবে। তার আগে বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্য যে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ঘিরে রাজনীতির ময়দানে নতুন করে উত্তাপ ছড়াবে, তা বলাই বাহুল্য।

এবার দুর্গাপুজোয় বাংলার পথে হাঁটছে বিজেপি শাসিত দিল্লিও, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্থা ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে তৃণমূল। আবার বাঙালি আবেগে শান দিতে দুর্গাপুজোকে হাতিয়ার করছে বিজেপি। বঙ্গ বিজেপির নেতা-নেত্রীরা দুর্গাপুজোয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাবেন। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে দুর্গাপুজোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল সেখানকার বিজেপি সরকার। দুর্গাপুজোয় বিদ্যুতে ছাড়-সহ একাধিক ঘোষণা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। ২৬ বছর পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আর সেই সরকার প্রথম বছরেই দুর্গাপুজো ও রামলীলা নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিল। সোমবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দফতর এক্স হ্যান্ডলে লেখে, 'দিল্লিতে দুর্গাপুজো এবং রামলীলা এবার আরও আকর্ষক হবে। ১২০০ ইউনিট পর্যন্ত ফ্রি বিদ্যুৎ পাবে পুজো কমিটিগুলি। বিদ্যুতের মিটার পেতে সিকিউরিটি ডিপোজিটের মাত্র ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে।' পুজোর অনুমোদনের জন্য আর একাধিক জায়গায় দৌড়ে বেড়াতে হবে না পুজো কমিটিগুলিকে। অনুমোদনের জন্য সিঙ্গল উইন্ডো ব্যবস্থা করেছে সরকার।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের তরফে আরও জানানো হয়েছে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, জল, স্বাস্থ্য, ট্র্যাফিক ও অগ্নি নিরাপত্তা-সহ সব কিছুর প্রাথমিক ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোয় গত কয়েকবছর ধরেই পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সাহায্য করছে রাজ্য সরকার। এবছর পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান বাড়িয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, পুজো কমিটিগুলিকে বিদ্যুতের বিলে ৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এই নিয়ে সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন পর্ষদকে নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা যেখানে দুর্গাপুজোয় অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন, সেখানে বাঙালিদের পাশে তারাই আছে, এই বার্তা দিতে দুর্গাপুজোকেই অস্ত্র করেছে বিজেপি। দুর্গাপুজোয় বাঙালি মিলন সমারোহ নামে কর্মসূচি নিয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, যে রাজ্যে পদ্ম শিবির ক্ষমতায় আছে সেখানে তো বটেই। যেখানে দল ক্ষমতায় নেই সেখানেও দুর্গাপুজো আয়োজনে বাঙালিরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন, যাতে আয়োজন যথাযথভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে সবরকম সাহায্য করা হবে। দেশজুড়ে দুর্গাপুজো আয়োজনে সহায়তার জন্য কমিটি গড়েছে বিজেপি। বঙ্গ বিজেপির ২৭ জন নেতা-বিধায়ক-সাংসদ দুর্গাপুজোর সময় বিভিন্ন রাজ্যে যাবেন। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, বাঙালি আবেগে শান দিতে বঙ্গ বিজেপি যখন দুর্গাপুজোকে হাতিয়ার করছে, তখন দিল্লি সরকারের এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃণমূল শিক্ষকনেত্রীর প্রয়াণে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ প্রয়াত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠন ‘ কুপা’-র সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকলি বসু। সোমবার এ কারণে এক্সবার্তায় স্মৃতিচারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, আমার বহুকালের প্রিয় সহকর্মী অধ্যাপিকা কৃষ্ণকলি বসু-র অকাল প্রয়াণে আমি মর্মাহত। তিনি WBCUPA-র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।তাঁর অভাব আমি চিরদিন অনুভব করব।তাঁর পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।প্রসঙ্গত, কৃষ্ণকলি বসু ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন। বেশ কয়েকবছর ধরে তিনি কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। সাতদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে ভেন্টিলেশনেও রাখা হয়। অবশেষে, রবিবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও।

পুরুলিয়ার মেয়ের আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সানন্দবার্তা

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর,ঃ ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে পুরস্কার পাওয়ায় সানন্দবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, আমাদের পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা রায়-এর অসাধারণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার খবরে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আমি তাঁকে, তাঁর মা-বাবাকে, তাঁর সকল বন্ধু-সহযোগীকে অভিনন্দন জানাই।অনুপর্ণা বিশ্বখ্যাত ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তাঁর শাখায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন, চলচ্চিত্রের জগতে যেটাকে কার্যত পৃথিবী জয় বলা যায়।এই শাখায় এই সম্মান তাঁর আগে কোনো ভারতীয় পরিচালক পান নি। তাঁর মা-বাবা কুলটিতে থাকেন, তাঁদের শিকড় আছে জঙ্গলমহলে, রাঙামাটিতে। আমি মনে করি, তাঁর মুকুটপ্রাপ্তি আমাদের বাংলার মেয়েদের জয়।আমি প্রার্থনা করব, অনুপর্ণা অনেক এগিয়ে যান, আমাদের মুখ আরো উজ্জ্বল করুন।প্রসঙ্গত, ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুপর্ণা রায় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ৮২তম সংস্করণে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন। পুরুলিয়া থেকে আসা এই প্রতিভাবান পরিচালক তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সংস অফ ফরগটেন ট্রিস-এর জন্য উৎসবের ‘ বিভাগে এই পুরস্কার জিতেছেন।

কুলগামে গুলির লড়াইয়ে নিহত এক জঙ্গি, জেসিও-সহ তিনজন জওয়ান আহত

শ্রীনগর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে আবারও সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে এক জঙ্গির। এছাড়াও জেসিও-সহ তিনজন জওয়ান আহত হয়েছেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সিআরপিএফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ও সেনাবাহিনী।সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুলগাম জেলার গুড্ডের বনাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতির খবর পাওয়া যায়। সেই খবর পাওয়ার পর সোমবার সকালে ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন জঙ্গিরা প্রথমে গুলি চালায়। সুরক্ষা বাহিনীও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয়, এনকাউন্টারে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সমস্ত বয়সের মানুষের সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি ফিজিওথেরাপি ঃবার্তা দিলেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর ঃবিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা এক অনন্য বার্তা দিলেন দেশবাসীকে। তাঁর মতে, মানুষ জীবনের যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, সক্রিয় ও গতিশীল থাকতে চাইলে ফিজিওথেরাপি অত্যন্ত জরুরি। শুধু অসুখ সারানোর চিকিৎসা নয়, বরং এটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, বয়সজনিত সমস্যায় ভুগতে থাকা মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এবং শারীরিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে এক অপরিহার্য হাতিয়ার। সোমবার তিনি বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসে বার্তায় জানিয়েছেন- আসুন আমরা স্বীকার করি ফিজিওথেরাপি আমাদের চলাফেরার উন্নতি ঘটাতে এবং সব বয়সের মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।নাড্ডা আরও লিখেছেন, সুস্থ বার্ধক্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফিজিওথেরাপিকে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলতে হবে। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত আরোগ্য মন্দির এবং সরকারি হাসপাতালে এখন বয়স্ক মানুষদের জন্য আলাদা সুবিধা রাখা হয়েছে। নাড্ডার বক্তব্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রবীণ মানুষরা যেমন চিকিসা পরিষেবা পাচ্ছেন, তেমনই ফিজিওথেরাপির সুযোগও তাঁদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে।ফিজিওথেরাপির গুরুত্বঅতীত থেকে বর্তমানফিজিওথেরাপি আসলে শুধু আধুনিক চিকিৎসার আবিষ্কার নয়। আয়ুর্বেদ এবং প্রাচীন ভারতীয় চিকিসাশাস্ত্রেও ‘ ও ‘ বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে আধুনিক চিকিসাশাস্ত্রে ফিজিওথেরাপি এক স্বতন্ত্র শাখা হয়ে উঠেছে। হাঁটাচলায়

সমস্যা, পেশীর দুর্বলতা, জয়েন্টের ব্যথা, মেরুদণ্ডের জটিলতা, আঘাত-পরবর্তী পুনর্বাসন কিংবা স্ট্রোকের পর রোগীকে আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, আজকের দিনে খেলোয়া। থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ-সবার জন্যই এটি এক অনিবার্য চিকিৎসা পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু থেকে বৃদ্ধ-যেকোনও বয়সেই ফিজিওথেরাপি প্রয়োজন হতে পারে। জন্মগত বিকলাঙ্গতা নিয়ে জন্মানো শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি ব। সহায়ক, কারণ নিয়মিত থেরাপি তাঁদের চলাফেরার ক্ষমতা বা।াতে সাহায্য করে। আবার বৃদ্ধ বয়সে হাঁটাচলায় অসুবিধা, অস্থি ক্ষয়জনিত ব্যথা কিংবা হা। ভাঙার পরে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি কার্যকর ভূমিকা নেয়।সরকারী উদ্যোগ ও নাড্ডার বার্তানাড্ডা তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও বিস্তৃত হচ্ছে। আয়ুস্মান ভারত-এর আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য যে বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা মূলত ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসনমূলক পরিষেবাকে জোর দেওয়ার জন্য। নাড্ডা জনগণকে অনুরোধ করেছেন এই সমস্ত সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করতে এবং সুস্থ বার্ধক্যের জন্য ফিজিওথেরাপিকে জীবনের অংশ করে তুলতে।তিনি লিখেছেন- আসুন আমরা সারা দেশে সুস্থ বার্ধক্য উদ্যোগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ফিজিওথেরাপি প্রচার চালিয়ে যাই। দেশের হাসপাতালগুলিতে যে পরিষেবাগুলি দেওয়া হচ্ছে, তা কেবল অসুখ সারানোর জন্য নয়, বরং সুস্থ ও সক্রিয় বার্ধক্যের জন্য। তাই আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি এই পরিষেবা গ্রহণ করতে।ফিজিওথেরাপিঃ শুধু চিকিৎসা নয়, জীবনযাত্রার পরিবর্তনস্তস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, ফিজিওথেরাপি শুধু চিকিৎসা নয়, বরং এটি মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোমর ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা বা স্নায়বিক সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ওষুধ হয়তো সাময়িক উপশম দেয়, কিন্তু ফিজিওথেরাপি তাঁদের শরীরকে নতুনভাবে গড়ে তোলে। নিয়মিত ব্যায়াম, সঠিক ভঙ্গিতে কাজ করা এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার মাধ্যমে এটি ভবিষ্যতের জটিল রোগও প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।স্তশিশুদের ক্ষেত্রেও ফিজিওথেরাপি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জন্মগতভাবে পেশী দুর্বলতা বা চলাফেরার সমস্যায় আক্রান্ত শিশুরা নিয়মিত থেরাপি গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে হাঁটতে শেখে, দৈনন্দিন কাজে স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। আবার কিশোর বয়সের খেলোয়া।রা কোনও আঘাত পেলে তাঁদের দ্রুত পুনর্বাসনের জন্যও এটি অপরিহার্য।সামাজিক প্রভাবফিজিওথেরাপি কেবল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একজন সক্রিয় প্রবীণ মানুষ তাঁর পরিবারে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা বয়ে আনেন। আবার শিশু বা যুবকরা যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, তবে তা দেশের ভবিষ্য শক্তিশালী করে। তাই নাড্ডার বার্তাটি কেবল চিকিৎসার গণ্ডিতে আটকে নেই, বরং এটি এক সামাজিক আহ্বান-সুস্থ জীবনের জন্য ফিজিওথেরাপিকে গুরুত্ব দেওয়ার।উপসংহারবিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এই বার্তা তাই বহুমুখী দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায় উঠে এসেছে সরকারী উদ্যোগের দিকও, আবার ফিজিওথেরাপির জীবনঘনিষ্ঠ গুরুত্বও। আজকের দিনে যখন অসংখ্য মানুষ জীবনযাত্রার চাপ, বয়সজনিত সমস্যা কিংবা দুর্ঘটনার পরে শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন, তখন ফিজিওথেরাপিই হতে পারে তাঁদের নতুন জীবনের পথপ্রদর্শক।নাড্ডার কথায় যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে এক সুস্পষ্ট অঙ্গীকার-সুস্থ ভারত গড়তে হলে প্রত্যেককে ফিজিওথেরাপির গুরুত্বস্বীকার করতে হবে এবং তা জীবনের অংশ করে তুলতে হবে। বয়স কোনও বাধা নয়, ফিজিওথেরাপির সুফল নিতে চাইলে প্রত্যেকেই পারবেন সক্রিয় ও সুস্থ থাকতে।

শিয়ালদহ বিভাগে পাঁচটি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃপূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য এল নতুন খবর। ডিভিশন কর্তৃপক্ষ শুক্রবার থেকে পাঁচটি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের সমসূচি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ এই রুটে যাতায়াত করেন, ফলে সামান্য সময় পরিবর্তনও তাঁদের যাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নতুন সূচি নিয়ে যাত্রীদের আগাম সতর্ক করল রেল কর্তৃপক্ষ।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমেই পরিবর্তন হচ্ছে রানাঘাট-বনগাঁ লোকাল (৩৩৭১৩) ট্রেনের ক্ষেত্রে। আগে এই ট্রেনটি রানাঘাট থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে ছাড়ত, নতুন সময় অনুযায়ী সেটি সকাল ৬টায় ছাড়বে। ফলত বনগাঁ পৌঁছাবে ৭টা ১ মিনিটের বদলে ৬টা ৫১ মিনিটে।একইভাবে বনগাঁ-রানাঘাট লোকাল (৩৩৭১৪) ছাড়ার সময়ও এগিয়ে আনা হয়েছে। আগে বনগাঁ থেকে সকাল ৬টা ১২ মিনিটে ছাড়ত এই ট্রেন, কিন্তু এখন ছাড়বে সকাল ৬টা ৫ মিনিটে। রানাঘাট পৌঁছাবে ৬টা ৪৩ মিনিটে।বনগাঁ-রানাঘাট লোকালের (৩৩৭১৬) ক্ষেত্রেও সময় পরিবর্তন হয়েছে। আগে বনগাঁ থেকে সকাল ৭টা ২০ মিনিটে ছাড়লেও এখন সেটি সকাল ৭টা ৭ মিনিটে ছাড়বে। রানাঘাটে পৌঁছবে সকাল ৮টা ৫ মিনিটে।সন্ধ্যার দিকে পরিবর্তন হয়েছে রানাঘাট-বনগাঁ লোকাল (৩৩৭৩৫) ট্রেনের সূচিতে। রানাঘাট থেকে এটি ছাড়বে আগের মতোই রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে। তবে বনগাঁ পৌঁছানোর সময় পাল্টে গিয়েছে। আগে পৌঁছাত রাত ৮টা ৩১ মিনিটে, এখন পৌঁছাবে রাত ৮টা ৪৯ মিনিটে।এছাড়া শিয়ালদহ-বি. বি. ব্যাগ লোকাল (৩০৪১৬) ট্রেনেরও সময়সূচি বদলেছে। আগে বিকেল ৫টা ৮ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ছাড়ত এই ট্রেন। এখন সেটি ছাড়বে বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে এবং বি. বি. ব্যাগে পৌঁছাবে বিকেল ৬টা

ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব নতুন করে স্মরণ করালেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। শুক্রবার কলকাতার ভারতীয় পাট শিল্প গবেষণা সংস্থার (ইজিরা) এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রাচীনকাল থেকে বাংলাসহ পূর্ব ভারতের মাটিতে জন্মানো এই প্রাকৃতিক আঁশ কেবল কৃষিজ পণ্য নয়, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর মতে, এই শিল্পকে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে হয়, তবে একমাত্র পথ উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিঃর অগ্রগতি।সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি ইজিরার তৈরি নতুন ও আরও দক্ষ যন্ত্রের নমুনা ঘুরে দেখেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক আঁশ মান নির্ধারণের যে গবেষণা চলছে, তাতেও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল, আধুনিক প্রযুক্তি পাটের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে শুধু চাষীদের আস্থা বাড়াবে না, বরং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পাটকে নতুন মর্যাদা দেবে।পাট শিল্পের ঐতিহ্য ও সমস্যার কথাপাট ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান প্রাকৃতিক আঁশ। বাংলা ভাষায় যাকে ‘ আঁশ’ বলা হয়, তার উপাদন মূলত পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেই সীমাবদ্ধ। এই আঁশ থেকে সুতো, কাপড়, দড়ি, ব্যাগ, মাদুর-সবকিছুই তৈরি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যার কারণে পাট শিল্পে ধীরে ধীরে ভাটা পড়েছে।সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জাগ দেওয়ার পদ্ধতি। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। আজকের দিনে পরিবেশ ও জলের সংকট বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, সুতো কাটা

ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য যে যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশই পুরনো ও অকার্যকর। ফলে খরচ বাড়ে, উপাদনশীলতা কমে এবং চাষীরা আগ্রহ হারান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, কম জলে জাগ দেওয়া এবং আঁশের মান নির্ধারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ভবিষ্যতের পথ খুলে দেবে। এর ফলে উপাদনও বাড়বে, মানও উন্নত হবে এবং আমদানিকৃত যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে।প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও সরকারের উদ্যোগসভায় ইজিরার বিজ্ঞানীরা মন্ত্রীকে জানান, ইতিমধ্যেই দুটি উন্নত যন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং চীনা যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকটা কমে এসেছে। গিরিরাজ সিং স্পষ্ট করে বলেন, বিনিয়োগকারীদের জন্য লাভের সম্ভাবনা তৈরি না হলে নতুন প্রযুক্তি জনপ্রিয় হবে না। তাই গবেষণা এবং যন্ত্র উদ্ভাবনে খরচ কমানোর দিকেও নজর দিতে হবে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, লোহার বদলে কার্বন ফাইবার ব্যবহার করলে খরচ অনেকটাই হ্রাস পাবে।মন্ত্রী এদিন সরকারের এক মিল এক গ্রাম উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য গ্রামীণ অর্থনীতিকে পাট প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত করা। গ্রামে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজে নতুন জীবিকা গড়ে উঠবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, ভারত যদি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে চায়, তবে প্রাকৃতিক আঁশ শিল্পের ব্যাপক উন্নতি অপরিহার্য।প্তানির সম্ভাবনাবর্তমানে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু গিরিরাজ সিং মনে করেন, ফ্যাশনের সঙ্গে পাটের মিশ্রণ ঘটিয়ে এর বাজার আরও বাড়ানো সম্ভব। আজকের দিনে বিশ্ববাজারে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। পাট সেই দিক থেকে এক অমূল্য সম্পদ। যদি ডিজাইন, বৈচিত্র্য এবং মানের দিকে নজর দেওয়া যায়, তবে রপ্তানি বহুগুণ বাড়বে।সহযোগী কৃষি ও পরিবেশবান্ধব দিকমন্ত্রী এদিন বাঁশ ও শীশামের মতো সহযোগী কৃষির কথাও তুলেছেন। বাঁশের প্রথম ফসল পেতে যেখানে চার বছর লাগে, পরে প্রতি এক থেকে দু’ বছর অন্তর অন্তর ফসল কাটা যায়। এটি কেবল আয়ের নতুন সুযোগই দেয় না, বরং ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণেও সহায়ক। একইভাবে মিশ্র চাষব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকরা আরও লাভবান হতে পারেন। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং কৃষির বহুমুখীকরণে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।কলকাতার গবেষণা সংস্থাগুলির কাজের স্বীকৃতিগিরিরাজ সিং তাঁর বক্তব্যে কলকাতার গবেষণা সংস্থাগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকার করেন। ইজিরা, ক্রিজাফ (কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী আঁশ গবেষণা ইনস্টিটিউট) এবং নিনফেট (জাতীয় প্রাকৃতিক তাঁত প্রকৌশল ও প্রযুক্তি সংস্থা)-সবকটি প্রতিষ্ঠানই চাষী, শিল্পপতি ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করছে। তাঁর কথায়, বিশ্বের বৃহত্তম পাট উপাদক দেশ হিসেবে ভারতের সামনে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিক আঁশ প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ভারতেরই আছে।উপসংহারকেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রীর বক্তব্য তাই কেবল একটি শিল্পের সাফল্যের কথা নয়, বরং ভারতের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনার দিকেও ইঙ্গিত করে। সোনালি আঁশের দেশে, পাটের উন্নয়ন মানে শুধু কৃষকের লাভ নয়, বরং পরিবেশবান্ধব ভবিষ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথও সুগম হওয়া। তাঁর বিশ্বাস, সুস্থায়ী উদ্ভাবন এবং বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে ভারতীয় পাট শিল্প নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং বিশ্ববাজারে আরও দৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলবে।

সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষায় উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছেঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর ঃউপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন কেন দরকার সেই উত্তর দিলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তাঁর কথায়, সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষায় উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, দেশের সাংসদরা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন, তা সেটা লোকসভা হোক অথবা রাজ্যসভা। দেশের সংবিধান রক্ষায়, গণতন্ত্র রক্ষায়, জাতীয় স্বার্থে উপরাষ্ট্রপতি পদে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, আমাদের আগের উপরাষ্ট্রপতি কোথায়, আমি জানি না। যতক্ষণ না পর্যন্ত ধনখ। জনসমক্ষে উপস্থিত হচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব আমাদের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি কোথায়? এই কথা মাথায় রেখে দেশের সব সাংসদদের ভোট দিতে হবে। যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, তাকে এভাবে উধাও করা হলে দেশের গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে বলে আমি মনে করি। দেশের স্বার্থে সবাইকে ভোট দিতে হবে।

সোমবার দেশীয় বাজারে সোনা-রুপোর দাম বৃদ্ধি

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর ঃদেশীয় বাজারে সোমবার সোনা এবং রুপোর দর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি এবং বৈশ্বিক ট্রেডের পরিস্থিতি এই উত্থানকে প্রভাবিত করেছে। এদিন দিল্লিতে প্রতি কেজি রুপোর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৭,০০০ টাকা।সোনার বাজারেও পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৮,৬১০ টাকা, আর ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,৫০০ টাকা হয়েছে। মুম্বইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,০৮,৪৬০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ৯৯,৩৫০ টাকা রেকর্ড করা হয়েছে। আহমেদাবাদে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৮,৫১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ৯৯,৪০০ টাকা। চেন্নাই ও কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৮,৪৬০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ৯৯,৩৫০ টাকা ছিল।উত্তর ভারতে লখনউয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৮,৬১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৯,৫০০ টাকা। পাটনায় ২৪ ক্যারেটের দাম ১,০৮,৫১০ টাকা, ২২ ক্যারেটের দাম ৯৯,৪০০ টাকা। জয়পুরে একই সময়ে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৮,৬১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ৯৯,৫০০ টাকা হয়েছে।সোনার দামের ওঠানামা প্রায়শই আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, মুদ্রাস্ফীতি, মার্কিন ডলার বিনিময় হার, ইকুইটি এবং বন্ড মার্কেটের দিকনির্দেশের ওপর নির্ভর করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতির অস্থিরতা ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারে সোনার দাম সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।স্তসোনার এই মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ করে স্বর্ণ কিনতে আগ্রহী সাধারণ মানুষ এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, আগামী দিনে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রবণতা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির দিকনির্দেশনা অনুযায়ী দেশের বাজারে সোনার দাম আরও ওঠানামা করতে পারে।স্তসোনার পাশাপাশি রুপোর দামও সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দিল্লিতে প্রতি কেজি রুপোর দাম ১,২৭,০০০ টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি নির্দেশ করছে। এর ফলে, জুয়েলারি ব্যবসায়ী ও ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য এই সময়ে সোনা ও রুপোর বাজার পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।উল্লেখ্য, স্বর্ণ এবং রুপোর বাজার শুধুমাত্র শখের জন্য নয়, বরং অর্থনৈতিক বিনিয়োগের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব গভীর, বিশেষ করে লকডাউন পরবর্তী সময়ে যখন আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা ও মুদ্রাস্ফীতি মূল দিকনির্দেশক হয়ে দাঁড়িয়েছে।সোনা ও রুপোর বাজারে এই ধরনের পরিবর্তন সাধারণ মানুষকে সতর্কতার সঙ্গে বাজারে অংশ নিতে প্ররোচিত করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দিকনির্দেশনা, ডলার বিনিময় হার এবং বৈশ্বিক ট্রেড পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে সোনা ও রুপোর ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত।

ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বঃজার্মানি তিন মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃরবিবার ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে লড়াই করার পর দ্বিতীয়ার্ধে তিন মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করে ৩-১ গোলে জয়লাভ করে।১-১ সমতা থাকাকালীন, ৬৯তম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় নাদিয়েম আমিরির ট্যাপ-ইন এবং ফ্লোরিয়ান উইর্টজের ফ্রি কিক জার্মানির গ্রুপ এ-তে প্রথম জয় নিশ্চিত করে।এটি জুলিয়ান নাগেলসম্যানের দলের শেষ পাঁচ ম্যাচে প্রথম জয়। বৃহস্পতিবার স্বাগতিক স্লোভাকিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল তারা।জার্মানির কোচ নাগেলসম্যান বলেন,উত্তর আয়ারল্যান্ড খুবই অস্বস্তিকর প্রতিপক্ষ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আমরা ভালো শুরু করেছিলাম, প্রচুর শক্তি নিয়ে এবং নেতৃত্ব নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথমার্ধে গোল হয়নি। বিরতির পর ছেলেরা আবার নিজেদের তুলে ধরেছে এবং শেষ ৩০ মিনিটে ছেলেরা সাফল্য পেয়েছে। তবে আজকের পরে আমাদের এখনও অনেক পদক্ষেপ নিতে হবে, তবে আজকের জয়ে আমি সন্তুষ্ট।জার্মানির পরবর্তী ম্যাচ ১০ অক্টোবর লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে এবং তিন দিন পর উত্তর আয়ারল্যান্ডে যাবে।গ্রুপের বিজয়ী দল সরাসরি আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে, আর রানার্সআপ দল প্লে-অফে খেলবে। স্লোভাকিয়া ছয়পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং জার্মানি তিন পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে । লুক্সেমবার্গ কোন পয়েন্ট না পেয়ে শেষ স্থানে রয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআপনি নিজের মধ্যে আবেগের এক অন্যদিক খুঁজে পাবেন। যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল, সন্ধ্যাবেলার মধ্যে সেগুলির মিটমাট হয়ে যাবে। বিবাহের যোগ হবে আজ
বৃষঃ আজ আপনার ভাগ্য ভালো নাও যেতে পারে। দুইধরনের মানসিকতার মধ্যে পার্থক্যের কারণে আপনি হয়তো শান্তি পাবেন না। প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।
মিথুনঃ ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন।শুভদিন হবে
কর্কট রাশি ঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে।
সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে। শুভদিন হবে।
কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে।।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ
ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।
মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।
কুম্ভঃ আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন।।
মীনঃ আপনি শত্রুদের হারাতে ও নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আপনাকে এই লোকদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। বিব্রত বোধ করলে লং-

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

শূন্যে গুলির খেলা! ৩ জন মদ্যপের দুষ্টুমি বারাকপুরে থমথমে পরিবেশ

দুরন্ত বার্তা,বারাকপুর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ বারাকপুরে আবারও বেপরোয়া দুষ্কৃতীরাজ! লাটবাগানের কাছে, বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ঠিক সামনেই রবিবার গভীর রাতে গুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ ইতিমধ্যেই তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম আরমান আনসারি, শাহআজ আনসারী এবং বিশ্বজি তিওয়ারি। জানা গেছে, আরমান আনসারি আইনের ছাত্র। যদিও তিনজন দাবি করছেন, সবকিছু ছিল 'খেলার ছলে', পুলিশ ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করছে। সত্যিই কি এটি কেবল খেলার ছল, নাকি গুলির পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে, তা এখনই তদন্তাধীন। ধৃত তিনজনকেই দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে। তাঁদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দু'রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। কীভাবে তা ওই যুবকদের কাছে এল সেটাই ভাবাচ্ছে পুলিশ আধিকারিকদের। জানা গিয়েছে, তিনজনই খড়দহ এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, রাতে চিড়িয়ামোড়ের একটি পানশালায় মদ্যপান করেন ধৃত তিনজন। অভিযোগ, এরপর গভীর রাতে বাড়ি ফেরার সময় শূন্যে পর পর বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে ধৃত তিনজনকে। গভীর রাত, চারপাশ জনমানব শূন্য। রীতিমতো গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরেই এলাকায় ছুটে আসে বারাকপুর কমিশনারেটের আধিকারিকরা। এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। গত কয়েক মাসে বারাকপুর কমিশনারেট এলাকায় একাধিকবার দুষ্কৃতীর তাণ্ডব ঘটেছে, যা আইনশৃঙ্খলার ওপর প্রশ্ন তোলে। সেই প্রভাব কাটতেই না কাটতেই ফের প্রকাশ্যে গুলি চালানোর ঘটনায় নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

২৬তম বর্ষে আম্পায়ারস অব ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল

সুমিত পালিত, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ আম্পায়ারস অব ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল আজ দেখতে দেখতে ২৬ বছরে পা রাখল। ৬ সেপ্টেম্বর সকালে ইডেন গার্ডেনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এই বছরও এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থা করা হয় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের। ছিল বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল টেস্ট, চোখ পরীক্ষা,ইসিজি সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের পরামর্শ। ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, ইসিজি, বোন ডেনসিটি সহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করান এদিন উপিস্থিত বহু মানুষ। এদিন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গাঙ্গুলি, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি, প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তেওয়ারি, বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ লক্ষীরতন শুক্ল,পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জী, সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী, আম্পায়ার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কনিস্ক রায়চৌধুরী, অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক,সিএবির আম্পায়ারস কমিটির সদস্য সুদীপ ব্যানার্জী সহ বহু বিশিষ্টজন এদিন উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সিএবির আম্পায়াররাও। তারা সমস্বরে সিএবির আন্তরিকতায় মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গাঙ্গুলি আম্পায়ারদের বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা ক্ষেত্রে সিএবি যে তপর সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেন এবং এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিশেষে সংস্থার সম্পাদক কনিষ্ক রায়চৌধুরী জানালেন আগামী বছর আরো বড় রকমের কিছু ভাবনা নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা থাকছে। এছা।াও আম্পায়ারদের মানোন্নয়নের এবং অন্যান্য মাঠকর্মীদের মানোন্নয়নের জন্যও তারা এবং সিএবি আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে।

রবীন্দ্র সংগীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন

মহন্ত দাসগুপ্ত, নৈহাটি, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ গীতাংগন নিবেদিত রবীন্দ্র সংগীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি ঐকতানের দ্বিতলে সমরেশ বসু কক্ষে। এই অনুষ্ঠানের সভামুখ্য অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও প্রাক্তন অধিকর্তা পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র-ডঃ অনুপ মতিলাল। সংগীত পরিবেশনে ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি রীনা মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীত শিল্পী মালিয়া। এছাড়াও আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রী বাপ্পা ঘোষ। এই দিনের অনুষ্ঠানে হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসায় সকলের সাদর আমন্ত্রণ ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন সংস্কৃত প্রেমী জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়। তাকে সহযোগিতা করেন মালবিকা চট্টোপাধ্যায়।

আশুতোষ কলেজে 'শোলে'র সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে কালজয়ী ছবি 'সোলে'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৩০শে আগস্ট, আশুতোষ কলেজের সেন্টি নারি বিল্ডিং এ অনুষ্ঠিত হয এই বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, সহযোগিতায় আই.কিউ.এ.সি। প্রদর্শনীর দায়িত্বে ছিল কলেজের নবগঠিত চলচ্চিত্র ক্লাব ''Cine-মন্থন'। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানস কবি। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, শোলে কেবল একটি চলচ্চিত্র নয, এটি ভারতীয় জনপ্রিয় সংস্কৃতির এমন এক অধ্যায়, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আকর্ষণ করেছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রদর্শনীটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।' ছবির দুই নায়কের সাহস, বন্ধুত্ব ও সংগ্রামের কাহিনি আজও দর্শককে আপ্লুত করে। তাই সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ছবিটিকে পুনরায় বড় পর্দায় দেখে নস্টালজিয়ায় ভেসে গেলেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের আয়োজন শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, শিক্ষার্থীদের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সমাজবাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে।

উলুবেড়িয়ায় একাধিক বিষয়ে কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভোট চোর গদি ছোড় স্লোগান দিয়ে উলুবেড়িয়া শহরে মিছিল করলো জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ। সোমবার বিকেলে উলুবেড়িয়া স্টেশন মোড় থেকে বিভিন্ন শ্লোগান লেখা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে হাওড়া জেলা গ্রামীন কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষ হয় উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে পর্যন্ত। মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।প্রতিবাদ সভায় বিজেপির ভোট চুরির বিষয়টি যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে বিজেপির আক্রমনের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। তেমনি রাজ্য সরকারের একাধিক বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা শেষে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহর কুশপুত্তলিকা দাস করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা শুভাশীষ ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা তপন আগর ওয়াল আলম প্রমুখ।

নিউ বারাকপুরে মন্দিরে চুরির ঘটনা, পঞ্চায়েত সদস্যাকে নিশানা করে গুলি!

দুরন্ত বার্তা, নিউ বারাকপুর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ বারাকপুরের পর এবার নিউ বারাকপুরেও গুলির ঘটনা ঘটল। পঞ্চায়েত সদস্যাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ওই পঞ্চায়েত সদস্যা। মূল অভিযুক্ত প্রণব বিশ্বাসকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার রাতেই নিউ বারাকপুরের দক্ষিণ তালবান্দা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয় এবং এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ছুটে আসেন পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনার সূত্রপাত স্থানীয় একটি কালীমন্দির চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, রবিবার রাতে ওই মন্দিরে একটি চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে ধরে ফেলেন স্থানীয় মানুষজন। যা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম রাহুল মণ্ডল। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় লোকজন ওই পঞ্চায়েত সদস্যাকে খবর দেন। অভিযোগ, সেই সময় অভিযুক্ত রাহুলও বেশ কয়েকজনকে ফোন করে ডেকে নেন। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বচসা বেঁধে যায়। সেই সময় হঠাৎ করেই প্রণব বিশ্বাস বলে এক যুবক পঞ্চায়েত সদস্যাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান

ওই পঞ্চায়েত সদস্যা। তবে ওই ঘটনার পর তীব্র আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই সুযোগে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত প্রণব। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্ত প্রণবকে গ্রেপ্তার করে নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত প্রণব গাঁজা কেসে দীর্ঘ দু'বছর জেলে ছিল। গত মে মাসেই ছাড়া পায়। এর মধ্যেই ফের এই ঘটনায় পুলিশের জালে প্রণব। কিন্তু তাঁর কাছে কীভাবে এল আগ্নেয়াস্ত্র? সেটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, রবিবার রাতেই বারাকপুরের লাটবাগান এলাকায় পুলিশ কমিশনারেটের সামনে গুলির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, তিনজন মদ্যপ যুবক শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়, এবং তারা এটিকে শুধু মজার ছল হিসেবে ঘটিয়েছে বলে দাবি করে। যদিও পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সেই উত্তেজনার রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার রাতেই নিউ বারাকপুরেও গুলির ঘটনা ঘটল।

খানাকুলে গ্রামবাসীর ওপর চড়াও তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী, বিতর্কে জলপ্রকল্প ও নিম্নমানের কাজ!

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ৮ সেপ্টেম্র ঃ খানাকুল শহরের পোল ১ পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর ওপর গ্রামবাসীদের অভিযোগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, স্থানীয় রাখিবুল ইসলামও তাঁর হেনস্তার শিকার হন। রাখিবুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন, কাদার মধ্যে মাত্র দুই ইঞ্চি বালি ব্যবহার করা হচ্ছে। সোজাসাপটা ঢালাই করা হচ্ছে। পাড়ার মানুষরাই বাধা দিচ্ছে।

পানীয়জল প্রকল্প (সাবমার্সেবল) নির্মাণকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত প্রধান সাবিনা খাতুনের স্বামী ও এলাকার বাহুবলী নেতা হাফিজুর রহমান, ওরফে খোকন, গ্রামবাসীর ওপর চড়াও হয়েছেন। শুধু তিনি নয়, তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য রাখিবুল ইসলামও অভিযোগ তুলেছেন, যে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাটমানি নিয়ে নিম্নমানের কাজ করাচ্ছেন হাফিজুর রহমান। স্থানীয়দের অভিযোগ, খানাকুল পোল ১ পঞ্চায়েতের সুলুট এলাকায় তৈরি হওয়া জলপ্রকল্পটি মোট ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু এলাকার মানুষের প্রয়োজন ও নিরাপত্তার কথা না ভেবে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কারণে গ্রামবাসীরা কাজ বন্ধ করার দাবি তুলেছিলেন। এসময় হঠাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান হাফিজুর রহমান। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি সরাসরি গ্রামবাসীর ওপর চড়াও হন। শুধু সাধারণ গ্রামবাসী নয়, পঞ্চায়েত সদস্য কারণ একটু জল হলেই পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, ঠিকাদারদের নির্দেশে হাফিজুর রহমান কাজের মান নিশ্চিত করার বদলে নিজস্ব স্বার্থে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করতে বাধ্য করছেন। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে পিছু হটলেও ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে। ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি নেতা ধর্মদার বৌরী বলেন, পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের ক্ষোভ ছিল। নিম্নমানের কাজের জন্য দেখা গেল দলেরই একজন নেতা গ্রামবাসীর ওপর চড়াও হয়েছেন। এটি স্পষ্টভাবে দলীয় শৃঙ্খলার ব্যর্থতার প্রতিফলন। যদিও ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে আরামবাগ জেলা তৃণমূল সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায় জানিয়েছেন, প্রধান হোক, প্রধানের স্বামী হোক, কিংবা সদস্যই হোক, সকলের উচিত মানুষের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করা। এরকম কোনো আচরণ হলে দল থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জলপ্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হলে তা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হবে। প্রকল্পটি জলপ্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যদি মানসম্পন্ন কাজ না হয়, তাহলে বৃষ্টির সময়ে এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই স্থানীয়রা কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সরব হয়েছেন। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক উত্তাপও দেখা দিয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ঘটনাটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। অপরদিকে বিরোধীরা এই ঘটনায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং দলের অদক্ষ পরিচালনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তারা দাবি করেছেন, শুধু স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ নয়, দলের অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের অভাবও এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

জানা গেছে, গ্রামবাসী ও স্থানীয় সদস্যরা চাইছেন প্রকল্পটি মানসম্পন্নভাবে সম্পন্ন হোক। জনগণের স্বার্থে পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামীকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। গ্রামবাসীর সঙ্গে সহমর্মিতা এবং ভদ্র আচরণ নিশ্চিত না হলে আরও বড় ধরনের বিবাদ তৈরি হতে পারে। এভাবে খানাকুলের পোল ১ পঞ্চায়েতে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘাত এবং নিম্নমানের কাজকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি এলাকায় সরগরম রাজনীতি ও সামাজিক উত্তেজনার সূত্রপাত করেছে। ঘটনা যেন দ্রুত সমাধান হয় এবং প্রকল্প মানসম্পন্নভাবে শেষ হয়, সেই জন্য প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও নজরদারির প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে উঠে এসেছে।

সিবিআই কাজ করলে ঘুষ পায়-অভয়ার মা-বাবার আবারও বিস্ফোরক অভিযোগ, কেন্দ্রকেও নিশানা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ ৯ অগাস্ট তাদের কাছে এক ভয়াবহ দিন হিসেবে স্মরণীয়। এই দিনেই পরিবারের কাছে পৌঁছেছিল মেয়ের মৃত্যুর খবরে। আর জি কর ধর্ষণ-খুনের ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বছর কেটে গেলেও সুবিচার না পাওয়ার অভিযোগে সন্তানহারা দম্পতি এখনও দরজায় দরজায় ঘুরছেন। পুলিশি আচরণের বিরুদ্ধে রাস্তায়ও নেমে প্রতিবাদ করেছেন আর জি কর হাসপাতালে নিহত চিকিৎসকের মা। এই পরিস্থিতিতে সন্তানহারা দম্পতির নিশানায় ফের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এসেছে। পাশাপাশি, মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর বিরুদ্ধেও। মেয়েকে হারিয়ে, আর জি কর হাসপাতালে নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা সরাসরি সিবিআই-এর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগই কার্যত তৃণমূলের হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রযোগের সুযোগ দিয়েছে। বহুদিন ধরেই জানিয়েছেন, সিবিআই তাঁদের কথায় কর্ণপাত করছে না। তদন্তের বিষয়ে যোগাযোগও রাখছে না। সিবিআইয়ের সদিচ্ছা নিয়েও একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছেন, নিহত চিকিৎসকের বাবা। এবার তুললেন আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ। বললেন, সিবিআই কাজ না করলে বেতন পায় আর কাজ করলে ঘুষ পায়। পরিষ্কার কথা।' কিন্তু এই কেসের ক্ষেত্রে কার থেকে ঘুষ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ? এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্য কোনো

কথা বলেননি, আর জি করে নিহত তরুণী চিকিসকের বাবা। শুধু বলেন, জানি না।তবে তাঁর দাবি, সিবিআই সব জানে, সব বের করেছে। এখানেই শেষ নয়, এবার কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মেয়ে-হারা বাবা। তাঁর দাবি, 'আমাদের দেশের যে প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী...কিন্তু সত্যিকারের বিষয়, তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন বলে তো আমাদের তো মনে হচ্ছে না...কেন্দ্রীয় সরকার যে কেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না, সেই একটা প্রশ্ন আমাদের রয়ে গেল।'

সেই সঙ্গে, নিহত চিকিৎসকের বাবা-মার অভিযোগের নিশানায় থেকেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও। পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূলও। অভয়ার মা-বাবার বক্তব্য শুনে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ওঁরা একদিকে বলছেন সিবিআই ঘুঁষ নিয়ে কাজ করেছে, আবার অন্যদিকে বিজেপির সঙ্গে নবান্ন চলো মিছিলে হাঁটছেন, দুটো তো একসঙ্গে হতে পারে না। ওঁদের এক মুখে কথা বলতে হবে। এই বিষয়ে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁদের ভুল বোঝাবো হয়েছে। কলকাতা পুলিশ যদি আগেই প্রমাণ লোপাট করে দেয়, তাহলে সিবিআই কী করবে ! প্রসঙ্গত, আর জি কর হাসপাতালে সংঘটিত ধর্ষণ-খুন মামলার তদন্ত শুরু হয় কলকাতা পুলিশ থেকে, পরে আদালতের নির্দেশে তা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবু দোষী হিসেবে শুধুমাত্র সঞ্জয় রায়কে প্রমাণিত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছেন ১৩৬টি দেশের প্রবাসী বাঙালিরা।

আগামী ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ বৈঠক ' কম্যান্ডার্স কনফারেন্স ২০২৫'। এবারের বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য - সশস্ত্র বাহিনীর সংস্কার, রূপান্তর ও পরিবর্তন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষারাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, প্রতিরক্ষা সচিব এবং অন্যান্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। তিন বাহিনী ও ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের অফিসাররাও অংশ নেবেন। আধুনিক প্রযুক্তি ও সংস্কারের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা যায়, সেই নিয়ে সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সম্মেলনে বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারিক ও জওয়ানদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে বাহিনীর সমস্যা ও অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া হবে। । জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র বাহিনীকে দ্রুত ও কার্যকরভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো সক্ষমতা গড়ে তোলাই এই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দিল্লির পথ কুকুরদের উপর অমানবিক আচরণে প্রতিবাদ হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির পথ কুকুরদের উপর অমানবিক আচরণ ও পশুপ্রেমীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হাওড়ায়, তোলা হলো বেশ কিছু দাবি। দিল্লির পথ কুকুরদের উপর অমানবিক আচরণ ও পশুপ্রেমীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হলো হাওড়া জেলাও। রবিবার বিকালে প-সাম হাওড়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর উদ্যোগে কয়েকশো পশুপ্রেমী মানুষ হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের কাছে জড়ো হয়ে এক শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাঁদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড, ব্যানারে দাবি ছিল 'কুকুরদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ করো', আমরা ন্যায্য বিচার চাই' ইত্যাদি। এদিন পশুপ্রেমীরা একত্রিত হয়ে দিল্লির ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং নিষ্ঠুর কাজের সাথে জড়িত মানুষদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন। এদিন পশুপ্রেমী সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তথা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে বেশ কিছু দাবি রাখা হয়। প্রথমত, পশুপ্রেমীরা যারা রাস্তার অবলাদের প্রতিদিনের খাবারের ব্যবস্থা করে তাদের যেন কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়। দ্বিতীয়ত, পথ কুকুদের জন্য খাবার দেবার নির্দিষ্ট ও যথাযথ জায়গা নির্বাচন। তৃতীয়ত, হাওড়া কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পশু সৎকার কেন্দ্র, পশু বন্ধ্যাত্বকরণ কেন্দ্র ও পশু টীকাকরণ কেন্দ্র যাতে গড়ে তোলা যায়। চতুর্থত, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে মানুষ তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুসারে অন্তত একটি করে পথকুকুরকে দত্তক নেয়। এদিন প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলা এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা দিল্লিতে পথকুকুরদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশগুলি সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিও তোলেন। আয়োজকরা এটাও জানান যতদিন না পথ কুকুরদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হচ্ছে ততদিন এই প্রতিবাদ চলবে।

আমার পাড়া আমার সমাধানও দুয়ারে সরকার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের কালীনগর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত আমার পাড়া আমার সমাধানও দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক,কালীনগর পঞ্চায়েতের প্রধান দেরাসত হোসেন প্রমুখ।

সোনারপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় ছিনতাইয়ের মূল চক্র গ্রেফতার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ কিশোরী বয়স থেকেই চুরিতে হাতেখড়ি , আর তারপর থেকে একের পর এক চুরির ঘটনায় যুক্ত রাবিয়া বিবি। লোকাল ট্রেনে চুরি, ছিনতাই, গ্রেফতার, জেলখাটা সবই তার জীবনের নিয়মিত অধ্যায় হয়ে উঠেছিল। জেল থেকে বেরিয়েই আবার পুরনো অভ্যাসে ফিরতেন তিনি। এতটাই নিখুঁত ছিল তার হাতসাফাইয়ের কায়দা যে, শিকাররা বুঝতেই পারতেন না কবে, কখন, কীভাবে টাকা বা গয়না হাত বদল হয়েছে।কাজের আগে দলবল নিয়ে রেইকি চালাতেন, টার্গেট বেছে তারপরেই হত পদক্ষেপ।আর এবার সোনারপুর থানার পুলিশের জালে ধরা পড়লো হাত সাফাইয়ের মূল কারিগর রাবিয়া বিবি।এই চক্রের মূল মাথা রাবিয়া বিবি। প্রথমদিকে একা কাজ করলেও পরে তার স্বামী সহ আরও কয়েকজন যুক্ত হন। ট্রেন ছাড়িয়ে এবার ব্যাঙ্কে নজর দিতে শুরু করে এই দল। বিশেষত বয়স্কদেরই নিশানা বানানো হত। দলের লোকজন ব্যাঙ্কে ঢুকে খেয়াল করত কারা টাকা তুলছেন, কতটা টাকা তুলছেন এবং কোন ব্যাগে রাখছেন। এরপর রাবিয়া নিখুঁত ব্লেড কৌশলে ব্যাগ কেটে টাকা উধাও করে দিতেন। এতটাই সাবলীল ছিল এই কাজ যে টের পাওয়ার আগেই খেল খতম।সম্প্রতি সোনারপুরের এক ব্যাঙ্ক থেকে তপতী সরকার নামে এক মহিলা এক লক্ষ টাকা তোলেন। ব্যাঙ্কের বাইরে চা খেতে দাঁড়াতেই রাবিয়া ও তার সঙ্গীদের ফাঁদে পড়েন তিনি। অভিযোগ দায়ের হতেই সোনারপুর থানার পুলিশ তদন্তে নামে এবং শেষমেশ রাবিয়া বিবি ও মিতা পুরকাইতকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বারুইপুর, জয়নগর থেকে শুরু করে উত্তর ২৪ পরগনার রহড়া পর্যন্ত রাবিয়ার একাধিক ঘাঁটি রয়েছে। শুধু তাই নয়, দুই ২৪ পরগনা ছাড়া ও হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ায় ছড়িয়ে রয়েছে এই চক্রের জাল। বহুবার ধরা পড়লে ও আবারও একই কায়দায় সক্রিয় হয়ে ওঠা রাবিয়ার দাপট শেষ পর্যন্ত পুলিশের ফাঁদে আটকে গেল। সোনারপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় অবশেষে দুস্কৃতীরা ধরা পড়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সাধারণ মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যারে মস্তিষ্ক প্রসূত এক যুগান্তকারী প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'। মধুসূদন পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেষ দিনে রামতনুনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩,৪ নং বুথ নিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা।

নিউ দিঘাতে বিনোদন সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়ার সংখ্যা প্রকাশ

মলয় সুরঃ রবিবাসরী দুপুরে নিউ দিঘার সমুদ্র সৈকতের অগুনতি ঢেউ উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে একটি হোটেলের ব্যাঙ্কওয়েট হলঘরে বিনোদন সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা ১৪৩২ প্রকাশিত হল সুশান্ত ঘোষের সম্পাদনায়। ১৮৪ পাতার বইটিতে ৫১৪ জন কবি ও সাহিত্যিকের লেখা রয়েছে। শারদ অর্ঘ্য বইটিতে ৪০০ টাকা দাম ধার্য করা হয়েছে। এবার শারদ সংখ্যা বইটি সপ্তম বর্ষে পড়ল। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাঙালি কবি সাহিত্যিকরা ভাইজাক, মুম্বাই, পুনে, নিউ দিল্লি, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি জায়গা থেকে আসেন। এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সম্পাদক সুশান্ত ঘোষের লেখা সমবেত কণ্ঠ সংগীতের মাধ্যমে। গান ' আমার, বিনোদন তোমার, বিনোদন সবার' । এরপর প্রদীপ প্রজ্জলন করলেন ছোট্ট শিশু কবিরা। পত্রিকার সম্পাদক জানালেন নিজের উপর এখন অনেক বেশি আস্থা তৈরি হলো,অন্যদিকে ছোটদের লেখালেখির প্রতি আগ্রহ জন্মালো। এখন তারা হাত পাকাচ্ছেন। শারদীয়া আগমনী গানটিতে শারদীযার আগমনী গানটিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত রমলা মুখার্জি অনবদ্য নৃত্য পরিবেশনটি বেশ নয়নভিরাম ছিল যা শ্রোতাদের মাতিয়ে দেয়। এছাড়া সাহিত্যিক ভারতী ভট্টাচার্য নৃত্য করেন। এই অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী কবি নজরুলের আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুমন মুখোপাধ্যায়। লেখক শুভ দাশগুপ্তের লেখা কবিতা পাঠ করেন তাপসী ঘোষ। এছাড়া এদিন কুড়িটির অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একটি সুন্দর বিকেল উপহার দেওয়ার জন্য বিনোদন পত্রিকার সংস্থাকে সাধুবাদ দিতে হয়।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-এ গ্রামের মানুষের সমস্যা শুনলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, রায়দীঘি, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শনে এসে সোমবার রায়দীঘির বিধাযক্ ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে গোটা বিশ্ব বাংলার পথ অনুসরণ করবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্পআমাদের পাড়া আমাদের সমাধান এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে উপকৃত হবে বাংলার বাসিন্দারা। সোমবার রায়দিঘীর বিধানসভা কেন্দ্রে কুমরোপাড়া গ্রামে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ও দুয়ারে সরকার পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘীর বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন তিনি এই শিবির পরিদর্শন ছাড়া ও কয়েকটি বুথের সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে পাড়ার সমস্যা শোনেন। আর তা সমাধান হবে বলে জানালেন। রাস্তা, ড্রেন, ঘাট, পানীয় জলের সমস্যা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এই সব ছোট-বড় সমস্যার সমাধানের জন্য গ্রামবাসীরা জানালেন।এই প্রকল্পটি দেশের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। বাংলা পথ দেখাচ্ছে গোটা ভারতকে।

নদী কতটা বিপদজনক, তা জানতে সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ নদীর গতিপথে পাঁচটি বড় জলবিদ্যুত কেন্দ্রের জন্যে উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী কতটা বিপদজনক হয়েছে তা জানতে রাজ্য সরকার সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি সিকিমের পাহাড়ি এলাকা থেকে মেখলিগঞ্জের বাংলাদেশ সীমানা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বর্তমান পরিস্থিতি জানতে অববাহিকার ৯২ কিলোমিটার অংশেও সমীক্ষা করা হবে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুজোর পরেই এই কাজ শুরু করতে সহায়তা চেয়ে সেচ দপ্তর সিকিম সরকারকে চিঠি দিয়েছে। সমীক্ষার কাজ শেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রনে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্যের তরফে তা কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রক ও ব্রক্ষপুত্র বোর্ডকে পাঠানো হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ ভাদ্র, ১৪৩২

পথের পাঁচালী

নীরদচন্দ্র চৌধুরী মেস থেকে বেরিয়ে দেখলেন, তাঁর কলেজের প্রিয় বন্ধু বিভূতিভূষণ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তার টাইম-কল থেকে কী একটা পাত্রে ধরে জল খাচ্ছেন। নীরদ বাবু নিশ্চিত হওয়া র জন্য এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, কোনো ও সন্দেহ নেই,ইনিই তার বন্ধু। বিভূতিভূষণ একটু হাসি হেসে বললেন,'জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলাম।' নীরদবাবু বললেন,তা তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি আছ কোথায়? বিভূতিভূষণ বললেন, 'আপাতত কিছু না, ওই ভুজিওয়ালার দোকানে একটা চৌকি খালি। রাতে ওখানেই থাকি। নীরদবাবু বললেন, ' তোমার এমন অবস্থা, থাকার জায়গা নেই,চল আমার মেসে।' ৪১ এ , মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস এর বাসিন্দা হলেন বিভূতিভূষণ। সেই মেসে আরও একজন থাকতেন, পরবর্তীকালে বিখ্যাত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তিনি ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠাকুরমার ঝুলির লেখক। বিভূতিভূষণ বললেন, তুমি তো জানো আমি এম,এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার স্ত্রী গৌরী র মৃত্যু। পড়া ছেড়ে দিলাম। কলকাতায় আসি, পরিচয়ের আড্ডায় শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হলো। ভাগলপুরে বিশাল এস্টেট আছে। শ্যামলবাবুর কথামতো সেখানে চলে গেলাম জমিদারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে কাজ করলাম। কাজের জন্য পূর্ণিয়া, ভাগলপুর যাই, আবার ফিরে যাই জঙ্গলমহলে। শেষে শহরের টানে ফিরে এলাম। নীরদবাবু তাঁর অক্সফোর্ড এর বাড়িতে বসে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন। মহৎ অন্তঃকরণ ছিল বিভূতির। তোমার লেখাগুলি দেখতে চাই বললেন নীরদবাবু। বিভূতি লেখাগুলি দেখালেন। পাণ্ডুলিপিদেখে মুগ্ধ নীরদবাবু। বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাস এর পাণ্ডুলিপিটি দিলেন। বললেন,' এইটি সম্পূর্ণ হয়েছে। নীরদবাবু পাণ্ডুলিপি টি হাতে নিয়ে পথের পাঁচালী পড়লেন। নতুন ধরনের নাম। বিভূতিভূষণ কে বললেন,'আমি পড়তে শুরু করি, অনেক রাত অবধি পড়ি-- তুমি খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে নিতে পার।' বিভূতিভূষণ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, বন্ধু উঠে মুখচোখ ধুয়ে এসে জানালার দিকে চেয়ে বসে আছেন। বিভূতি বললেন,' কখন উঠেছ নীরদ? নীরদবাবু বললেন, ' ওঠার তো প্রশ্নই নেই। তোমার লেখা পড়তে পড়তেই তো সারা রাত কেটে গেল। ও কী লিখেছ বিভূতি, তুমি হয়তো নিজেও জানো না। এই বই বেরোলেই রীতিমতো হই চই পড়ে যাবে। তৃতীয় মাসেই বেরোতে শুরু করল ধারাবাহিক ভাবে ' বিচিত্রা পত্রিকায় বিভূতিভূষণের উপন্যাস ' পথের পাঁচালী'। প্রথম ব ই তেই বাজিমাত করলেন বিভূতিভূষণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,' এ ব ই টা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস সত্যকে অবলম্বন করে। কল্পনা থাকতো কিন্তু সেটা আত্মগোপনে প্রবল ছিল না। বাস্তবতার সঙ্গে মিশেল করে সত্যের প্রকাশ করতেন বিভূতিভূষণ। সেই কারণে পথের পাঁচালী, আরণ্যক উপন্যাস এখনও মানুষের কাছে জনপ্রিয় রয়েছে। অপু চরিত্রটি বাংলার আইকন।

পিসার হেলান টাওয়ার

১১৭৪সালের এই দিনে ইতালীর পিসা শহরে বিখ্যাত পিসার হেলান টাওয়ার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পিসার হেলানো মিনার (ইতালীয় - Torre di Pisa-Torre pendente di Pisa) ইতালির পিসা প্রদেশের একটি ভবনবিশেষ। এ মিনারটি ঘণ্টা বাজানোর জন্য নির্মিত হয়েছিল। এর এক পাশ হেলে থাকার কারণে সমগ্র বিশ্বে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সুনাম রয়েছে। নির্মাণের শুরু থেকেই এই মিনারের এক দিক থেকে ক্রমশঃ হেলতে থাকে। বর্তমানে এ অবকাঠামোটিকে রক্ষা করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এর হেলে পড়া রোধ ও ভূপাতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা গিয়েছে। এক্কুশ বছর ধরে এর চতুর্দিকে অস্থায়ীভাবে মাঁচা তৈরী করা হয়েছিল। ২৬ এপ্রিল, ২০১১ সালে এর সর্বশেষ মাঁচাটি অপসারণ করা হয়। এর ফলে মিনারটিকে পুনরায় সঠিকভাবে দেখা যায়। ভূমি থেকে অষ্টতলাবিশিষ্ট এ মিনারের উচ্চতা প্রায় ৫৬ মিটার। এর সর্বমোট ওজন প্রায় ১৪,৫০০ টন। বর্তমানে এটি প্রায় ৩.৯৯ ডিগ্রী কোণে হেলে রয়েছে। এর ২৯৪টি সিঁড়ি আছে। ১১৭৮ সালে মিনারটির তৃতীয় তলা নির্মাণের পর এটি হেলতে শুরু করে। নরম মাটিতে মাত্র তিন মিটার গভীরতায় এর ভিত্তি গড়ে তোলাই মিনারটির হেলে পড়ার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া মিনারের নকশাও এজন্যে কিছুটা দায়ী। অবকাঠামোটির নির্মাণকার্য শতাধিক বছর স্থায়ী হয়। কারণ পিসার অধিবাসীরা প্রায়শঃই জেনোয়া, লুক্কা এবং ফ্লোরেন্সের সাথে যুদ্ধকর্মে লিপ্ত থাকতো। পিসার হেলানো মিনারটির প্রকৃত স্থপতিকে ছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। অনেক বছর ধরেই গাগলিমো এবং বোনানো পিসানোকে এর নকশাকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে বোনানো পিসানো ছিলেন দ্বাদশ শতকের সুপ্রসিদ্ধ পিসা নগরীর অধিবাসী ও শিল্পী। তিনি ব্রোঞ্জ দিয়ে গড়া পিসা দুমো'র জন্যেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১১৮৫ সালে পিসা ত্যাগ করে সিসিলি'র মনরিলে এলাকায় চলে যান এবং নিজ শহরে ফিরে আসা মাত্র দেহত্যাগ করেন। ১৮২০ সালে টাওয়ারের পাদদেশে তাঁর নামাঙ্কিত এক টুকরো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এটি ১৫৯৫ সালে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ক্যাথেড্রেলের ব্রোঞ্জের দরজার সাথে সম্পর্কিত ছিল। এছাড়াও, সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা গেছে যে, দিওতিসালভি নামক এক ব্যক্তি পিসার হেলানো মিনারের প্রকৃত স্থাপত্যবিদ নির্মাণকার্যের সময়কাল, দিওতিসালভির কাজ-কর্ম, স্যান নিকোলা মিনারের ঘন্টা ইত্যাদিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে। সচরাচর তিনি তাঁর কাজগুলোয় স্বাক্ষর করতেন কিন্তু মিনারের ঘন্টায় তিনি কোন স্বাক্ষর করেননি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

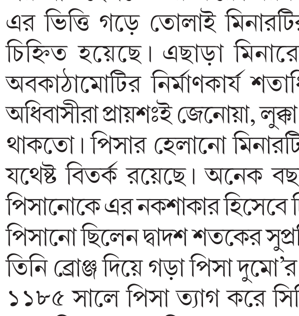

শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার প্রতি মানুষ অনুপ্রাণিত হতে অসুবিধা। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সেবা শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হবে তার। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেখা অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সকলেই একটি নিয়মের মধ্যে চলছে। তার বাইরে কেউ চলাচল করছে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা। এই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপরে গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর

আজকের বাঙালি সমাজে বিস্মৃত বলিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

১৯১১ সালের ১৮ নভেম্বর শ্রীরামপুরে মামাবাড়ি গোস্বামী রাজবাড়িতে জন্ম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের। পিতা যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মা সরলাবালা দেবীর সেজো ছেলে জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন সকলের 'বটুকদা'। সত্যজিৎ রায়ের বটুকদা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বটুকদা আবার কমলা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ও দিদিমণিদেরও বটুকদা। পাঠভবন স্কুলের ছোটরা অবশ্য তাঁকে ডাকত 'বটুকদা মিস'। হ্যাঁ এমন নামে তাঁকেই ডাকা যেত। তিনি যে সকলের প্রাণের মানুষ। সবার কাছের জন। শ্রীরামপুর থেকে মাত্র দু মাস বয়সে তাঁকে নিয়ে আসা হয় পত্নীতলার তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ি 'শিতলাই হাউসে'। সেখানেই কেটেছে জ্যোতিরিন্দ্রের শৈশব। তাঁর বাবা যোগেন্দ্রনাথের গান বাজনার শখ ছিল। বাড়িতে ছিল তানপুরা, হারমোনিয়াম, সেতার, এসরাজ, খোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসতেন ওস্তাদরা, থাকতেন, গাইতেন সেখানে। ছোট বয়সে থেকে তাই নানান সুরে নিজের জীবনবীণার তার বেঁধে নেবার সুযোগ জ্যোতিরিন্দ্রের হয়েছিল। তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রও তাঁকে দেখেছিলেন। এক স্মৃতিকথায় তাঁর দাদা জানিয়েছিলেন, তাঁদের সব ভাইবোনদের মধ্যে বটুকের গানবাজনার ঝোঁক ছিল। সম্পর্কিত কাকা হরিচরণ চক্রবর্তীর কাছে তাঁর সংগীতশিক্ষার শুরু। পাবনা জেলা স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে জ্যোতিরিন্দ্র চলে আসেন কলকাতায়। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন (সাউথ) থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই এসসি পাশ করেন। বিএসসি পড়ার সময়ই তিনি চলে গেলেন পাবনায়, সেখানে এডওয়ার্ড কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করে ফিরে এলেন কলকাতায়। এবার বিএ ও এমএ পড়লেন ইংরেজিতে। ১৯৩২ সালে ইংরেজিতে এমএ পড়ার সময়ই কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল, সারা জীবন ধরে তা অক্ষুণ্ণ ছিল। এমএ পড়ার সময়ে বামপন্থী রাজনীতি তাঁকে আকৃষ্ট করে। গভীরভাবে যুক্ত হয়েছিলেন গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান ছিল তাঁর আশৈশবের সঙ্গী। ছোট থেকেই তিনি রবীন্দ্রসংগীতের আব হাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন আর সে গান তিনি শিখেছিলেন ঠাকুরবাড়ির অনেক গুণীজনের কাছে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে তাঁর রবীন্দ্রনাথের গানে দীক্ষা। শিখেছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষের কাছেও। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বিষ্ণু দের সাহচর্যে পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ফুটবল খেলার প্রতিও তাঁর ছিল তীব্র আকর্ষণ। খেলতেন রাইট ইন। ভালো স্কোরার বলে কলেজে নামডাক ছিল। কিন্তু মন কেড়েছিল সুর। খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে একটি বাড়ি পড়ত, যেখানে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় আসতেন, গান গাইতেন, আর খোলা জানালার নীচে সেই সুরে মগ্ন হতেন জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর ভাষায়, সে সুর আমার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে তোলে, নেশা লাগে। সুরের নেশাতেই আজীবন মেতেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের গানে, কথায় আর সুরের নিবিড় মিলনে তিনি ছিলেন চিরমুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর গায়নে পেত অন্য মাত্রা। পেলবতা বর্জিত দৃপ্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতকে তিনি নতুন করে শ্রোতার কাছে তুলে ধরেছিলেন তিনি। জ্যোতিভূষণ চাকীর স্মৃতিকথায় আছে কলেজ সোশ্যালে জ্যোতিরিন্দ্র এমন ভাবে গেয়ে ছিলেন 'স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে হায়' যে 'ঘা' যেন হৃদয়ে এসে লেগেছিল। অমন রোমাঞ্চকর 'ঘা দিলে' আগে কখনও শুনিনি। জ্যোতিরিন্দ্র গান গাইতেন অন্তরের প্রবল তাগিদ থেকে। তাঁর কণ্ঠে যারা 'যে আমি ওই ভেসে চলে' অথবা 'জগতে আনন্দযজ্ঞে' শুনেছে তাঁরা অনুভব করেছে কোন উদ্দীপনা জড়িয়ে থাকত তাঁর গানে। অথচ তাঁর একটিমাত্র রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। যার এক পিঠে ছিল 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু' আর অন্য পিঠে 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে'। অবশ্য এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি তো গানে গানে 'প্রাণের কান্নাহাসি' গেয়ে বেড়াতেই আগ্রহী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র শুধু গান গাইতেন তা নয়, তিনি গান শেখাতেনও। 'গীতবিতান সংগীত শিক্ষায়তনে' তিনি শেখাতেন রবীন্দ্রসংগীত। কীভাবে গান শেখাতেন তিনি? একটি গানের সঠিক সুর- তাল- লয় বিষয়ে ব্যাখ্যা করাতেই তাঁর কাজ শেষ হত না। শেখানো গানটি নিয়ে চলত আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের গানের যে দ্বার সহজে খোলা যায়

না, থাকে রুদ্ধ, সেই রুদ্ধ দ্বার খোলার চাবি ছিল তাঁর কাছে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি রবীন্দ্র নাথের গানের মর্মার্থ উন্মোচিত করতেন। আনন্দময় মানুষটির গান শেখানোতেও ছিল আনন্দ। তিনি যে সুরকে চিনেছিলেন প্রকৃতি থেকে। প্রায়ই বলতেন তিনি পাখির ডাক থেকেই গানের উৎপত্তি। কোথাও পাখি ডাকলে তিনি সব কাজ ফেলে সে সুর শুনতেন। মনে পড়ে যাবে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে পাহাড়ী সান্যাল অভিনীত সহজ, সরল, প্রাণবন্ত, সংগীতপিপাসু, সংবেদনময় চরিত্রটির কথা। জ্যোতিরিন্দ্রের ছায়াতেই তার সৃষ্টি। তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণায় সে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের জীবনে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে সমান্তরালে ছিল গণসংগীতের গান। ১৯৪৩ সালে লেখা হয় তাঁর বিখ্যাত 'এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার'। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ তিনি ছিলেন বোকারোতে- ডি ভি সি স্কুলের শিক্ষক হয়ে। সেখানের প্রকৃতি- ছোট ছোট পাহাড়, অরণ্যে মুগ্ধ শিল্পী লিখলেন- 'এখনি এখানে এক অরণ্য-সন্ধ্যা নামবে/ দেখে নিও পাহাড়ে পাহাড়ে।' ১৯৫৫ তে দিল্লির ভারতীয় কলাকেন্দ্রের সংগীত অধ্যক্ষ হয়ে পাড়ি দিলেন রাজধানীতে। দিল্লির রুক্ষতাতেও লিখতেন কবিতা, শেখাতেন রবীন্দ্রসংগীত। তুলসী দাসের রামচরিতমানসের সুর দিয়ে তৈরি করেছিলেন 'রামলীলা'। ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত দিল্লির বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় স্থাপিত বঙ্গভারতী সংগীত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হলেন তিনি। এর কিছুদিন আগে তিনি করিয়েছিলেন চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যের অংশবিশেষ। দিল্লি আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্রসংগীত ও কবিতায় তিনি করিয়েছিলেন স্মৃবর্ষমঙ্গলকৃষ্ণ। রবীন্দ্রশতবর্ষে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সর্ব ভারতীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে বাংলা গানের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রসংগীতে বিষয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন জ্যোতি রিন্দ্র। সে ছিল এক 'ল্যান্ডমার্ক' অনুষ্ঠান। ১৯৬৮ সালে জল পাইগুড়ির বন্যাদুর্গত মানুষদের অর্থ ও বস্ত্রের জন্য মিছিলে তিনি ছিলেন সবার আগে। যে মিছিলে ছিলেন ত্রিগুণা সেন, পদ্মজা নাইডু, বিনয় রায় সহ আরও অনেকে। সাইকেলের ওপর হারমোনিয়াম রেখে বাজাতে বাজাতে একের পর এক গান গেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। সে সময়েই লিখেছিলেন প্লাবনের গান। অচেনা মানুষকেও আপন করার অসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর ছিল সব ধরণের গানের প্রতি, সুরের প্রতি ভালোবাসা- গভীর টান। যে টানে তিনি অনায়াসে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে কীর্তন থেকে বাখ, মোজার্ট, বিটোফেন- সব। তাঁর উপলব্ধি ছিল সমগ্র বিশ্বের মাঝে একান্ত সে সহস্রের গীত/ সুর্য তর্পে কেঁপে কেঁপে বয়ে গেছে রবীন্দ্র-সংগীত। সেই সহস্রে মিলেমিশে একাকার পাঁচালি, কীর্তন, টপ্পা, কবিগান, দেশাত্মচেতনা, শ্যামল বনানী, পুঞ্জীভূত মেঘ, নীল নীল পাহাড়ের সারি, শ্রাবণ শর্বরী, প্রেমের ভুবন- সব কিছু বোধের অনুভবে। এই মানুষটির হাতেই যে সত্যজিৎ রায় তুলে দেবেন 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রের সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব, ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' আর 'মেঘে ঢাকা তারা'য়।

নির্বাচন কমিশন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ

বিশেষ প্রতিবেদক

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় আবারও ধাক্কা : গণতান্ত্রিক কাঠামোর সামনে কঠিন প্রশ্ন। ভারতের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় স্তম্ভগুলির মধ্যে অন্যতম হল নির্বাচন কমিশন। এই সংস্থার কাজ হল সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ নির্বাচন পরিচালনা করা। জনগণের ভোটাধিকারকে সম্মান জানিয়ে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা এই কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশ্লেষক এবং সাধারণ মানুষ এখন প্রশ্ন তুলছেন। ভারতের নির্বাচন কমিশন কি তার সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে সরে এসে রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে? এই বিতর্ক নতুন নয়, কিন্তু প্রতিবারই যখন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়, তখন গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এবারও সেই প্রশ্নই সামনে এসেছে, কমিশন কি তার নিরপেক্ষ অবস্থান হারাচ্ছে? নির্বাচন কমিশন সংবিধানের আর্টিকেল ৩২৪-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত। এর মূল কাজ হল নির্বাচন পরিচালনা করা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক নির্ভয়ে নিজের ভোট দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হচ্ছে? নানা রাজ্যে ভোটের সময় বারবার অভিযোগ উঠেছে ইভিএম বিকল হওয়া, ভোটকেন্দ্রে প্রভাব খাটানো, শাসকদলের প্রার্থীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, বিরোধী দলের অভিযোগকে উপেক্ষা করা;এসবই গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করেছে। কমিশন বারবার জানিয়েছে, তারা নিরপেক্ষ। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে, কারণ ঘটনাগুলি ক্রমশ একদিকে ঝুঁকে পড়ছে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠছে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে। একটি সংস্থা তখনই স্বচ্ছ বলা যায়, যখন তার সব সিদ্ধান্ত খোলাখুলি এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কমিশনের সিদ্ধান্ত হঠাৎই ঘোষণা করা হচ্ছে, এর পেছনে কারণ স্পষ্ট করা হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা, আচরণ বিধি প্রয়োগ বা কোনও প্রার্থীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে অস্বচ্ছতার বার্তা দিচ্ছে। যখন শাসকদলের প্রার্থীরা প্রকাশ্যে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেও দায় এড়াচ্ছেন, আর বিরোধী প্রার্থীদের সামান্য অভিযোগে শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে, তখন জনগণ প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হচ্ছেন। এটি কি সত্যিই নিরপেক্ষ কমিশনের কাজ? নির্বাচন কমিশনের ওপর বিশ্বাস হারানো মানে আসলে গোটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর বিশ্বাস হারানো। কারণ ভোটাররা যদি মনে করেন তাঁদের ভোটে কোনও গুরুত্ব নেই, বা ফলাফল আগেই ঠিক করা হয়ে গেছে, তবে ভোট দেওয়ার আগ্রহ কমে যায়। এতে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। আমরা জানি, ভারতে ভোটের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা জনতার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি ফলন। কিন্তু যদি মানুষ ক্রমশ অনাস্থার দিকে চলে যান, তবে এর প্রভাব গোটা ব্যবস্থার ওপর পড়বে। এখানে রাজনৈতিক চাপের প্রসঙ্গও আসছে। অভিযোগ আছে, কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রতি কমিশন অনেক সময় নমনীয়, আর বিরোধীদের ক্ষেত্রে কঠোর। এর ফলে কমিশনের ওপর থেকে নিরপেক্ষতার বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিই রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, তবে তা সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী। কমিশনকে তৈরি করা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন এবং শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে। কিন্তু যদি বাস্তবে তা না হয়, তবে এটি গণতন্ত্রের জন্য এক অশনি সংকেত। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার পাশাপাশি কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নের মুখে। একসময় নির্বাচন কমিশনকে গণতন্ত্রের প্রহরী বলা হত। কিন্তু এখন অনেকেই মনে করছেন, কমিশন আর আগের মতো দৃঢ় নেই। একদিকে প্রযুক্তির ব্যবহার; যেমন ইভিএম, ভিভিপ্যাট নিয়ে মানুষের মনে আস্থা তৈরির কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে এসব নিয়েও সন্দেহ বাড়ছে। বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করেছেন ইভিএমে কারচুপি হচ্ছে। কমিশন অবশ্য এসব অভিযোগকে খারিজ করেছে। কিন্তু অভিযোগ যখন বারবার ওঠে, তখন কমিশনের দায়িত্ব অভিযোগ কারীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় যাওয়া। দুর্ভাগ্য জনকভাবে সেই আলোচনার সুযোগ কমিশন সবসময় দেয় না। ফলে মানুষের মনে অবিশ্বাস থেকেই যায়। আন্তর্জাতিক পরিসরেও ভারতের নির্বাচন কমিশনের এই সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সেই কারণে নির্বাচন কমিশনকে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে সুষ্ঠু রাখতে হবে।

'সেই সময়' ও 'প্রথম আলো' সাহিত্য দলিল

রতন হাজরা, হুগলি

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ''তাও রক্ষে, সুনীল মোটে একবেলা লেখে, দু'বেলা লিখলে যে কী হত কে জানে!'' আর কখনও কেউ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে কথাটা বললে তিনি তাঁর ট্রেডমার্ক মার্কা হাসিটা হাসতেন। মৃদু প্রতিবাদও করতেন । তারপর বলতেন, ''তা হলে মদটা খাওয়া হত কখন?'' দিনে একবেলা করে লিখেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমৃদ্ধ করে গিয়ে বাংলা সাহিত্যকে তাঁর কি একটা পদ্মভূষণ অন্তত প্রাপ্য ছিল না? কিংবা একটা জ্ঞানপীঠ? একদা এক সাক্ষাৎকারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, তকী মনে হয় জান, মানিকবাবুর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতো একটা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারলে সব লেখা বন্ধ করে দেব।'' না! তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতো কিছু লেখেননি। পদ্মভূষণ বা জ্ঞানপীঠও পাননি। এই সব খেতাব, পুরস্কার, পদে কী এসেছিল-গিয়েছিল সুনীলের মতো লেখকের? যাঁকে রবিশঙ্করের মতো মানুষ 'সেই সময়' পড়ে ফোন করে বলেছিলেন, ''অভিভূত! আপনার গালে চুমু দিতে ইচ্ছে করছে, তাঁর আবার কী সংশাপত্র চাই কোনও সংসদ বা সমিতির? এই 'সেই সময়' যখন কলকাতার বাবুসমাজ সুরা, নারী ও বুলবুলি -বিলাসে মগ্ন, যখন নব্যশিক্ষিত যুবকেরা প্রাণপণে ইংরেজ-অনুকরণে মত্ত, গ্রাম নিঃস্ব করে প্রজাশোষণের অর্থে চলেছে সংস্কৃতি চর্চা, সমাজ ও ধর্মসংস্কার,তরুণ বিদ্যাসাগর রাত্রি জেগে রেড়ির তেলের আলোয় রচনা করছেন বাংলা গদ্যভাষা, জেগে উঠছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এই সেই সময়-হ্যাঁ, একটি বিশেষ সময়ই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সুবিস্তৃত উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। তিনি নিজেও এ-উপন্যাস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন; আমার কাহিনীর পটভূমিকা ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। এবং এই কাহিনীর মূল নায়কের নাম সময়। লিখেছেন, সময়কে রক্তমাংসে মূর্ত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। নবীনকুমার সেই সময়ের প্রতীক। তার জন্মকাহিনী থেকে তার জীবনের নানা ঘটনার বৈপরীত্য, শেষ দিকে এক অচেনা যুবতীর মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন এবং অদ্ভুত ধরনের মৃত্যু, সবই যে সেই প্রতীকের ধারাবাহিকতা, আশা করি

তা আর বিশদভাবে এখানে বলবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনীয় কথা শুধু এই যে, নবীনকুমারের চরিত্রে এক অকাল-মৃত অসাধারণ ঐতিহাসিক যুবকের কিছুটা আদল আছে। অন্য কোনো প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম বা জীবনকাহিনী আমি বদল করিনি। সত্যিই তাই। নাটকের গুরুতে যেমন দেওয়া থাকে পাত্রপাত্রীর নাম ও পরিচয়, তেমনভাবে এই বিপুল বর্ণাঢ্য উপন্যাসেরও গোড়াতেই যদি দেওয়া থাকত নবীনকুমারের সমকালীন চরিত্রাবলির নাম, বস্তুতই বিস্ময়কর মনে হত সেই তালিকা। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, হেয়ার সাহেব, দেবেন ঠাকুরকে নেই। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীই যেন নানান চরিত্র হয়ে চোখের সামনে জীবন্ত। যেটুকু তফাৎ তা হল, গবেষকের রচনায় প্রাণ থাকে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই প্রাণটি প্রতিষ্ঠা করেছেন এক দুরন্ত সময়ের জীবন্ত চলচ্চিত্র 'সেই সময়'। তির সামনে ছুটে যাওয়ার আগে কিছুটা পিছিয়ে যায়। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে যে-কোনও সমাজের মাঝেমাঝে ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিকে পিছু ফিরে দেখা দরকার। আমাদের দেশের অনতি-অতীতের পুনর্দর্শন ও পুনর্বিচার নিয়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণাঢ্য, বেগবান উপন্যাস 'প্রথম আলো'। উপন্যাসটিতে আছেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফীর মতো খ্যাতনামা সব ঐতিহাসিক চরিত্র। তা সত্ত্বেও 'প্রথম আলো'র মূল নায়ক- সময়। আঠারোশো তিরাশি থেকে উনিশশো সাত পর্যন্ত যে-সময়কাল বিস্তৃত। যখন হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে নবজাগরিত কিছু মানুষ আবিষ্কার করছে দেশ নামক এক ভাবসত্তাকে, অনুভব করছে পরাধীনতার গ্লানি। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলন, মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের নানা রূপান্তর, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে নবীনদের মতবিরোধ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা সৃষ্টি ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ অনুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে 'প্রথম আলো' উপন্যাসে। মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও বিশালতা নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায়, তারপর সমগ্র ভারতে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'প্রথম আলো' পাঠকচিত্ত জয় করেছে হবেই, কালজয়ের সামর্থ্যেও সে বলীয়ান। দেশবিভাগ নিয়ে তেমন স্মরণীয় উপন্যাস বাংলাভাষায় লেখা হয়নি। দু-পার বাংলায় ছড়ানো সমান্তরাল বাঙালিজীবন নিয়েও না। সেই অপূর্ণতাকেই দূর করল এই বিশিষ্ট, ব্যতিক্রমী ও বড়মাপের উপন্যাস। বিশাল ক্যানভাসে চিত্রিত এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ একইসঙ্গে ছুঁয়ে আছে এপার এবং ওপার বাংলা। শুরু সেই পঞ্চাশের মধ্যভাগে। দু-বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পালাবদলের স্রোত কীভাবে এসে মিশেছে এই আশির দশকের মোহনায়, এ -উপন্যাস তার এক জীবন্ত দলিল। দুই বাংলার দুই পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাসে বিশেষ কোনও চরিত্রকেই মূল চরিত্র বলা যাবে না। একই সঙ্গে অনেকগুলি প্রধান চরিত্র। এইসব চরিত্রের কেউ-কেউ আবার পূর্ব বা পশ্চিম বাংলার গণ্ডিতেই আবর্তিত নয়, ইউরোপ -আমেরিকাতেও গেছে। ফলে, কলকাতার কফি হাউসের পাশাপাশি কখনও আবার আমেরিকার চোখ-ধাঁধানো শহরের কথা এই উপন্যাসে। 'পূর্ব-পশ্চিম'-এই নামকরণেও যেন নিহিত ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনা। এ-উপন্যাসে শুধুই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার কথা নয়। পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তর পটভূমিও এর অন্তর্গত।

'দৃষ্টিকোন'
প্রাচীন কালী মন্দির

২৩৮ বছর আগে এক সৌম্যকান্তি সাধক বর্তমান সোমরাবাজারের অন্তর্গত সুখারিয়ায় হুগলী নদীর ধারে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এক প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে শক্তি সাধনায় ব্রতী হন এবং সিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তী কালে সেই সাধক এক কষ্টিপাথরের তৈরি কালীমূর্তি সংগ্রহ করেন এবং স্থানীয় সুখারিয়ার জমিদার মিত্র মুস্তাফি পরিবারের অর্থানুকূল্যে তিনি করেছিলেন। ঠাকুর যে নদীপথে সোমরাবাজারের কাছ দিয়ে গিয়েছিলেন তা কথামৃতে উল্লেখ আছে। এবং সেই মর্মে একটি ফলকও এই মন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে। তবে এই মন্দিরের পাশে এখন জঙ্গলও নেই। নদীও নেই। মন্দিরের পাশেই বসতি গড়ে উঠেছে। আর নদীর ফেলে যাওয়া খাতে হচ্ছে চাষবাস। এখনকার অবস্থা দেখলে কে বলবে আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে

খিলান বিশিষ্ট এক মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের নির্মাণ কাল আনুমানিক ১৭০৭ শকাব্দ বা ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ। পরবর্তী কালে অনেক বার মন্দির সংস্কারের ফলে মন্দিরের প্রাচীনত্ব অবলুপ্ত হয়েছে। এখন টাইলস আর মার্বেল বসানো ঝকঝকে এক আধুনিক মন্দিরে পরিণত হয়েছে। এবং আগে যে হুগলী নদী মন্দিরের খুব কাছ দিয়েই প্রবাহিত হতো, সেই হুগলী নদী এখান থেকে কয়েক কিলো মিটার দূরে সরে গেছে। এখন মন্দিরের পাশে চালু বিস্তীর্ণ জমি হুগলী নদীর ফেলে যাওয়া খাত বলে এই অনুমান করা হয়। জনশ্রুতি আছে যে এই নদীপথেই একবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাওয়ার সময় এই সিদ্ধেশ্বরী মা'কে দর্শন এইসব অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো হিংস্র শ্বাপদ। তবে আর কিছু থাক বা না থাক, স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে শুনলাম, এখানে রয়ে গেছে সেই প্রাচীন বটগাছটি, তার ডালপালা বিস্তার করে। তবে প্রাচীন বট গাছের গোড়া বোধহয় অবলুপ্ত। আর আছে গর্ভগৃহে পাথরের বেদীতে কাঠের সিংহাসনে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মূর্তি, আধুনিক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। আশপাশের অঞ্চলের মানুষের কাছে ভীষণই জাগ্রত এই সিদ্ধেশ্বরী কালী। প্রতিদিন জল, ফল আর মিষ্টি দিয়ে দেবীর পুজো করা হয়। অন্নভোগের ব্যবস্থা নেই। দুপুরবেলা মন্দির বন্ধ থাকে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত।

ডিএইচআর-এ স্পেশাল স্টিম এবং ডিজেল জয়রাইড পরিষেবা প্রদান করবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আসন্ন উৎসব এবং শীতের মরশুমে যাত্রীদের জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) অধীনে চার জোড়া স্পেশাল স্টিম এবং ডিজেল রাইড এবং চারটি স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড ট্রেন পরিষেবা পরিচালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ডিএইচআর এই ব্যস্ত মরশুমে হাজার হাজার স্থানীয় এবং বিদেশী পর্যটকদের আগমন ঘটে। এই বিশেষ পরিষেবাগুলির পরিচালনের ফলে তাদের পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করার অভিজ্ঞতাকে আরও বৃদ্ধি করবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৫৪২ (দার্জিলিং - কার্শিয়াং) ফেস্টিভ স্পেশাল স্টিম রাইড ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে চলবে। ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে ০৯.১০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৩.২০ ঘন্টায় কার্শিয়াং পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০২৫৪৩ (কার্শিয়াং - দার্জিলিং) ফেস্টিভ স্পেশাল স্টিম রাইড ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে চলবে। ট্রেনটি কার্শিয়াং থেকে ১২.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৭.০২ ঘন্টায় দার্জিলিং পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০২৫৪৪ /০২৫৪৫ (কার্শিয়াং - মহানদী - কার্শিয়াং) সানসেট স্পেশাল স্টিম রাইড ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে চলবে। ট্রেনটি কার্শিয়াং থেকে ১৫.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৬.৩০ ঘন্টায় মহানদী পৌঁছাবে এবং ফের যাত্রায় ট্রেন নং. ০২৫৪৫ মহানদী থেকে ১৬.৫০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৭.৩০ ঘন্টায় কার্শিয়াং পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০২৫৫২ / ০২৫৫১ (কার্শিয়াং - মহানদী - কার্শিয়াং) সানরাইজ স্পেশাল স্টিম রাইড ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে চলবে। ট্রেন নং. ০২৫৫২ কার্শিয়াং থেকে ০৭.১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ০৮.১৫ ঘন্টায় মহানদী পৌঁছাবে এবং ট্রেন নং. ০২৫৫১ মহানদী থেকে ০৮.৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ০৯.৩০ ঘন্টায় কার্শিয়াং পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০২৫৫৩/০২৫৫৪ (শিলিগুড়ি জং. - রংটং - শিলিগুড়ি) টি, টিম্বার স্পেশাল ডিজেল রাইড ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার, শনিবার ও রবিবারে চলবে। ট্রেন নং. ০২৫৫৩ শিলিগুড়ি জং. থেকে ১২.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৩.১৫ ঘন্টায় রংটং পৌঁছাবে এবং ট্রেন নং. ০২৫৫৪ রংটং থেকে ১৬.১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৭.৩০ ঘন্টায় শিলিগুড়ি জং. পৌঁছাবে। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ৫ জানুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন চারটি স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড চলাচল করবে। এই ট্রেনগুলি দার্জিলিং এবং ঘুম স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে। এই ট্রেনগুলি ০৩টি প্রথম শ্রেণীর কোচ কোচের সাথে চলবে। ট্রেন নং. ৫২৫৯২ (দার্জিলিং - ঘুম - দার্জিলিং) মর্নিং ডিজেল জয়রাইডের পরিষেবা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বাহাল থাকবে। এই ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে ০৭.১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ০৮.০০ ঘন্টায় ঘুম পৌঁছাবে এবং ঘুম থেকে ০৮.২০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ০৮.৫০ ঘন্টায় দার্জিলিং পৌঁছাবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ও সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলিদেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বোলপুরে কিশোরের মৃত্যুকে ঘিরে শোকস্তব্ধ এলাকা, ৫ অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ বোলপুরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে এক কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত কিশোর রোহিত সাউয়ের মৃত্যুতে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ। স্থানীয় বাসিন্দারা শনিবার কালি পুকুরের কাছে তাঁর ছবির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং আত্মার শান্তি কামনা করেন। বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমাতে রোহিতের মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে ও দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। শুধুমাত্র ১৭ নম্বর ওয়ার্ড নয়, পুরসভার আশপাশের এলাকাগুলির মানুষও এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অংশগ্রহণ করেন। এদিকে, পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বোলপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, রোহিতের আকস্মিক মৃত্যু এলাকায় এক গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে। প্রিয়জনকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন পরিবার ও বন্ধুরা। প্রশাসনের কাছে তাদের একটাই আবেদন- ন্যায়বিচার ও দ্রুত পদক্ষেপ।

সারা রাজ্যজুড়ে চলছে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি। সোমবার জামালপুর ব্লকের জারগ্রাম অঞ্চলের জারগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো এই ক্যাম্প। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মাল।

চায়ের বস্তার আড়ালে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ ট্রাক ভর্তি চা পাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সেই চা পাতা নিয়ে যাওয়ার আড়ালে পাচার হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা! গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ সেই গাঁজা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালক-সহ এক নাবালককে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়িতে। পুজোর আগে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়েছে প্রশাসনিক মহলেও। রবিবার রাতে জলপাইগুড়ির ২৭ডি জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে একটি ট্রাক চা পাতা নিয়ে যাচ্ছিল। ওই ট্রাকটি অসম থেকে বিহারে যাচ্ছিল বলে খবর। গোপন সূত্রে খবর যায় জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার পুলিশের কাছে। জাতীয় স।ক দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর যায়। সেইমতো রাতেই অভিযান চালায় পুলিশ। বালাপা।। এলাকায় ওই ট্রাকটিকে আটক করা হয়। শুরু হয় তল্লাশি। দেখা যায় ট্রাকের মধ্যে চা পাতার ব্যাগ ভর্তি। তল্লাশি চালানোর সময় নজর যায় চালকের আসনের নিচে। সেই আসনের জায়গা তল্লাশি করতেই হতবাক হন তদন্তকারীরা। দেখা যায় চালকের বসার আসনের নিচে একটি অ্যান্টি চেম্বার রয়েছে। সেখানেই মজুত করা ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। মোট ১৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সেগুলির বাজারদর কয়েক লক্ষ টাকা। এছাড়াও ট্রাকের মধ্যে ৩৫ কেজি ওজনের মোট ৪৮৫ টি চায়ের ব্যাগ ছিল। চা পাতা নিয়ে যাওয়ার আড়ালেই ওই মাদক পাচার হচ্ছিল! প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ওই ট্রাকটি অসম থেকে বিহারের দিকে যাচ্ছিল। বিহারের বাসিন্দা ট্রাকচালক অমরজিত কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ট্রাকে তাঁর সহকারী হিসেবে এক নাবালকও ছিল। তাকেও পাকড়াও করেছে পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত? অসমের কোথা থেকে ওই বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে আসা হচ্ছিল? বিহারের কোথায় ওই মাদক পাচার হচ্ছিল? সেসব বিষয় চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

বালি পাচার কাণ্ডে ইডির হানা মেদিনীপুরেও

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ মেদিনীপুর শহরতলির একটি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি। সোমবার সকাল থেকে তল্লাশি চলছে এক বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে। ওই বালি ব্যবসায়ীর নাম সৌরভ রায়। ইডি সূত্রে খবর, রবিবার মধ্যরাত থেকেই রাজ্যের নানা দিকে রওনা দেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। সোমবার সকালে প্রায় একই সময়ে প্রতিটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। মেদিনীপুরেও ওই ঠিকানাতেও তল্লাশি শুরু হয়েছে। এদিকে বালি পাচারের টাকার হদিস পেতে এ বার ইডির হানা পূর্ব মেদিনীপুরের জরানগরেও। দিলীপ প্রধান নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে সোমবার সকাল থেকে ইডির একদল আধিকারিক তল্লাশি শুরু করেন।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেতে নাজেহাল মৃতের আত্মীয়রা, কাঠগড়ায় ডাক্তার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ সময় পর বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ফরেন্সিক বিভাগের চিকিসক কাজে যোগ দিয়েছেন। তারপরেও কাজে গড়িমসির অভিযোগ উঠেছে। মাস তিনেক ধরে প্রায় শতাধিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ঝুলে রয়েছে। ফলে প্রত্যহ বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে এসে রিপোর্টের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন মৃতের আত্মীয় পরিজনরা। শুধু তাই নয়, জানা যাচ্ছে, ময়নাতদন্ত করতে চিকিৎসক দেরিতে হাসপাতালে ঢোকেন। জটিল বা রহস্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত করছেন না বললেই চলে। হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে খবর, বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ২-৩টি ময়নাতদন্ত হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর হাসপাতালে ফরেন্সিক বিভাগের চিকিৎসক ছিল না। গত জুন মাসে ফরেন্সিক বিভাগের চিকিৎসক এসেছেন। তিনি রিপোর্ট দেওয়ায় গড়িমসি শুরু করেছেন বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, ' কাছে এই নিয়ে অনেকেই পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের জন্য এসেছিলেন। ওই চিকিৎসককে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই চিকিৎসককে সতর্ক করেছে। আশা করা যাচ্ছে, দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে'। ওই ফরেন্সিক বিভাগের চিকিৎসক অঙ্কিতা চুনাকরকে ফোন ও মেসেজ করে জবাব মেলেনি। সকাল থেকে রোগীর আত্মীযরা মর্গের সামনে অপেক্ষা করলেও তিনি দুপুর দু'টোর পর হাসপাতালে আসেন। এছাড়াও খুন বা সামান্য জটিলতা দেখা দিলেই ময়নাতদন্ত করতে চান না। ভিন জেলায় পাঠিয়ে দেওয়ায় মাঝেমধ্যে বিক্ষোভ দেখান রোগীর স্বজনরা। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্য মহলে।

জালনোট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ আবার মালদায় বিপুল অংকের জালনোট উদ্ধার! এবার পাঁচ লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল মালদার কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। পাঁচ লক্ষ টাকার জালনোট সহ গ্রেপ্তার করল দুই পাচারকারীকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুই পাচারকারীর মধ্যে একজনের নাম মজিবুর সেখ এবং অপরজনের নাম সুকমান সেখ। দুজনেরই বাড়ি কালিয়াচক থানার সুলতানগঞ্জ মধ্যপাড়া এলাকায়। এদিন তারা কালিয়াচকের মোজমপুর ব্রীজ সংলগ্ন শাহবাজপুর এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। ওই সময় গোলাপগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে তাদের পাকড়াও করে। তল্লাশিতে ধৃতদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় পাঁচ লক্ষ টাকা জালনোট। যার সমস্তটাই পাঁচশো টাকার নোট। ধৃতরা বিপুল অংকের জালনোয় কোথায় পেল? কোথায় পাচার করতে যাচ্ছিল? এই সমস্ত নানান দিক খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং তদন্তের স্বার্থে সোমবার ধৃতদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে পেশ করে মালদা জেলা আদালতে।

বাংলাদেশীদের হাতে অপহৃত ভারতীয় কৃষক বলে অভিযোগ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের মীরাপাড়া এলাকায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো ল্যান্ডে অর্থাৎ কাঁটাতারের বেড়ার পরে যে ভারতীয়দের চাষের জমি রয়েছে সেখানে চাষের কাজ করতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত বর্মন। ওই এলাকায় কর্তব্যরত রয়েছে বিএসএফের ১৫৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। যখন জওয়ানদের ডিউটি পরিবর্তন হচ্ছিল সেই সুযোগে কৃষক কৃষ্ণকান্ত বর্মনকে চার পাঁচ জন বাংলাদেশী তুলে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। এই ঘটনার পর স্থানীয় মানুষরা জমায়েত হয়ে বিএসএফের কাছে অভিযোগ জানান ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। কৃষ্ণকান্ত বর্মনের বাড়ি মীরাপাড়া এলাকায় গতকাল তার পরিবারের লোকজন ফালাকাটা গিয়েছিলেন আত্মীয়র বাড়িতে তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন। সোমবার ভারতীয় কাঁটাতারের পর যে জিরো ল্যান্ড রয়েছে সেখানেই তার জমি সেই জমিতেই তিনি চাষ করতে গিয়েছেন আর সেখান থেকেই এহেনো ঘটনা। এর আগেও এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয়েছে ভারতীয় নাগরিকদের। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণকান্ত বর্মনের ভাগ্না সূর্যোদয় বর্মন বলেন - আমরা তখন এপারে ছিলাম মামা একাই ওপারে কাজ করছিল। এই সময় কিছু মানুষের সাথে ঝগড়া হয় তারপর তারা নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমরা চিৎকার করেও রক্ষা করতে পারিনি সেই সময় বিএসএফের লোকজনের ডিউটি বদল হচ্ছিল। বাংলাদেশের ওপার থেকে প্রায় ১৫ জন এসেছিল যার মধ্যে ৫ জন মামাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। আমরা বিএসএফকে জানিয়েছি দ্রুত যাতে মামাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগেও এপ্রিল মাসে একই ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ভারতীয় নাগরিকদের। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন - এর আগেও শীতলকুচির ওই এলাকা থেকে উকিল চন্দ্র বর্মনকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশি দুস্কৃতি এবারও একই ঘটনা এটা রীতিমত উদ্বেগের। যদিও ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসন তৎপর রয়েছে তারা বিএসএফের সাথে কথা বলছে আমরা চাই অবিলম্বে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয় আগামীকাল উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তার সাথেও কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে শীতলকুচির

বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন - বাংলাদেশে এক সন্ত্রাসবাদী সরকার রয়েছে আর সে কারণেই বারবার পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষদের উপর তাদের সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ চালাচ্ছে কখনো বা তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি ইতিমধ্যে বিএসএফের সাথে আমার কথা হয়েছে। বিএসএফ বিজিবির সাথে কথা বলছে খুব দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, কিন্তু প্রশ্ন একটাই কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয় সীমান্তে যেখানে কৃষকের জমি চাষ করে সেখান থেকে সন্ত্রাসবাদী এই সরকারের সন্ত্রাসবাদীরা যে ঘটনা ঘটাচ্ছে আগামীতে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। এর আগেও এপ্রিল মাসে উকিল চন্দ্র বর্মনকে এভাবেই অপহরণ করা হয় যদিও শেষ পর্যন্ত চাপে থাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় বাংলাদেশ থেকে ভারতের হাতে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে বৈঠক চলছে।

বাংলাদেশি সন্দেহে উত্তরপ্রদেশে আটক মুর্শিদাবাদের ১৮ শ্রমিক! দুশ্চিন্তায় পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ , ৮ সেপ্টেম্বর ঃ মাতৃভাষায় কথা বলাই যেন কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে মুর্শিদাবাদ-সহ বাংলার বেশ কয়েকটি জেলার যুবকদের। যাঁরা পেটের টানে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে। অভিযোগ, কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্যই তাঁদের উপর নামিয়ে আনা হচ্ছে নিপীড়ন, চলছে পুশব্যাক করা কিংবা থানায় আটকে রেখে হেনস্তা। আবারও বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের ১৮ জনকে উত্তরপ্রদেশে বস্তি জেলার নগর থানায় তিনদিন ধরে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল। তাঁরা প্রত্যেকেই পেশায় ভ্রাম্যমাণ পথব্যবসায়ী বা ফেরিওয়ালা। জানা গিয়েছে, আটক বহরমপুর থানার হালসাপাড়া এলাকার বাসিন্দা হজরত শেখ, শক্তিপুর থানার কাজিপাড়া এলাকার সাগর শেখ, লাহারপাড়া এলাকার আনিজুল শেখ, চৌরীগাছার কালিমউদ্দিন শেখ-সহ সালার থানা এলাকার মোট ১৮ জন ফেরিওয়ালা বিগত ২০-২৫ বছর ধরে ফেরি করে বেড়াচ্ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায়। তিনদিন আগে ওই ফেরিওয়ালাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখার পরেও তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। থানায় ওই ফেরিওয়ালাদের নিজেদের রান্না নিজেদেরই করে খেতে হচ্ছে। তাও ঠিকমতো জুটছে না। বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ওই ফেরিওয়ালারা। অভিযোগ, আটক শ্রমিকদের মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একজন তার মধ্যেই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল লুকিয়ে রেখে তাঁদের কাতর আবেদন ভিডিও রেকর্ড করে সংবাদ মাধ্যমকে পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে শক্তিপুর থানার হালসানা পাড়ার ফেরিওয়ালা ফজল শেখ বলেন, ' বৈধ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এমনকী প্যান কার্ড দেখানো সত্ত্বেও আমাদের আটকে রাখা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ বলছে আমরা নাকি বাংলাদেশি! অথচ আমরা ভারতীয়। গত তিনদিন ধরে আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ।'' বহরমপুর থানার রাঙামাটি চাঁদপাড়া এলাকার আরশেদ শেখ বলেন, ' বিগত কয়েক বছর ধরে উত্তরপ্রদেশের নানা প্রান্তে বাড়ি বাড়ি মাথার চুল কিনে থাকি। হঠাৎ করে আমরা বাংলাদেশি হয়ে গেলাম! আমাদের কিছুতেই ছাড়া হচ্ছে না। নিজেদেরই রান্না করে খেতে হচ্ছে। ঠিকমতো দু'বেলা খাবার জুটছে না।'' সাটুই এলাকার মহসিন শেখ বলেন, '১৮ জনের মধ্যে আমাদের ৫ জনকে দু'ঘণ্টার জন্য রান্না করতে বলা হচ্ছে। আমরা কষ্ট করে ভাত, তরকারি রান্না করছি। এভাবে কতদিন আটকে থাকব জানি না।'' অন্যদিকে শক্তিপুর থানার সাগর শেখ বাথরুমে লুকিয়ে মোবাইল থেকে নিজের ভিডিও তুলে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, ' পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। ভারতের নাগরিক। আমাদের সমস্ত বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বাঁচান।'' এদিকে ১৮ জনের মোবাইল কেড়ে নিলেও একজনের কাছে লুকিয়ে রাখা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল থেকেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের নজর এড়িয়ে এই রাজ্যের প্রশাসনের কাছে ভিডিও পাঠিয়েছেন ওই ফেরিওয়ালারা। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্যমঞ্চের রাজ্য সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, ' ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে ১৮ জন ফেরিওয়ালাকে আটকে রেখেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। বিষয়টি মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার, জেলাশাসক এবং শ্রমদপ্তরের আধিকারিককে জানানো হয়েছে। ওই ফেরিওয়ালাদের নিঃশর্তে মুক্তির আবেদন করছি।'

অশান্ত নেপাল, আঁচ পড়বে বাংলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ ফেসবুক, হোয়্যাটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম-সহ একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধে ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উত্তাল নেপাল। ক্রমশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ভারতের প্রতিবেশে দেশের রাজধানীতে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা রয়েছে নেপাল সীমান্তে। তাই নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার এসপি-সিপিকে সতর্ক করল রাজ্য। সোমবার রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজিব কুমার উত্তরবঙ্গের আইজি, দার্জিলিং জেলার এসপি, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সিপিকে বিশেষ নির্দেশ দিলেন। নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি নির্দেশ। সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নজরদারি চালানোর নির্দেশ। এমনটাই জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্রে। প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং দেশে দুর্নীতিতে ইতি টানার দাবিতেই শুরু হয়েছে প্রবল বিক্ষোভ। জনরোষের জেরে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে নেপালের সংসদ ভবনের একাংশে। এ ছাড়াও একাধিক সরকারি দফতরেও ভাঙচুর, আগুন ধরানোর চেষ্টা হয়। ভারত এবং নেপাল সীমান্তে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা।

নিহাল প্রোজেক্টস লিমিটেড

রেজি অফিসঃ কেবিন ৬ ও ৭ গ্রান্ট লেন ৩য় তল, গনপতি চেম্বারস, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা- ৭০০০১২

কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, প্রথম তল, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদার পূর্ব, মুম্বাই ৪০০০১৪

CIN: L70101WB1982PLC034928ladmin@vira.in l+91 022 49696464 lwww.nihalindia.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, সদস্যদের নিবন্ধনের সমাপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (এমসিএ) অনুসারে, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি এবং ৫ মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০২ /২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১০/২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯/ ২০২৩ এবং সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং অনুসারে। ০৯২০২৪ তারিখের ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' নামে পরিচিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') কর্তৃক জারি করা ১২ মে, ২০২০, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের লিঙ্ক ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রারের কাছে নিবন্ধিত। পূর্বোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.mdpl.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন www.cseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বই বন্ধঃ

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধন বিধি, ২০১৫ এবং SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর ৪৪ দ্বারা সংশোধিত, সদস্যদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লিঙ্ক ইনটাইম দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবা / সুবিধার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোটদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সদস্যদের তথ্যের জন্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধানের বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল-

ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫ টায় শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, যাদের শেয়ার ভৌত আকারে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে আছে, কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫টার পরে অনুমোদিত হবে না এবং ই-ভোটিং মডিউলটি MUFG এবং / অথবা CDSL/NSDL দ্বারা ভোটদানের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকবে।

একজন সদস্য ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না।

কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধনে বা আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, তারাই বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ভোটদানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের সুবিধা গ্রহণ করা উচিত।

নোটিশ প্রেরণের পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী ব্যক্তি নোটিশে প্রদত্ত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক ভোটদান সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশটিও দেখতে পারেন অথবা কোম্পানির রেজিস্টার /(আরএন্ডটি) এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা ।-
প্রতীক ভিরা
পরিচালক

তারিখ- ০৫।০৯।২০২৫
স্থান- মুম্বই

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/015/13/2025-2026

Name of the work : **Restoration of I.P., Paver Block Footpath, Passage at 33, 34B, 19, 3 Badridas Temple St., Gouri Bari Lane, APC Road, Vivekananda Road, R.D. St., etc. disturbed by W/S, CESC in Ward No.-15**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹4,91,617.77**; Earnest Money : **₹9,850.00**; Period of Completion : **75 days**.

2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/020/003/2025-2026

Name of the work : **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No. -20, Br.-II**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹4,10,000.00**; Earnest Money : **₹8,200.00**; Period of Completion : **180 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **17.09.2025 up to 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2); Bid will be opened on : **19.09.2025 at 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from : **09.09.2025 at 5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/14/2025-2026/D

Name of the work : **Restoration of Damaged Paver Block Footpaths near Southern Avenue Safari Park etc. in Ward 90 disturbed by CESC & Natural wear and tear**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹2,39,078.58**; Earnest Money : **₹4,800.00**; Period of Completion : **60 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **20.09.2025 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **23.09.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from : **12.09.2025 - 5 p.m.**; in the website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following works :

1) NIT No. : X/091/035/2025-2026

Name of the work : **Face Lifting of Road Side Stationaries at Jahura Bazar Lane, N.K. Ghosal Road, Sarat Ghosh Garden Road, Bosepukur Road, R. K. Chatterjee Road & Kalupara Lane etc. in Ward No. 091 under BOR-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **₹1,22,454.48**; Earnest Money : **₹2,500.00**; Time of Completion : **65 days**.

2) NIT No. : X/091/021/2025-2026

Name of the work : **Improvement of Road surface at B.B. Chatterjee Road & banerjee Para Lane near Pre. No. 201/C, 52, 49B etc. in Ward No. 091 under BOR-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **₹4,39,021.43**; Earnest Money : **₹8,800.00**; Time of Completion : **65 days**.

3) NIT No. : EEC/BX/089/020/25-26/UTTARAN

Name of the work : **Maintenance of IPS passages near premises Nos 71 P.R. Lane, 103, DPS Road etc. in Ward No. 089, BR-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **₹2,06,685.33**; Earnest Money : **₹4,200.00**; Time of Completion : **90 days**.

4) NIT No. : EEC/BX/089/026/2025-2026

Name of the work : **Improvement of under ground sewerage system near prem. Nos.-8, 14 U.K. Mondal Lane etc. in Ward No. 089, BR-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **₹2,39,540.88**; Earnest Money : **₹4,800.00**; Time of Completion : **60 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **18.09.2025 - 12 Noon** (for sl. no. 1 to 4); Date and Time of opening of Bid : **20.09.2025 - 12 Noon** (for sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from : **09.09.2025 from 5 p.m.** (for sl. no. 1 to 4); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil), BR.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1) NIT No. : KMC/XIII/115/33/25-26 (1st Call)

Name of the work : **Imp. of Panchanantala bye lane from Pre. No. 170 to 155, 190 to 2/80A and near 1/78 by laying Hotmix in Ward No.-115**; Work Value : **₹3,89,795.60**; Earnest Money : **₹7,800.00**; Period of Completion : **45 days**.

2) NIT No. : KMC/XIII/115/35/25-26 (1st Call)

Name of the work : **Imp. of Panchanantala bye lane from Pre. No. P-59 to 3/131 by laying Hotmix in Ward No.-115**; Work Value : **₹4,97,691.08**; Earnest Money : **₹10,000.00**; Period of Completion : **45 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **18.09.2025 up to 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2); Tender will be opened on : **20.09.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from : **09.09.2025 from 5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/XIV/132/041/25-26/P&S (1st Call)

Name of the work : **Providing durma and Labour at different immersion Ghats of BR-XIV (Ward Nos. 129, 130, 131 & 132)**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹1,89,054.12**; Earnest Money : **₹4,000.00**; Period of Completion : **30 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **16.09.2025 up to 11 a.m.**; Tender will be opened on : **18.09.2025 - 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from : **09.09.2025 from 5 p.m.**; in the website : **https://etender.wb.nic.in**

1023/25-26

LODNA GRAM PANCHYET
KAPSIT :: PURBA BURDWAN
(Under Khandaghosh Panchayat Samity)

e-tender are invited by the Prodhan, Lodna GP Panchayat from bonafied and experience contractors for **COLLECTION OF TOLL, CC DRAIN & INTALLATION OF HIGH MAST LIGHT**, UNDER LODNA GP from OSR Fund 2025-2026. Vide NIT Memo No-LGP/ 490,LGP/491, Date-08/09/ 2025,For further details please visit **http://wbtendar.gov.in** portal.

Sd/-Prodhan
LODNA Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-05/BDO/JDB/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 11.00 AM of 23/09/2025 for 04 nos. of work under IMDP 2024-25. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

Dehimondalghat-I Gram Panchayat
Baradabar, Ajodhya, Dist-Howrah
Email Id-dmghat1@gmail.com

AMADER PARA AMADER SAMADHAN WORK TENDER

1. Tender Reference No: DMGhat-I-APAS-01 of 2025-26, 2. Tender Reference No: DMGhat-I-APAS-02 of 2025-26, 3. Tender Reference No: DMGhat-I-APAS-03 of 2025-26. Last date of upload Bid submission(Online) 15/09/2025 up to 14.30 P.M. Technical Bid Opening date(Online) 17/09/2025 at 10.00 A.M. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Dehimondalghat-I Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়ার** অধিকারক্ষেত্রের অধীনে) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- **এনআইটি নংঃ ১৩৩_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসনের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ইনসিটু গ্লুড জয়েন্টের ফেব্রিকেশন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,২৪,০৩,১৩৪.২৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬২,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৯ (নয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-281/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞান পরিবেশ

কুসংস্কার ভেঙে চা-মুড়ি খেতে খেতে মানুষকে 'ব্লাড মুন' দেখাল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

চন্দ্রাহত শহর! এমনি চাঁদ নয়, 'ব্লাড মুন'। অর্থাৎ কিনা গাঢ় লাল চাঁদ দেখা গেল শহরের আকাশে। দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। তার আগে মহাজাগতিক উসবে মেতে উঠল বাঙালি! আর কুসংস্কার মুক্ত চন্দ্রদর্শনে বড় ভূমিকা নিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। চন্দ্রগ্রহণ কোনও ' অলৌকিক কেরামতি নয়। বরং একটি মহাজাগতিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কণ্ঠে কণ্ঠ এই ঘোষণা কলকাতা শহরের।

পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বা 'ব্লাড মুন' খালি চোখে রবিবার ৭ সেপ্টেম্বর ৮.৫৮ মিনিট থেকে দেখা গিয়েছে কলকাতার আকাশে। বাঘাযতীনের রায়পুর গার্লস হাইস্কুলের ছাদে আই.পিসে, কাঠ গোলার মাঠে (সিথি সাউথ), কসবা, তিলজলা, পার্কসার্কাস, আনোয়ার শাহ রোড, ঢাকুরিয়া, বেহালা, গোবরাতে শিবির করে কুসংস্কারের বাধানিষেধ ভেঙ্গে শত শত মানুষ আকাশে চোখ রাখলেন এদিন। যার সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রী। চন্দ্রদর্শনের এই আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কলকাতা জেলা প্রশাসন, একাধিক স্কুল এবং ক্লাব কতৃপক্ষ।

অনেকের ধারণা, চন্দ্রগ্রহণের সময় খাবার খাওয়া যায় না। এমনকী জল খাওয়া ঠিক না। যেহেতু রাহু-কেতুর গ্রাস ইত্যদি। কেউ কেউ গ্রহণের পর স্নান করার নিদান দেন। যদিও এই সব ভাবনাকে তুড়ি মেরে ওড়াল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগ। ফলে চাঁদ ধেকার সঙ্গেই চলল চা-বিস্কুট-মুড়িমাখা, এমনকী রাতের ডিনারও। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার ও বিজ্ঞান চেতনা গঠনে ধারাবাহিক কাজ করে চলেছে। চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গা স্নান করার দরকার নেই, রান্না খাবারে বিষক্রিয়া হয় না, খাবার ফেলে দিতে হবে না। এগুলি প্রচলিত কুসংস্কার। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের মধ্যে খাবার খেয়ে এবং লিফলেট বিলি করে প্রচার চালায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

সঙ্গমকালে গজায় বিশেষ দাঁত! গভীর সামুদ্রিক মাছের যৌনতা নিয়ে দাবি বিজ্ঞানীদের

জীবজগৎ সম্পর্কে বিশদে পড়াশোনা, গবেষণায় প্রায় রোজ নতুন নতুন তথ্য উঠে আসে। আর সেসব যেন কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর। সম্প্রতি গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা একপ্রকার মেরুদণ্ডী মৎস্যকুলকে নিয়ে বেশ চমকপ্রদ তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা। এক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত সেই গবেষণাপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সঙ্গমের সময় সঙ্গিনীকে আকর্ষণের জন্য পুরুষ মাছদের মাথা থেকে একটা বিশেষ দাঁত গজায়। যার সাহায্যে তারা নাকি স্ত্রী মাছকে নিজের কাছে ধরে রাখে! মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জগতে এমন বৈশিষ্ট্য প্রথম বলেই দাবি বিজ্ঞানী মহলের।

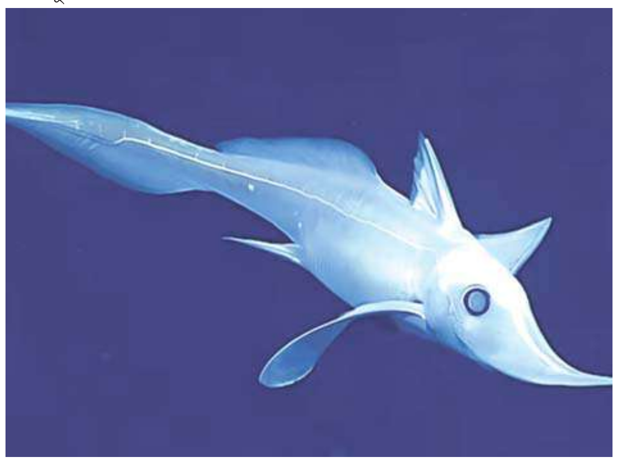

আমেরিকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় - ফ্লোরিডা, ওয়াশিংটন, শিকাগোর বিজ্ঞানীরা একযোগে গবেষণা চালিয়েছেন ' শার্ক' বা গভীর সমুদ্রে থাকা মেরুদণ্ডী মাছদের যৌন জীবন নিয়ে। আসলে এই গবেষণার উৎস লক্ষ কোটি বছর আগেকার কিছু জীবাশ্ম। এই প্রজাতির মাছেদের জীবাশ্ম পরীক্ষায় কোনও কোনও ঘোস্ট শার্কের মাথায় বিশেষ দাঁতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাতেই বিজ্ঞানীদের কৌতূহল জাগে। শুরু হয় গবেষণা। পরে জিন পরীক্ষাতেও ওই দাঁত দেখা গিয়েছে। জানা যায়, সেই বিশেষ দাঁতের নাম '

এহেন দাঁত ঠিক কীসের প্রতীক? ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. গ্যারেথ ফ্রেসার জানান, জীবাশ্ম আর জিন পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি, ওদের চোয়ালের পাশাপাশি কপালের কাছ থেকেও একটা দাঁতের অস্তিত্ব আছে। এই টেনাকুলাম অর্থাৎ পুরুষ মাছের ওই বিশেষ দাঁত সঙ্গমকালে সঙ্গিনীকে ধরে রাখে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাইকেল কোয়েটসের কথায়, ওদের বংশবৃদ্ধির জন্য ওদের ওই বিশেষ দাঁত একটা যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। আরেক বিজ্ঞানীর মতে, প্রথমে টেনাকুলামকে আমাদের অদ্ভূত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে সবটা জানতে পেরে এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব দেখেশুনে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, গভীর সমুদ্রের প্রাণীজগতে আরও অনেক রহস্যই লুকিয়ে।

বছরে ৩২ কোটি গাছের মৃত্যু বজ্রপাতে! কোন অশনি সংকেত সভ্যতার জন্য?

বজ্রপাতে দাউ দাউ জ্বলছে গাছের মাথা- ঝড়বৃষ্টির দিনে এমন দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। আপাত ভাবে মনে হতে পারে বজ্রপাতে মানুষ বা অন্য প্রাণীর মৃত্যু যেমন ঘনঘন দেখা যায়, গাছের দুর্ভাগ্য হয়তো তেমন নয়। কিন্তু জানা গেল যে পরিসংখ্যান তা চমকে দেওয়ার মতো। বছরে ৩২ কোটি গাছের মৃত্যু হয় বজ্রপাতে। কী জানাচ্ছে গবেষণা? মিউনিখের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানাচ্ছে, প্রতি বছর এভাবে বজ্রপাতে গাছ ধ্বংস হওয়ার ফলে ০.৭৭ থেকে ১.০৯ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি নিঃসরণ হবে বাতাসে। তুলনায় বলা যায় সারা বছর দাবানলে গাছের জ্বলে ওঠার ফলে ১.২৬ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশে যায়। তবে এপ্রসঙ্গে বলা ভালো, বজ্রপাতের হিসেবে কিন্তু সেই গাছগুলি নেই, যেগুলি বজ্রপাতের ফলে সৃষ্টি হওয়া দাবানলে ধ্বংস হয়। সেটাকে হিসেবে রাখলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হয়।যেহেতু পৃথিবী ক্রমেই উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠছে, তাই বজ্রপাতের ঘটনাও অহরহ ঘটার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। ফলে এই বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত বলেই মনে করছেন গবেষকরা। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বজ্রপাতে গাছের মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটে বলে জানা যাচ্ছে গবেষণা থেকে। প্রতি বছর যত জৈব ভর নষ্ট হয় তার মধ্যে বজ্রপাতেই নষ্ট হয় ০.২৫ অংশ। বিষয়টির দিকে নিবিড় নজর রাখার কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা। ভবিষ্যতে যদি বজ্রপাতে গাছের মৃত্যুসংখ্যা বাড়ে তাহলে বাতাসে আরও বেশি পরিমাণে মিশবে কার্বন ডাই অক্সাইড। যা থেকে তৈরি হচ্ছে আশঙ্কার মেঘ।

ভারতীয় পড়ুয়া H-1B ভিসাধারীদের দেশছাড়া করার চক্রান্ত! নয়া চাল ট্রাম্পের

৮ সেপ্টেম্বর ঃ অবৈধবাসীদের দেশছাড়া করার পর, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নজর পড়েছিল বিদেশি পড়ুয়া ও H-1B ভিসাধারীদের উপর। তবে সে চেষ্টা খুব একটা কার্যকর হয়নি। এই অবস্থায় বিদেশিদের দেশছাড়া করতে নয়া চাল ট্রাম্প প্রশাসনের। মার্কিন অভিবাসী দপ্তর ছাত্র ভিসা ও H-1B ভিসায় আমেরিকায় আসা বিদেশিদের সমস্ত রেকর্ড পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। যদি তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত কাজের বাইরে অন্য কোনও ক্ষেত্র থেকে আয় করেন এবং রাজস্ব বিভাগকে অবহিত না করেন, সেক্ষেত্রে আমেরিকা থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হবে।মার্কিন অভিবাসন বিভাগের আইনজীবী জাথ সাও বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে,H-1B ভিসায় আমেরিকায় চাকরিসূত্রে আসা অনেকে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও আয় করেন। বিদেশি পড়ুয়ারাও পড়ার ফাঁকে কোনও সংস্থায় পার্ট-টাইম কাজ করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে এবার পদক্ষেপ নেবে মার্কিন রাজস্ব বিভাগ, অভিবাসন ও কাস্টম বিভাগ। রাজস্ব বিভাগের মতে নির্ধারিত কাজের বাইরে অন্য ক্ষেত্র থেকে আয় করার অর্থ ওই বিদেশিরা কর ফাঁকি দিচ্ছেন। এমনটা হলে তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার করা হতে পারে। পাশাপাশি ভিসার মেয়াদ না বা।য়ে আজীবনের জন্য আমেরিকা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে।

দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসের অধীশ্বর হওয়ার পর আমেরিকাকে বিশ্বসেরা করার টার্গেট নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

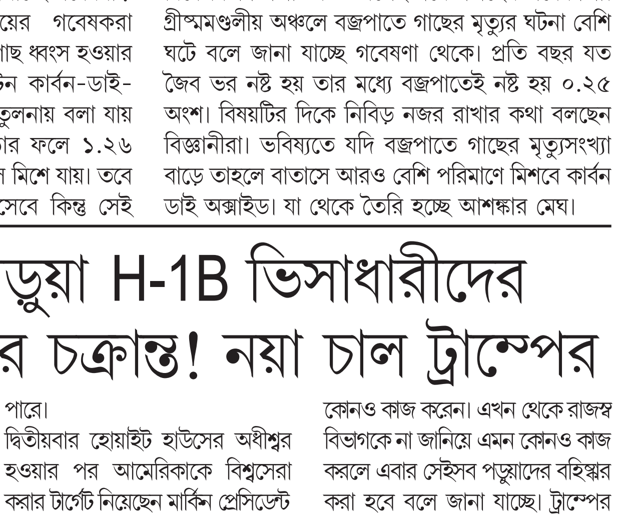

ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই লক্ষ্যে তাঁর মনে হয়েছে বিদেশিরাই আমেরিকার যাবতীয় সমস্যার মূল। যার জেরে প্রথমে অবৈধবাসীদের তাড়ানোর পর ট্রাম্পের রোষানলে H-1B ভিসাধারী ও বিদেশি পড়ুয়া। তবে সেক্ষেত্রে আইনি বাধা থাকায় নানা অছিলায় ভিসা বাতিল করা হচ্ছে বিদেশিদের। যাঁদের গ্রিনকার্ড রয়েছে, তাঁদের উপরেও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে স্বেচ্ছায় তা প্রত্যাহারের। ভিসা বাতিল করতে ছোটখাটো আইন লঙ্ঘনকেও বড় করে দেখানো হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমেরিকায় পড়তে গিয়ে নিজের খরচ চালানোর জন্য পড়ুয়ারা কোনও না কোনও কাজ করেন। এখন থেকে রাজস্ব বিভাগকে না জানিয়ে এমন কোনও কাজ করলে এবার সেইসব পড়ুয়াদের বহিষ্কার করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ট্রাম্পের এমন নীতিতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে।শাও বলেন, সমস্ত অভিবাসীদের অতীত খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনকি যদি তারা অন্য কোনও অপরাধের জন্য যদি ধরা পড়নে, যেমন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, অনেক বছর আগে ছাত্র অবস্থায় রেস্তোরাঁ বা ফাস্ট ফুডের দোকানে কাজ করা, তাকেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এখনও পর্যন্ত বড় পরিসরে এই পদক্ষেপ শুরু করেনি ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি সেই পথেই এগোচ্ছে। সেক্ষেত্রে আশঙ্কা করা হচ্ছে ভারত-সহ অন্যান্য অভিবাসীদের নানা অজুহাতে দেশছাড়া করবেন ট্রাম্প।

পরিবেশ রক্ষায়

স্টেশনে ডলোমাইটের গুঁড়োর বস্তা ওঠানামা বন্ধের দাবি বাসিন্দাদের

সংঘাত কেন্দ্র ও রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে। আর তার জেরে দূষণের বিষে জর্জরিত আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার বাসিন্দারা। সমস্যার কেন্দ্রে ডলোমাইট। জেলার প্রাণকেন্টে দলগাঁও রেলস্টেশনের দুটি প্ল্যাটফর্মে ডলোমাইটের গুঁড়োর বস্তা ওঠানামা হয়। সেই গুঁড়োর প্রভাবে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, এলাকার পরিবেশ

সুস্থ রাখতে দলগাঁও স্টেশনে এই কাজ বন্ধ হোক। তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক চার কিলোমিটার দূরের মুজনাই স্টেশনে। এই দাবিতে বাসিন্দারা পুজোর পর থেকে লাগাতার আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ডলোমাইটের ' দূষণ, সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা স্বীকার করেছে কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার অভিযোগ, মুজনাই স্টেশনে ডলোমাইট ওঠানামার জন্য প্রয়োজন জায়গা। সেই জায়গা রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। বীরপাড়ার বাসিন্দাদের মুজনাই স্টেশন থেকে ৫০০ মিটার আগে হরিপুরে লোড-আনলোড করানো হলে জমির প্রয়োজন রয়েছে, মুজনাইতে তা করলে রেলের নিজস্ব জমি রয়েছে। তাহলে সাংসদ কী করে বলছেন জমির প্রয়োজন রয়েছে?

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ডলোমাইটের বস্তা ওঠানামার জন্য পরিবেশ দপ্তরের ছা।পত্রই নেই রেলের কাছে। তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর দাবি, রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর এবিষয়ে অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু সেই অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে রেল কোনও জমিই চায়নি, চাইলে নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার জমি দিত। যদি পরিবেশ দপ্তরের অনুমোদন না থাকে, তাহলে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? প্রশ্ন বিজেপি সাংসদের। দু'দলের এই রাজনৈতিক কাদা ছো।ছু।তিতে বেজায় ক্ষুব্ধ বীরপা।ার বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, পুজোর পর লাগাতার হরতাল, পদযাত্রা, ভোট বয়কটের মত আন্দোলনে শামিল হবেন তারা।

নিয়ান্ডারথালদের যুগে ছিল হোমিনিড গোষ্ঠীও!

বহুদিনের কথা। তখন সবে পৃথিবী শাসন করতে শুরু করেছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা। আদিম জনজাতি পুরোপুরি জঙ্গলবাসী। বিবর্তনের ইতিহাস বলছে, হোমো সাপিয়েন্স অর্থাৎ আজকের মানুষ তখনও বহু দূর। আমাদের শত শত পূর্বতন প্রজন্ম নিয়ান্ডারথালদের দখলে পৃথিবী বাসযোগ্য সব এলাকা। এবার অবশ্য সেই মানবজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে যোগ হল নয়া তথ্য। জানা গেল, একা নিয়ান্ডারথালরাই নয়, একই সময় পৃথিবীর অপর প্রান্ত কিছুকাল শাসন করে গিয়েছে এক স্বল্প বিকশিত গোষ্ঠী - হোমিনিড। প্রায় ৬৫ বছর আগে উত্তর গ্রিসের গুহা থেকে উদ্ধার খুলি আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা পরীক্ষানিরীক্ষা করে হোমিনিডদের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা। যুগান্তকারী ব্যাপারই বটে! ১৯৬০ সালে উত্তর গ্রিসের পেত্রালোনার গুহায় একটি খুলি পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, তা খুব বেশি হলে ১ লক্ষ ৭০ হাজার বছরের পুরনো হবে। অর্থা নিয়ান্ডারথালদের সমসাময়িক। অথচ খুলির ধরন বেশ খানিকটা পৃথক। ফলে সংশয় একটা তৈরি হয়েইছিল, এরা ঠিক কারা। সম্প্রতি মানবজাতির বিবর্তন নিয়ে কাজ করা একদল বিজ্ঞানী সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুলির আসল পরিচয় উদ্ধার করেছেন। সাধারণত ঐতিহাসিক কোনও সামগ্রীর বিশদ পরিচয়ের জন্য ' ডেটিং' করা হয়। কিন্তু সাড়ে ছ দশক আগে উদ্ধার হওয়া খুলি সম্পর্কে জানতে তাঁরা ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম অর্থাৎ উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে ডেটিং করেন। তাতেই অবাক করা ফলাফল!জানা যায়, ওই খুলি অন্তত ২ লক্ষ ৮৬ হাজার বছর আগেকার। তিন থেকে ছ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় গড়ে উঠেছিল হোমো হাইডেলবারজেনেসিস গোষ্ঠী। তার অনেকটা পরে ইউরোপে উত্থান ঘটেছিল নিয়ান্ডারথালদের। ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম ডেটিং থেকে আরও জানা যাচ্ছে, আফ্রিকায় প্রথম বসতি গড়লেও পরবর্তী সময় হাইডেলবারজেনেসিস গোষ্ঠীর কিছুটা অংশ ইউরোপে চলে যায়, নিয়ান্ডারথালদের সঙ্গে যৌথভাবে থাকতে শুরু করে। তবে বিশেষ বংশবিস্তার করতে পারেনি। তাই স্বল্প সংখ্যক হোমিনিড বেশ কিছু কাল ছিল। পরে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। এদিকে, নিয়ান্ডারথালরা বিবর্তিত হয়ে হোমো সাপিয়েন্স এসেছে। প্রায় ৩ লক্ষ বছর আগের খুলির এমন সত্য উদঘাটন নিঃসন্দেহে বিবর্তনের ইতিহাসে চমকপ্রদ অধ্যায়।

তৈরি ক্যানসারের টিকা, বিরাট দাবি রুশ বিজ্ঞানীদের, এবার থমকাবে মারণ রোগ?

৮ সেপ্টেম্বর ঃ বলা হয় ''Cancer Have No Answer , অর্থাৎ ক্যানসার রোগের সেই অর্থে কোনও প্রতিকার নেই। যদিও এই ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করতে মরিয়া রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। তাদের দাবি, ক্যানসারের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করে ফেলেছেন তারা।

Name Change

I, Md Abutaleb Sk (Old Name) S/O– Md Hazi Niyamtulla Sk resident of Saharbasa, Nutanpara Raipur, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Md Abutaleb Sk to Abutaleb Sk and henceforth I shall be known as Abutaleb Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Abutaleb Sk & Md Abutaleb Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Akramul Mondal (Old Name) S/O– Kachhimuddin Mondal resident of Vill-Shaldanga, Po- Kamdebbati, Ps-Tapan, Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733127 do hereby declared that I have changed my name from Akramul Mondal to Akramul Mandal and henceforth I shall be known as Akramul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Akramul Mandal & Akramul Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Mst Saira Banu (Old Name) W/O– Abu Mahir Sk resident of Vill-Baninathpur, Po- Sargachi Ashram, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mst Saira Banu to Sairabanu Bibi and henceforth I shall be known as Sairabanu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Sairabanu Bibi & Mst Saira Banu both are same and one identical person.

Name Change

I, Riyaz Sk (Old Name) S/O– Md Abdul Hamid Sekh resident of Vill-Monmohanpur, Po- Nasaratpur, Ps-Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman , West Bengal, Pin-713519 do hereby declared that I have changed my name from Riyaz Sk to Riyaj Sk and henceforth I shall be known as Riyaj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Riyaj Sk & Riyaz Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Khodabox Mandal (Old Name) S/O– Md Karim Bokhsh resident of Vill-Goas Kajipara, Po-Goas, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742304 do hereby declared that I have changed my name from Khodabox Mandal to Md Khoda Bokhsh and henceforth I shall be known as Md Khoda Bokhsh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Md Khoda Bokhsh & Khodabox Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Mahfuzul Alam my father's (Old Name) Sk Ear Mohammad resident of Vill & Po- Gayesbari Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my father's name from Sk Ear Mohammad to Ear Mohammad and henceforth my father's name shall be known as Ear Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My father's name Ear Mohammad & Sk Ear Mohammad both are same and one identical person.

Name Change

I, Rahatullah Mondal, my father's (Old Name) Obaidullah Mondal S/O–Awal Hossain Mondal resident of Shyamnagar Paschimpara , Shyamnagar , Nowda , Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my father's name from Obaidullah Mondal to Abu Obaidullah Mondal and henceforth my father's shall be known as Abu Obaidullah Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My father's name Abu Obaidullah Mondal & Obaidullah Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Moniruzzaman my Father's (Old Name) Md Tajruddin resident of Vill-Chahya palli , Word No- 02 , Po+ Ps- Nalhati , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731220 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Tajruddin to Md Tajuddin and henceforth my Father's name shall be known as Md Tajuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavid Rampurhat court on 26/08/2025. My Father's name Md Tajuddin & Md Tajruddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Sabina Yeasmin (Old Name) W/O– Emanuddin Mandal resident of Vill-Baikara, Po-Haripukuria, Ps-Haringhata, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Sabina Yeasmin to Sabina Yeasmin Mondal and henceforth I shall be known as Sabina Yeasmin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025.My name Sabina Yeasmin Mondal & Sabina Yeasmin both are same and one identical person.

Name Change

I, Kachimuddin Mandal (Old Name) S/O– Imam Mondal resident of Vill-Shaldanga, Po- Kamdebbati, Ps-Tapan, Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733127 do hereby declared that I have changed my name from Kachimuddin Mandal to Kachhimuddin Mondal and henceforth I shall be known as Kachhimuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Kachhimuddin Mondal & Kachimuddin Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Hossain Ali , my father's (Old Name) Late Kachem Shaikh resident of Vill- Sashpara Berpara , Po- Andulia, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742138 do hereby declared that I have changed my father's name from Kachem Shaikh to Kachem Sk and henceforth my father's name shall be known as Kachem Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My father's name Kachem Sk & Kachem Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Hossen Ali (Old Name) S/O– Kachem Sk resident of Vill- Sashpara Berpara , Po- Andulia, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742138 do hereby declared that I have changed my name from Hossen Ali to Hossain Ali and henceforth I shall be known as Hossain Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Hossain Ali & Hossen Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Nurul Islam, my father's (Old Name) Late Saifuddin resident of Vill-Housenagar , Po-Tinpakuria , Ps-Samserganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my father's name from Saifuddin to Hazi Saifuddin Biswas and henceforth my father's name shall be known as Hazi Saifuddin Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My father's name Hazi Saifuddin Biswas & Saifuddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Hasina Mamataj Begam (Old Name) W/O– Md Khoda Bokhsh resident of Vill-Goas Kajipara, Po-Goas, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Hasina Mamataj Begam to Hasina Mumtaj Begam and henceforth I shall be known as Hasina Mumtaj Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Hasina Mumtaj Begam & Hasina Mamataj Begam both are same and one identical person.

Name Change

I, Ashim Kumar Ghosh (Old Name) S/O- Narayan Chandra Ghosh resident of Vill-Panpara , Po-Belia Kuricha , Ps-Burwan, Dist-Murshidabad , West Bengal , Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Ashim Kumar Ghosh to Asim Ghosh and henceforth I shall be known as Asim Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/08/2025. My name Asim Ghosh & Ashim Kumar Ghosh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Subir Kumar Adak পিতা Lakshmikanta Adak গ্রাম পোঃ মধুরপুর, থানা - আরামবাগ, জেলাঃ হুগলী, প ঃ বঃ পিন নং- ৭১২৪১৩ স্থায়ী বাসিন্দা। কিছু নথিতে ভুলবশত Subir Adak পিতা L.K. Adak নাম উল্লেখ আছে। গত ০২.০৯.২০২৫ তারিখে (SL. NO 12461) এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Subir kumar Adak পিতা Lakshmikanta Adak নতুন নামে পরিচিত হলাম। এখন থেকে Subir Kumar Adak পিতা Lakshmikanta Adak এবং Subir Adak পিতা L. K. Adak উভয়েই একই ব্যক্তি।

Name Change

I, SADDAM HOSSEN MONDAL (Old Name) S/O JABED ALI MONDAL Residing at Vill-Paschim Himchi, P.O.-Nabagram, P.S.-Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743372 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SADDAM HOSSAIN MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 04-09-2025. SADDAM HOSSEN MONDAL (Old Name) and SADDAM HOSSAIN MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SOURAV KUMAR JHA (OLD NAME) S/O MANOJ JHA , RESIDING AT 601 P - 58 , USHA PARK HARI SABHA MATH SRIRAMPUR, S .24 PGS. - 700084 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOURAV JHA(NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 08/09/25 SOURAV JHA (NEW NAME) AND SOURAV KUMAR JHA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Shabnam Mohammad Aftab (old name) W/O Aftab Alam, residing at 37,Dent Mission Road, Khiddirpore Kolkata PIN.700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shabnam Aftab (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit No 11 dated 08/09/2025. Shabnam Aftab (new name) and Shabnam Mohammad Aftab (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nizam Uddin (old name) S/O Jalaluddin, residing at 20/H,Topsia Road, Tiljala Kolkata PIN.700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as MD Nizamddin (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit No 12 dated 08/09/2025. Md Nizamuddin (new name) and Nizam Uddin (old name) both are same and one identical person.

Name Change

OLD NAME MONATOSH SARDAR S/O HAZRA SARDAR R/O VILL UTTAR JATRA PUR , P.O. - JOYPUR ,DIST - NADIA. AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON. 20/7/23 MANATOSH SARDAR AND MONATOSH SARDAR AND MY FATHER HAZARI SARDAR, HAJARI SARDER AND HAZRA SARDAR IS SAME PERSON.

Name Change

I, SHREYA KAUSHAL (Old Name) D/O MAHENDRA PRATAP SINGH Residing at 68, Pathuria Ghat Street, P.O.-Beadon Street, District - Kolkata, Pin - 700006 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SHREYAA SINGH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 03-09-2025. SHREYA KAUSHAL (Old Name) and SHREYAA SINGH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I,SHABANA (Old Name) W/O ZAFAR WASIM Residing at 22/2D, Gora Chand Road, P.O.-Entally, P.S.-Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SHABANA ANJUM (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 03-09-2025. SHABANA (Old Name) and SHABANA ANJUM (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sudhir Shanker Singh (Old Name) S/o Lal Mani Singh Residing at Shreshta Garden, Flat- D401, Jasmine Block, 4th Floor, Rajarhat Main Road, N/L Reliance Fresh, Kalipark, Vidyasagar Pally, Rajarhat Gopalpur (M), , District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sudhir Shankar Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 45/2025 Dated 08-09-2025. Sudhir Shanker Singh (Old Name) and Sudhir Shankar Singh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Nasim(old Name) S/o Md Haider Ali aged 38 years residing at 98, Pilkhana 2nd Lane P.S-Golabari, Dist-Howrah, State:- West Bengal-711101 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) MD NASIM(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Howrah on dated 06/09/2025. Mohammad Nasim(old Name) and MD NASIM(New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, KHUSHNAHAR BEGGAM(old Name) W/o Md. Musa Laskar aged 38 years residing at Bankra Khan Para, PO- Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) KHUSNAHAR LASKAR(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 04/09/2025. KHUSHNAHAR BEGGAM and KHUSNAHAR LASKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, Abbas Ali (Old Name) S/o Late Barkat Ali Residing at T-222/1, Barabagan Lane, P.o - Bartala, P.s - Rajabagan, District - Kolkata, Pin - 700018 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Hazi Abbas Ali Qureshi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 57/2025 Date 21-08-2025. Abbas Ali (Old Name) and Hazi Abbas Ali Qureshi (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Ashfaque Ali (Old Name) S/o Hazi Abbas Ali Qureshi Residing at T-222/1, Barabagan Lane, P.o - Bartala, P.s - Rajabagan, District - Kolkata, Pin - 700018 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Ashfaque Ali Qureshi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 56/2025 Date 21-08-2025. Ashfaque Ali (Old Name) and Ashfaque Ali Qureshi (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Noore Begum (Old Name) W/o Ashfaque Ali Qureshi Residing at T-222/1, Barabagan Lane, P.o - Bartala, P.s - Rajabagan, District - Kolkata, Pin - 700018 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Noori Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 55/2025 Date 21-08-2025. Noore Begum (Old Name) and Noori Begum (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Mir Mohammad Samim (Old Name) S/o Md Rahim Baks Mir Residing at Madhya Bhagabatipur Bazarpara, P.o - Bhagabatipur, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712701, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Samim Uddin Mir (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-09-2025. Mir Mohammad Samim (Old Name) and Md Samim Uddin Mir (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shanta Majumdar (Old Name) W/o Susanta Kumar Mazumdar Residing at 397/1/1, Dakshindari Road, P.o - Sreebhumi, P.s - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Santa Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Shanta Majumdar (Old Name) and Santa Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

,I , Debabrata Bandopadhyay @ Debabrata Banerji S/O- Biswanath Banerjee resident of Plot-3, 12 Th Street, 1st Avenue, Ullas More, P.O.-Joteram, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713104, shall henceforth be known as 'DEBABRATA BANERJEE' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/09/2025. That Debabrata Bandopadhyay, Debabrata Banerji and Debabrata Banerjee all are same and one identical person.

Name Change

I, Santi Bhuhan Roy(old Name) S/o Lt Manomohan Roy residing at Panchanantala, Shibdanga Badarpur, JL No. 79, PS Berhampore, Dist.-Murshidabad West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) Santi Bhusan Roy(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore on dated 01/09/2025. Santi Bhuhan Roy and Santi Bhusan Roy both are same and one identical person.

Name Change

I, S M Imran Bhati (Old Name), S/o Late S M Ismail Bhati, residing at 63, G.T. Road (51-63), Golabari, H.M.C, Howrah, WB-711101 have changed my name and henceforth shall henceforth be Sheikh Mohammad Imran Bhati (New Name) as declare before Ld.Judicial Magistrate, Calcutta vide affidaivit No. 300 dated 06.09.2025. S M Imran Bhati (Old Name) and Sheikh Mohammad Imran Bhati (New Name) both are same and one identical person i.e, myself.

Name Change

I, *Nasher Khan* S/o Late Suleman Khan residing at B.B.Bye Lane, P.O.Telinipara, P.S.- Bhadreswar, Dist-Hooghly, Pin-712125. That my name and Date of birth was wrongly recorded as Nisar Khan and 01.01.1965 instead of Nasher Khan and Date of birth 01.07.1960 vide an affidavit Before the judicial Magistrate 1st class at Chandannagore. dated. 27.09.2019. That Nasher Khan and Nisar Khan both are the same and one identical person.

Name Change

I, KHUSHNAHAR BEGGAM (old Name) W/o Md. Musa Laskar aged 38 years residing at Bankra Khan Para, PO- Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) KHUSNAHAR LASKAR(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 04/09/2025. KHUSHNAHAR BEGGAM and KHUSNAHAR LASKAR both are same and one identical person.

শোলা চাষের পর্যাপ্ত জলাভূমি হারিয়ে যাওয়ার ফলে, সমস্যায় শিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ জলাশয় পরিষ্কার করে চাষ হচ্ছে মাছ। এর ফলে শোলা চাষের পর্যাপ্ত জলাভূমি হারিয়ে যাওয়ার ফলে সরাসরি প্রভাব পড়েছে শোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের ওপর।

পর্যাপ্ত পরিমাণে শোলা না পাওয়ার জন্য বাইরের জেলা থেকে শোলা নিয়ে আসতে খরচ পড়ে যাচ্ছে বেশি। পাশাপাশি জিনিসের দাম বাড়লেও শোলা শিল্পীর হাতের কাজের দাম কিন্তু বাড়েনি বললেই চলে। বিগত কয়েক বছর আগে যেই শোলার বোঝা ১০০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে পাওয়া যেত বর্তমানে তা ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। সমস্যায় পড়েছে শোলা শিল্পীরা। আর মাত্র ক'টা দিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। রীতিমতো উৎসবের আমেজ এখন সর্বদায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা শিল্পী সবাই এখন চরমতম ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু চোখে এক রাশ কষ্ট আর দুঃখ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন শোলা শিল্পীরা। পার্শ্ববর্তী জেলায় চাষ না হওয়ায় শোলা মিলছে না বাজারে। ফলস্বরূপ অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন শিল্পীরা। শোলা শিল্পীদের পক্ষ থেকে জানা যায়, বিগত বছরগুলিতে যেভাবে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শোলা চাষ হত, বর্তমানে বেশ কয়েক বছর যাবত এই চাষ মূলতঃ জলাশয়ের অভাবে প্রায় বন্ধের মুখে পড়েছে। এর ফলে ভিন জেলা কিংবা ভিন রাজ্য থেকে এই সমস্ত শোলা আমদানি করে নিয়ে আসার জন্য খরচটা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এমনকি বিগত পাঁচ বছর আগের যে দামে বিক্রি হত আজও সেই দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে। কিন্তু কাঁচামালের দাম দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেছে। শিল্পীদের লাভের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে অন্যান্য পণ্যের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে তাদের বানানো জিনিসের দাম খুব একটা বাড়েনি বললেই চলে। পাশাপাশি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ক্ষেত্রেও শোলা শিল্পীদের কারুকার্য করা জিনিসের প্রাধান্য কমেছে। ফলে সুখের দিন গেছে শোলা শিল্পীদের। পুজো এলেই দেব - দেবীর শোলার তৈরি অলংকার থেকে কদম ফুলের চাহিদা ব্যাপকহারে থাকলেও বাজারে মিলছে না। রীতিমতো কষ্টে দিন গুনছেন শোলা শিল্পীরা।

বাংলাদেশী তকমা দিয়ে হেনস্তা, চাকরি হারালেন অভিষেক সেনগুপ্ত মেয়র গৌতম দেব পাশে দাঁড়ালেন!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি শহর এখন সরগরম। খোদ বাংলাতেই এক বাঙালি যুবক অবাঙালি আধিকারিকদের হাতে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আদালতের বা থানার নজর আকর্ষণ করেছে। অভিযুক্তরা বাংলায় কথা বলায় 'বাংলাদেশী' তকমা দিয়ে তা সংস্থার এক কর্মীকে হেনস্তা করেছেন এবং পরে চাকরি থেকে ছাঁটাই করেছেন। এ ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেছেন হায়দরাবাদ থেকে এমবিএ পাশ করা অভিষেক সেনগুপ্ত নামের ওই চাকরিহারা যুবক। ঘটনার পর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সোমবার সরাসরি অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি পুলিশকে যথাযথ পদক্ষেপের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। অভিষেক সেনগুপ্ত শিলিগুড়ির এক চা সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন (এইচআর) কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। জানা গেছে, চাকরি শুরু থেকে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছিল। কিন্তু গত ৪ সেপ্টেম্বর আচমকাই তিনি অফিসে হেনস্তার মুখোমুখি হন। অভিষেক অভিযোগ করেছেন, সংস্থার HR ম্যানেজার মিস্টার বনসাল এবং তাঁর এক সহযোগী শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁকে হয়রানি করেন। বিশেষ করে বাংলায় কথা বলার কারণে তাঁকে 'বাংলাদেশী' বলে অপমান করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, অফিসে কাজ বন্ধ করে তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। এরপরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর দায়িত্ব অন্য কাউকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং অভিষেককে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। অভিষেক সেনগুপ্ত গোটা বিষয়টি পুলিশের কাছে জানিয়েছেন। কিন্তু অভিযোগ দায়েরের পরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার কারণে গত শনিবার তিনি সরাসরি 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজের অসহায়তার কথা প্রকাশ করেন। বিষয়টি শুনে মেয়র গৌতম দেব দ্রুত পদক্ষেপ নেন। তিনি পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন, চাকরি থেকে ছাঁটাই ও হেনস্তার ঘটনা গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সোমবার মেয়র নিজে গিয়ে অভিষেকের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, আমরা বলেছি যে এভাবে কাউকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা যায় না। পুলিশকে বলেছি, ব্যাপারটি সহমর্মিতার সঙ্গে দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। ওই সংস্থার আধিকারিক, বনসাল ও তাঁর সহযোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এই যুবক। তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। সেটা সমর্থনযোগ্য নয়, হতে পারে না। আশা করি, পুলিশ সংস্থার সঙ্গে কথা বলে ঠিকমতো ব্যবস্থা নেবে। অভিষেকের অভিযোগ অনুযায়ী, অফিসে তাঁকে বারবার মানসিকভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলায় কথা বলার কারণে 'বাংলাদেশী' বলে তকমা দেওয়া হয়েছে, যা শুধুমাত্র অপমানজনকই নয়, বরং সংখ্যালঘু ও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। এই ঘটনায় চাকরিহীন হওয়ায় অভিষেক এবং তাঁর পরিবার মানসিকভাবে ব্যথিত। স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের হেনস্তা ও বৈষম্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে সহনশীল পরিবেশ গঠনের ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা। শিলিগুড়ির বিভিন্ন সংস্থা ও অফিসে কর্মরত বাঙালি ও অবাঙালি কর্মীদের মধ্যে এই ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে। তাই মেয়র গৌতম দেবের সরাসরি হস্তক্ষেপে স্থানীয় পর্যায়ে সান্ত্বনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। সংস্থার HR ম্যানেজার বনসাল ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অভিষেকের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তার জন্য প্রশাসন ও সংস্থাগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে। এই ঘটনার পর শিলিগুড়ি শহরে কর্মক্ষেত্রে ন্যায্যতা, বৈষম্য প্রতিরোধ এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। অভিষেক সেনগুপ্তের পাশে দাঁ।ড়িয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ স্থানীয় মানুষের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা হিসেবে ধরা হচ্ছে।

প্রায় কুড়ি বছর পর আবার গঙ্গা ভাঙন শুরু হল পঞ্চানন্দপুর এলাকায়, আতঙ্কে গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ কাটছে না গঙ্গার দুর্যোগ। মালদায় এবারে এই গ্রামে ফিরে এল দুই দশক আগের গঙ্গার সেই ভয়াবহ স্মৃতি। প্রায় কুড়ি বছর পর আবার গঙ্গা ভাঙন শুরু হল মালদার পঞ্চানন্দপুর এলাকায়। গত তিন দিনে গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গেল প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকা চাষ জমি ও ভিটেমাটি। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে নদী তীরবর্তী প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবারের। জনবসতি থেকে মাত্র ২০ থেকে ৩০ মিটার দূরেই রয়েছে গঙ্গার জল। ইতিমধ্যে আতঙ্কে বাড়িঘর ছেড়ে অনত্র সরে যেতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তিন দিন হয়ে গেলেও ভাঙন রোধের ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এক ভাঙন কবলিত এক বাসিন্দা বলেন, 'প্রায় কুড়ি বছর আগে বাড়ি সরিয়ে এই জায়গায় এসেছিলাম। আবার এখানে ভাঙন শুরু হয়েছে। গঙ্গা নদী অনেক কাছে এসে গিয়েছে। আতঙ্কে রয়েছি কখন এই বাড়িটাও তলিয়ে যাবে। তাই তার আগে বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে যাচ্ছি'। এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, 'ভাঙনের কথা জানতে পেরেছি। ইতিমধ্যে সেচ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্রুত সেই এলাকায় ভাঙন রোধের কাজ শুরু হবে'। ফি বছর গঙ্গা ভাঙন দেখা দেয় মালদা জেলার মানিকচক, রতুয়া, বৈষ্ণবনগর এলাকায়। তবে আগের তুলনায় এই বছর ব্যাপক হারে ভাঙন হয়েছে জেলা জুড়ে। গঙ্গার জল স্তর বেড়ে ভাঙনের পাশাপাশি প্লাবিত হয়েছে জেলার অধিকাংশ এলাকা। তবে এবারে প্রায় দুই দশক পর গঙ্গা ভাঙন তার পুরনো সেই স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিল মালদার পঞ্চানন্দপুরবাসীকে। এমন অবস্থায় ভাঙন রোধের পাশাপাশি সরকারি সহায়তার দিকে তাকিয়ে তীরবর্তী বাসিন্দারা।

ছাত্রদের ভর্তি ফি কমানোর আন্দোলনে টিএমসি-র তাণ্ডব, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হট্টগোল!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভর্তি ফি কমানোর দাবিতে আবারও বিক্ষোভে নামেন ছাত্রছাত্রীরা। সোমবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় সেমিস্টারের কিছু ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, অনৈতিকভাবে একবারেই ফিজ দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান পিজি-র ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন টিএমসিপি-র বহিরাগতরা এসে হামলা চালায়, যা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এতে অসুস্থ হয়ে পড়েন একাধিক পড়ুয়া। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে কলা বিভাগে ভর্তি ফি ছিল ২৩০০ টাকা। কিন্তু সেটা এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪৮২০ টাকা। একই রকম ভাবে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি ফি ছিল ৩৭২০ টাকা কিন্তু এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৮২০ টাকা। দুমাস আগে রেজিস্টার তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভর্তি ফি বাড়ানো হবে না। কিন্তু হঠাৎ দুদিন আগে নোটিস জারি করে এই ভর্তি ফি বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে। তারই প্রতিবাদে তাঁদের আন্দোলন। অভিযোগ, সেই আন্দোলনের মাঝেই বহিরাগতরা এসে তাঁদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হামলা চালায়। জোরপূর্বক তাঁদের সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট খুলে দেন। বিক্ষোভের মাঝেই ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেক ছাত্রছাত্রী। হাতজোড় করে এক ছাত্রী বলেন, তৃণমূলের দালালরা এসে আমাদের ওপর মারধর করে অবরোধ তুলে দিল। ওরা গৌড়বঙ্গের কেউ নয়, বহিরাগত। পুরনো ফিজ থেকে ১১০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের পড়াশোনাটাও ঠিক মতো করায় না। অথচ, সিসিটিভি, জল এসবের জন্য আমাদের ফিজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আরেক ছাত্রী বলেন, আমরা তো চেয়েছিলাম রেজিস্ট্রার স্যারের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু উনি না এসে বাইরে থেকে কারা এসেছিলেন, চিনিও না, আমাদের ধাক্কা দিয়ে মেরেধরে সরিয়ে দিল। যদিও বহিরাগত বলে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, তাঁদের একাংশ বলেন, সকাল থেকে এখানে কলেজের গেট বন্ধ ছিল। কেবল তো এখানে পিজি ছাত্রছাত্রীদেরই বিশ্ববিদ্যালয় নয়। অনান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল কাজের জন্য। তারা এসে দেখে কলেজের গেট বন্দ্ধ। তাদের সঙ্গেই ধস্তাধস্তি হয়েছে। জানা গেছে, নয় বছর পর স্নাতকোত্তরের ফি দ্বিগুণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। দুই মাস আগে ছাত্র বিক্ষোভের কারণে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত হয়েছিল। তবে উপাচার্যহীন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিত দাস। বৈঠকে ফি কমানোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে, সেই দিনই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা কিছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

লোহার গেট চাপা পড়ে মৃত্যু শিশুর, জখম আরও ২

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ খেলা করার সময় হঠাৎ নির্মীয়মান বাড়ির লোহার গেট চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও দুই শিশু। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। সোমবার সকাল সকাল মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকের নেমে এসেছে সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা সংলগ্ন জামিয়ানগর এলাকায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই শিশুর নাম তানবীর শেখ (৭)। সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়াশুনা করত। জখম আরও দুই শিশুর নাম আরিফুল শেখ এবং মোস্তাফিজুর রহমান। সকলের বাড়ি জামিয়ানগর গ্রামে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই জামিয়ানগর এলাকায় একটি বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছিল। সেই বাড়িতেই বড় লোহার গেট করা হয়। কিন্তু অভিযোগ সেই গেট কোনরকম ভাবে দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। সোমবার সকালে সেখানেই খেলা করছিল তিন শিশু। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। খেলা করার সময়ই হঠাৎ লোহার গেটটি শিশুদের উপর পড়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তড়িঘড়ি তিন শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তানভীর শেখের। গুরুতর যখন অবস্থায় বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয় মোস্তাফিজুর রহমান এবং আরিফুল শেখকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। সকাল সকাল হৃদয় বিদারক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে। এভাবে কোনরকম নিরাপত্তা ছাড়াই নির্মীয়মান বাড়িতে রাস্তার পাশে কেন গেট রাখা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযুক্ত বাড়ি মালিক রফিকুল ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে রাখা হচ্ছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি অভিযোগ, কাজ বন্ধ করল গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি অভিযোগ তুলে রাস্তার কাজ বন্ধ করল গ্রামবাসীরা। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের জাড়া দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডারিয়া গ্রামের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রায় দেড় বছর আগে রামজীবনপুর বাইপাস থেকে শোলা পর্যন্ত কংক্রিটের তৈরি ২ কিমি ৬০০ মিটার রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮২৩ টাকা। কাজ শুরু হলেও কোন কারনে থমকে যায় বাকি রাস্তার কাজ।। অবশেষে ভান্ডারিয়া তে রাস্তার কাজ শুরু হলেও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা কাদাযুক্ত নিম্নমানের বালি, গুটি সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। । এমনই অভিযোগ তুলে সরব হলেন গ্রামবাসীরা। রাস্তা তৈরীর দুদিনের মধ্যেই একাধিক জায়গায় দেখা দিয়েছে ফাটল। ঘটনার কথা গ্রামবাসীরা ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে জানাতেই ঠিকাদার কর্তৃপক্ষর সাথে গ্রামবাসীদের বচসা শুরু হয় বারংবার। যদিও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে এই কথা স্বীকার করে নেন ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ । গ্রামবাসীরা বলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী পরিবর্তন করে নতুন করে রাস্তা তৈরীর সামগ্রী না আনা হচ্ছে ততক্ষণ রাস্তার কাজ বন্ধ থাকবে। যদিও এই বিষয়ে ওই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দুলাল লোহার জানান, গ্রামবাসীদের অভিযোগ সত্য নিম্নমানের সামগ্রী দিয়েই রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সামগ্রী পরিবর্তন না করা পর্যন্ত গ্রামবাসীদের কথা মেনে রাস্তার কাজ বন্ধ থাকবে। ঘটনা ঘিরে এলাকায় দেখা দিয়েছে উত্তেজনা।

দিনবাজার রাস্তার বেহাল অবস্থা বলে অভিযোগ, সমস্যায় ক্রেতা-বিক্রেতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি শহরের দিন বাজারে প্রবেশের পথে ময়লা আবর্জন স্তুপ। দুর্গন্ধে টেকা দায়। বাজার করতে আসা মানুষজন থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা চরম সমস্যায়। বেগুনবাড়ি মোর হয়ে দিনবাজারে প্রবেশের পথে থার্মোকল এবং ময়লা আবর্জনা স্তূপ রাস্তার ধারেই। একদিকে যেমন নোংরা, কাদা জল পেরিয়ে বাজারে প্রবেশ করতে হচ্ছে অপরদিকে বেগুনবাড়ি মোড় থেকে দিনবাজারে ঢোকার মুখে দীর্ঘ রাস্তার বেহাল অবস্থার বিশ্ব সোমবার সাতসকালে উঠে আসলো আমাদের ক্যামেরায়। কাঠগোড়ায় জলপাইগুড়ি পৌরসভা। ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ পৌরসভার কোন হেলদোল নেই। ময়লা আবর্জনা পড়ে রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন হয় না বলে অভিযোগ। দুর্গন্ধকে সাথে করেই দোকানে বসে চলছে খাওয়া -দাওয়া, কেনাকাটা। সকলেই চান দ্রুত সমস্যার সমাধান। পৌরসভা তরকে জানানো হয়েছে খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।

বন্দুক হাতে তৃণমূল ছাত্র নেতার ভাইরাল ছবি! শুরু রাজনৈতিক তরজা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উত্তর জেলার সভাপতি সম্রাট পালের একটি ছবি ঘিরে। রবিবার থেকে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবিটিতে দেখা যায়, বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধীরা ছবিটি ঘিরে তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়। বিজেপি-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলো সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরে প্রশ্ন তোলে ছাত্রনেতার কর্মকাণ্ড নিয়ে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সম্রাট পাল দাবি করেন, ছবিটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি। আমাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কালিমালিপ্ত করতেই এই ষড়যন্ত্র। তিনি জানান, ইতিমধ্যে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন। তবে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির নদীয়া জেলা মুখপাত্র সন্দীপ মজুমদার। তিনি বলেন, ছবিটি AI না আসল, সেটা প্রশাসন খতিয়ে দেখুক। তবে তৃণমূল নেতাদের অস্ত্রধারী রূপ নতুন কিছু নয়। অতীতেও কৃষ্ণনগরে তৃণমূল নেতাদের অস্ত্র হাতে দেখা গেছে। এটা তাদের পুরোনো অভ্যাস। এই ঘটনার জেরে নদীয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ইডিকে ব্যাবহার করছে, বিজেপি! কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি নদীয়াতেও হানা দিয়ে ইডি আধিকারিকেরা। জানা গেছে কল্যানীতে ধীমান চক্রবর্তী A-8/ 462 নং বাড়িতে সাত সকালে হানা দেয় ইডি। দফায় দফায় চলে জিজ্ঞাসাবাদ। গোটা বাড়িটিকে ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। তবে ইডির এই অভিযানকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার নবদ্বীপে এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী বলেন , এটা ওদের বিষয় ! তবে বিজেপি রাজনৈতিক চরিতার্থ করবার বা তাদের এজেন্ডা পূরণ করছে বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে নিজেদের মতোন করে ব্যাবহার করে । আর সম্পূর্ন রূপেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ইডিকেও ব্যবহার করছে বিজেপি। তবে তারা তাদের তদন্ত কি যা আছে তা করছে করুক। আমরা আমাদের রাজনীতি করবো, মানুষের পাশে থাকবো এটাই আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব । পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচী নিয়ে বিরোধীদের করা কটাক্ষের জবাবে বলেন আগামী ২০২৬ এ মানুষ বিজেপির এই মানুষকে অপমান করার যোগ্য জবাব দেবে। তিনি জানান গত ২ আগষ্ট এই কর্মসূচী সূচনা হয় গত ২৮ আগষ্টে রাজ্য জুড়ে প্রায় ১ কোটিরও বেশি মানুষ এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছে। আর বিজেপি এই মানুষকেই অপমান করছে।

বাঁকুড়ায় পঞ্চায়েত দখলের নতুন নাটক, বিজেপির সদস্যা তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে। বিজেপির নির্বাচিত এক সদস্যাকে তৃণমূলে যোগদান করানোর মাধ্যমে দলটি বিজেপির হাত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী পূর্ব নবাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নির্বাচিত সদস্যও তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। যদিও আপাতত ওই পঞ্চায়েতগুলি এখনও বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তাদের দখলে রয়েছে, এই ধারা রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়েছে। গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯টি আসনের মধ্যে ৫টিতে জয়লাভ করে বিজেপি। বাকি ৪টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এতদিন এই পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে ছিল। কিন্তু মঙ্গলবারের ঘটনা রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন এনেছে। পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যা শ্যামলী লোহারের হঠা তৃণমূলে যোগদান ঘটানোর ফলে বিজেপির সংখ্যালঘু হয়ে পা।র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, আগামী ১০ দিনের মধ্যে অনাস্থার মাধ্যমে পঞ্চায়েত দখলও নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি রবিবার সোনামুখীতে তৃণমূলের আয়োজিত একটি যোগদান সভায় পার্শ্ববর্তী পূর্ব নবাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নির্বাচিত বিজেপি সদস্যও তৃণমূলে যোগ দেন। স্থানীয় ২৩ আসনের ওই পঞ্চায়েতে এতদিন বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ১৬। তবে সম্প্রতি রাজনৈতিক দলে বদল এবং যোগদানের ঘটনায় ভাঙন ধরেছে বিজেপি শিবিরে। দলের ভিতরে যোগদানকারী পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি, বিজেপিতে থেকে কার্যকরভাবে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। শ্যামলী লোহার বলেন, দলে থেকে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছিল। মানুষকে পরিষেবা দিতে পারছি না। মানুষের প্রশ্ন ও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই তৃণমূলে যোগ দিয়ে এলাকার উন্নয়ন করতে পারব। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ভুল বোঝানো এবং বাধ্যবাধকতার কারণে তাদের পতাকার তলায় রাখা হয়েছিল। এখন এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন এই সদস্যরা। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, জেলা জুড়ে বিজেপির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা মানসিকভাবে চাপে রয়েছেন। সম্প্রতি বেশ কয়েকজন কর্মী ও সমর্থকও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপির পাল্টা অভিযোগ, স্বেচ্ছায় যোগদান হয়নি। তাদের দাবি, পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে গ্রামবাসী এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করে জোর করে তৃণমূলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি বলেন, তৃণমূল জেলা সভাপতি অনেক দীর্ঘ কথা বলেছেন। কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় ওখানে যাবে না। এটা ডুবন্ত জাহাজ। পুলিশ ও প্রশাসনের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের, যাদের সম্মান বিজেপি দিয়েছে, তৃণমূল জোর করে যোগদান করিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল এই ধরনের পদক্ষেপে দলে শক্তি বৃদ্ধি ও স্থানীয় স্তরে প্রভাব দেখানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বিজেপি শিবিরের ভাঙন এবং দলে চাপের বিষয়টি তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঘটনার ফলে স্থানীয় জনগণ এবং রাজনৈতিক মহলে সোনামুখী ব্লক এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন উত্তেজনাপূর্ণ। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেও তৃণমূলের এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে পঞ্চায়েতের দখল পরিবর্তন করতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা আশঙ্কা করছেন। সাম্প্রতিক এই দল বদলের ঘটনা প্রমাণ করছে, রাজ্যের নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্যদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শুধু দলের জন্য নয়, এলাকার জনগণের উপরও সরাসরি প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন সামনে রেখে এই ধরনের ঘটনা দুই দলকে আরও তৎপর ও সতর্ক থাকতে বাধ্য করছে।

তেহট্টের গণপ্রহার কাণ্ডে ধৃত আরও ২

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ঃ তেহট্টে গণপ্রহারে দম্পতিকে হত্যার অভিযোগের ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই মামলায় এই নিয়ে তিন জন গ্রেফতার হল। গত শনিবার সকালে তেহট্টের নিশ্চিন্তপুর বটতলায় স্বর্ণাভ বিশ্বাস নামে এক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের পরে তাদের প্রতিবেশী দম্পতি উৎপল ও সোমা মণ্ডলকে পিটিয়ে মারা হয়। তাদের বৌমা নিশা মণ্ডল জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, সোমবার নিশ্চিন্তপুরের পাশের গ্রামের একটি মাঠ থেকে গণপ্রহার কাণ্ডে দু'জনকে পাকড়াও করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জংশনে টিএসআর (পি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৭৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৪-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ৩০-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ** নিউ মাল জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)- টিএসআর(পি)-৬৫.৮০ টিকেএম। **টেন্ডার মূল্য:** ২৩,৭৭,৯৭,৪০৬.১৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৩,৩৯,০০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৬-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Thanamakua Gram Panchayt
Sankrail,Howrah

NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-249/TGP/2025-26, Date:- 01/09/2025(SL-1 & 2)**. BID SUBMISSION START DATE:- **03/09/2025 AT 3:30 PM**. BID SUBMISSION CLOSING : **10/09/2025 04:30PM**. BID OPENING DATE : **11/09/2025 05:00PM**. Please look for details **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার সিস্টেমের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-১৭-এলএমজি-২০২৫-২৬-আরটি; তারিখ ঃ ০২-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনে তিন বছরের জন্য ওইএম দ্বারা লামডিং টেলি কন্ট্রোল এবং বদরপুর টেলি কন্ট্রোলে স্থাপিত ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার সিস্টেম (ভিডিআরপিইউ) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪৪,৩৩৫.১৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২০,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২৪-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/২৯, তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **ক্র.নং-১। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩৬-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/তমলুক-এর অধিক্ষেত্রে দুর্গাচকে লাইন নং ১-এর পাঁশকুড়া প্রান্তে ওভার-রান লাইন নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৭,৯৩,৮৮৮.৬২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫৫,৯০০ টাকা। **ক্র.নং-২। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩৮-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/তমলুক-এর অধিক্ষেত্রে তমলুক-দীঘা সেকশনে থ্রু রেল রিনিউয়াল (সেকেন্ডারি) অর্থাৎ ১০.৬১৯ ট্র্যাক কিমি.-র টিআরআর (এস) সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,১২,৭০,৯৭৬.০৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০৬,৪০০ টাকা। **ক্র.নং-৩। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩৯-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/ খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই(ডব্লু)/এসডব্লু/খড়গপুর-এর অধীনে ডিভিসনাল রেলওয়ে হসপিটাল-এর পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮৯,৭৭,৯৫৪.৯০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৯,৬০০ টাকা। **ক্র.নং-৪। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪০-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এসএসই (পি.ওয়ে)/কাঁথি-র অধিক্ষেত্রে হেঁড়িয়া-দীঘা সেকশনে টয়লেট, পানীয় জলের সুবিধা, রূপ ট্রিটমেন্ট ও স্ট্যান্ডার্ড ফেন্সিং-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে এল.সি. গেট গুমটিগুলির (২৫টি) মানোন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৪৯,০৫,০১৭.৪১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৭৪,৫০০ টাকা। **ক্র.নং-৫। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৩৬-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, সেস প্রশস্তকরণ, সেস/ক্যাচ ওয়াটার ড্রেন ইত্যাদি সহ ব্রিজ অ্যাপ্রোচের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৬৭,৯৯,৯২৫.৩১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৮৪,০০০ টাকা। **ক্র.নং-৬। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৩৭-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/ঝাড়গ্রাম-এর অধীনে এইচ-বীম স্লিপারের মাধ্যমে গার্ডার ব্রিজে অ্যালাইনমেন্ট রিটেইনার-এর ফিক্সিং। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৭৫,৬১,৮২২.৫০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩৭,৮০০ টাকা। **ক্র.নং-৭। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৫৬-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে চেঙ্গাইল ইয়ার্ডে পসরাহা-১১০ কেএমপিএইচ অপসারণের জন্য আপ মেইন লাইনে ত্রুটিপূর্ণ লেআউট-এর মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬,১০,৬৯,৭৪৬.৯৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৫৫,৪০০ টাকা। **ক্র.নং-৮। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৫৭-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধীনে ট্রান্সলাম্যাটিক রোবোটিক ওয়েল্ডার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিএমএস ক্রসিং-এর রি-কন্ডিশনিং সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,১৫,৩০,৬২৪.৫০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৫৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৫ (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) এবং ২৫.০৯.২০২৫ (ক্র.নং ৩ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৬ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১২ মাস (ক্র.নং ২ থেকে ৪ ও ৬ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য) এবং ১৮ মাস (ক্র.নং ৫-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখঃ** ১০.০৯.২০২৫ থেকে ২৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) এবং ১১.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র.নং ৩ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ-** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহনের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-600)**

SMT ENGINEERING LIMITED
(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)
CIN: L33120WB1992PLC055082
Regd. Office: 8a & 8b, Satyam Towers 3, Alipore Road, Kolkata West Bengal, 700027, India
Corporate Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area, Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 Madhya Pradesh, India
Email Id: compliance@saimachinetools.com | **Website:** www.smtel.in | **Contact Details** +91 9109197950

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with other applicable Circulars issued by SEBI and the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), the Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the SMT Engineering Limited ('Company') will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 30th day of September, 2025 at 12:30 PM (IST), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM sent to the Shareholders.

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 has been sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent / Depositories. Physical copy of the same will be made available only on request. Members may note that the AGM Notice and Annual Report 2024-25 are also available on the Company's website www.smtel.in. Such Notice and Annual Report can also be accessed from the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of the CDSL at www.evotingindia.com. Further, as per amended Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter which includes the web-link and exact path of the Annual Report of the Company has also been sent to those shareholders whose email address(es) are not registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depositories.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote through remote e-voting. Further, all Members are hereby informed that:

1. The business as set out in Notice of AGM shall be transacted through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com during the remote e-voting period and voting at the AGM.
2. The remote e-voting facility shall commence on Saturday, 27 September, 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 29 September, 2025 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
3. The Company has fixed Tuesday, 23 September, 2025, as the "cut-off date" for identifying the members who shall be eligible for participation in the AGM and vote.
4. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to their share in the paid-up equity share capital as on the cut-off date. Once the vote on a resolution stated in this notice is cast by a member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it subsequently. A person who is not a member as on the cut-off date should treat notice of this meeting for information purpose.
5. The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of this Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23 September, 2025 should follow the instructions for e-voting as mentioned for FIRST TIME USER in notes to the Notice. If, any person is already registered for e-voting with depository, the person can use existing user id and password for e-voting.
7. Members are requested to carefully refer the detailed instructions regarding the remote e-voting & AGM as provided in the notes to the Notice of AGM.
8. Members who have not registered their e-mail address with the Company are requested to submit their request to Company's Registrar & Share Transfer Agent (M/s. Niche Technologies Private Limited) by submitting the prescribed forms as available on their website nichetechpl@nichetechpl.com or at Company's website at compliance@saimachinetools.com. Members holding shares in demat form are requested to register / update their e-mail address with their Depository Participant(s) directly.
9. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Toll Free No. 1800 2109911.
10. The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, 24 September, 2025 to Tuesday, 30 September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the aforesaid AGM.

By order of the Board
SMT Engineering Limited

Sd/-
Mohd Shanawaz Shekh
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 06.09.2025
Place: Indore

রাজার রাজা আলকারাজ!

সিনারকে হারিয়ে দখলে ইউএস ওপেন, ঝুলিতে ছ'নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ফ্রেঞ্চ ওপেন নিজের দখলে রেখেছিলেন। উইম্বলডনের ফাইনালে মহাকাব্যিক লড়াইয়ের পরেও হারতে হয়েছিল। ইউএস ওপেন ছিল এক অর্থে প্রতিশোধের, বৃহত্তর চোখে নিজের রাজপাট বিস্তারের। দুটো কাজই দাপটের সঙ্গে করে দেখালেন বছর বাইশের কার্লোস আলকারাজ। ইয়ানিক সিনারকে হারিয়ে সাম্প্রতিকতম টেনিসের চর্চিত দ্বৈরথ জিতে নিয়ে স্পেনীয় তারকা বুঝিয়ে দিলেন, হেভিওয়েট প্রতিপক্ষের থেকে তিনি কোথায় এগিয়ে! নিউইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে যেন টেনিসের নতুন ইতিহাস লেখা হল। কার্লোস আলকারাজ সরাসরি সেটের লড়াইয়ে হারালেন ইয়ানিক সিনারকে। স্কোরলাইন ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়েই শেষ হল সিনারের ইউএস ছাদবন্ধ অবস্থায় খেলা শুরু হলে গোড়া থেকেই দাপট ধরে রাখেন। কয়েক মাস আগে উইম্বলডন ফাইনালে সিনারের কাছে হারের ক্ষত হয়তো শুকোয়নি। যে কারণে প্রথম সেট থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেন। শেষমেশ ছিনিয়ে নেন ম্যাচ পয়েন্ট। এই জয়ের সুবাদে মুখোমুখি লড়াইয়ে আলকারাজ এগিয়ে ১০-৫ ব্যবধানে। গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যাতেও সিনারকে পেছনে ফেললেন-৬-৪। ইউএস ওপেনের ট্রফির গুনতিতেও ইতালীয় তারকাকে পেছনে ফেললেন (২-১)। এই জয়ের ফলে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং বদলে গেল। ২৪ বছরের ইয়ানিক সিনারকে সরিয়ে এক নম্বরে আলকারাজ। গত আটটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম দুজনের দখলে। মোট ১৩টির মধ্যে ১০টা তাঁরা নিজেদের ঝুলিতে পুরেছেন। বাকি তিনটি নোভাক জকোভিচের। শুক্রবার সেমিফাইনালে সার্ব তারকাকে বিদায়

ওপেন শাসন। দ্বিতীয়বার ফ্লাশিং মেডোয় ট্রফি উঠল আলকারাজের হাতে, সব মিলিয়ে ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যাম। ম্যাচ শুরুর আগে যদিও খানিকটা অস্বস্তি তৈরি হয়। পূর্ব ঘোষণামতো স্টেডিয়ামে উপস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল আঁটসাঁট। অতিরিক্ত চেকিংয়ের কারণে হাজার হাজার দর্শক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। তাই খেলাও শুরু হয় প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে। ট্রাম্পকে প্রথম সেটের পর স্ক্রিনে দেখানো হলে দর্শকরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান-হাততালির পাশাপাশি শোনা যায় বিদ্রুপের শিসও। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে বিল ক্লিনটনের পর এই প্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউএস ওপেনে উপস্থিত হলেন। কোর্টের বাইরে যাই ঘটে যাক না কেন, র‍্যাকেট হাতে কোনও দ্বিধার জায়গা রাখেননি আলকারাজ। বৃষ্টির কারণে দেন আলকারাজ। রবিবারের ফাইনাল সেই ধারাবাহিকতারই জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। এক মৌসুমে দুজন খেলোয়াড় তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে মুখোমুখি হলেন-টেনিস ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। আলকারাজ ম্যাচ শেষে তৃপ্ত। বললেন, ''আবারও ইউএস ওপেন ফাইনালে জিতে দারুণ লাগছে। আমার কাছে এর গুরুত্ব অনেক। হয়তো আজ টুর্নামেন্টের সেরা খেলা হয়নি, কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মান ধরে রাখতে পেরেছি। সার্ভ আজ খুব ভাল ছিল, সেটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।'' টেনিস দুনিয়ার সাম্প্রতিকতম বাস্তবও এখন স্পষ্ট-পুরুষদের বিভাগ এখন কার্যত দু'জনের দুনিয়া। আলকারাজ আর সিনার। বাকিদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে তাঁরা। ফ্লাশিং মেডোর ফাইনালে সেটাই আরও একবার প্রমাণিত হল।

অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিত পারফর্ম করলেও

গিলের ওডিআই অধিনায়ক হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বরঃ শুভমন গিলকে ভারতের টি-টোয়েন্টি সহ-অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করার পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট জগতে আলোচনা চলছে, এবার কি তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হবে ওডিআই অধিনায়কত্ব। এদিকে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এখনও বিদায় নেননি রোহিত শর্মা। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ ঝুলে রয়েছে সুতোর ওপর। অনেকেই মনে করছেন, আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের পরেই হয়তো রোহিত বাধ্য হবেন ওডিআই আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নিতে। বোর্ডের অন্দরে কানাঘুষো অন্তত এমনটাই। আবার এক দল মনে করছেন, অজি সফরে ভাল পারফর্ম করতে পারলে রোহিত হয়তো থাকবেন, তবে অধিনায়ক হিসাবে নন, সাধারণ ব্যাটার হিসাবে। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের দিকে নজর রেখে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন কমিটি স্বাভাবিকভাবেই নতুন ওয়ানডে অধিনায়ককে এই শোপিস ইভেন্টের আগে তৈরি এবং থিতু করার জন্য সময় দিতে আগ্রহী। রেভস্পোর্টজের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক

হিসাবে গিলকে নিয়োগ নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৫০ ওভারের ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যেতে চান এবং দুই বছর পর ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিততে আগ্রহী। তবে, সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে নেই। অস্ট্রেলিয়া সফরের রোহিতের সেরা পারফরম্যান্সই নির্বাচকদের তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। তবে, ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের ওয়ানডে অ্যাসাইনমেন্ট সীমিত থাকায়, রোহিত এবং এমনকি বিরাট কোহলি নিজেদের কতটা ফিট ও প্রস্তুত রাখতে পারবেন সেই বিষয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। গিল ইতিমধ্যেই টেস্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং অক্ষর প্যাটেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে টি-টোয়েন্টিতে টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক হয়েছেন। মনে করা হচ্ছে সূর্যকুমার যাদবের স্থলাভিষিক্ত হওয়াও গিলের কাছে কেবল সময়ের অপেক্ষা। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে সূর্যকুমারের বয়স যখন বর্তমানে ৩৪ বছর। সকল ফরম্যাটের জন্য একজন অধিনায়ক দর্শন অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভালভাবে কাজ করেছে। নির্বাচকরাও একই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময়, রোহিতের বয়স ৪০ বছর হবে। শুধুমাত্র একটি ফরম্যাটে সক্রিয় থাকার কারণে, তাঁর জন্য সর্বোচ্চ ফর্ম এবং ফিটনেস বজায় রাখা কঠিন কাজ হতে চলেছে।

'শুভমন ছাড়াই এশিয়া কাপের একাদশ!' শাস্ত্রীর মন্তব্যে ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ ২০২৫। কিন্তু ১০ সেপ্টেম্বর আরব আমির শাহির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করবে ভারতীয় দল। আর সেই দল নিয়েই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন ও তরুণ তারকা শুভমন গিল। গিলের দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে অনেকেই মনে করছেন, তিনিই ওপেন করবেন এশিয়া কাপে। তবে প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর মতে, সঞ্জুকেই ওপেনিংয়ে দেখা উচিত। প্রাক্তন কোচ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র গিলের ফর্ম দেখেই সঞ্জুকে টপ অর্ডার থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, সঞ্জু স্যামসনই ভারতীয় টপ অর্ডারে সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাটারদের একজন। সেই কারণেই ওপেনার হিসেবে তাঁকে খেলানোর পক্ষেই সওয়াল শাস্ত্রীর। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সঞ্জুর পরিসংখ্যান তাঁর দাবিকে আরও জোরদার করে তুলেছে। ২০২৪ সাল থেকে নিয়মিত ওপেনিং করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এখনও পর্যন্ত ৪১টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৮৬১ রান করেছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই রান এসেছে মাত্র ১২ ইনিংসে। সঙ্গে তিনটি সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। অন্যদিকে, যখনই তাঁকে মিডল অর্ডারে নামানো হয়েছে, পারফরম্যান্সে তার ছায়াও পড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নেমে ৯ ইনিংসে মাত্র ২৯ রান করেছেন তিনি। এই ফারাকই স্পষ্ট করে দেয়, সঞ্জুর জায়গা ওপেনিংয়েই। রবি শাস্ত্রী বলেন, ''উপরের সারির তিনজন ব্যাটারের মধ্যে ওই সবচেয়ে বিপজ্জনক। এমন অনেক ম্যাচে একার হাতে ভারতকে জিতিয়েছে। গিলকে ওর জায়গায় খেলানো সহজ হবে না। সঞ্জুর টি-টোয়েন্টি রেকর্ড নিজেই তার প্রমাণ দেয়। আমি চাই ও-ই ওপেন করুক, গিল বরং অন্য কোনও পজিশনে ব্যাট করুক।'' তিনি সংযোজন করেন, ''সঞ্জু যেমন খেলে, তেমনই খেলুক। ওকে বদলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ওপেনিংয়েই ওকে বিধ্বংসী মেজাজে পাওয়া যাবে।''

৫৪ ধাপ এগিয়ে থাকা ওমানকে হারিয়ে কাফা কাপে তৃতীয় স্থান অর্জন ভারতের

তাজিকিস্তান, ৮ সেপ্টেম্বরঃ রুদ্ধশ্বাস, টানটান লড়াই। শেষ কবে ভারতের ফুটবল ম্যাচে দেখা গিয়েছিল? সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের ম্যাচ মানেই তো হার, বড়জোর ড্র। কাফা কাপে ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ছিল ১-১। প্রথমে পিছিয়ে পড়েও ৮২ মিনিটে সমতা ফেরান উদান্তা সিং। অতিরিক্ত সময়েও ফলাফল বদলায়নি। আর টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জিতল ব্লু টাইগার্সরা। প্রথম টুর্নামেন্টেই ভারতকে সাফল্য এনে দিলেন খালিদ। দেশি কোচের হাত ধরে কাফা কাপ থেকেই কি নতুন যুগের সূচনা হল ভারতের? অপেক্ষায় অসংখ্য ফুটবলভক্ত। ভারতের থেকে ৫৪ ধাপ এগিয়ে থাকা দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনও বাড়তি পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটেননি খালিদ। গোলে গুরপ্রীতের সামনে রক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন আনোয়ার আলি, রাহুল ভেকেরা। মাঝমাঠে ভিড় বাড়িডয়ে কার্লোস কুইরোজের মতো নামধারী কোচের দলকে সুস্থির হতে দেননি তিনি। তবে তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় বা ইরানের সঙ্গে লড়াই, খালিদকে আরেকটু আক্রমণাত্মক খেলার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। যে কারণে বল পজিশনে অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও সুযোগ পেলে আক্রমণের চেষ্টা করেছেন ছাংতেরা। আনোয়ার আলি একাধিকবার গোলের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। প্রথমার্ধের ফুটবল আকর্ষণীয় হয়নি ঠিকই, তবে ওমানকে গোলমুখ খোলার সুযোগও দেননি নিখিল প্রভু, দানিশ ফারুকরা। প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধেও খেলার গতিপ্রকৃতি খুব একটা বদলায়নি। কিন্তু ইরানের মতো ঠিক এই ম্যাচেও মোটামুটি একই সময়ে গোল হজম করল ভারতীয় দল। বাঁদিক থেকে বক্সের মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিল ওমান। সেখান থেকে লো ক্রসে বল চলে আসে বক্সের মাথায়। ওমানের ফুটবলারের শটে সেরকম শক্তি ছিল না। কিন্তু সেই বলে পা ছুঁইয়ে গতিমুখ ঘুরিয়ে দেন আহমাদি। গুরপ্রীত ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। ম্যাচের বয়স তখন ৮২ মিনিট। আনোয়ারের লম্বা থ্রো দানিশের মাথা ছুঁয়ে বক্সের মধ্যে ঢোকে। ওমান রক্ষণকে বোকা বানিয়ে উদান্তা সিং হেডে গোল করে যান। এতক্ষণ যে ওমান খেলা স্লো করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল, তারাই এবার মরিয়া হয়ে উঠল। তাদের ভারতীয় মাঝমাঠ বা রক্ষণই শুধু আটকায়নি। মাঠের বাইরে থেকে খালিদ যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সেটাই যেন ভারতীয় ফুটবলে হারিয়ে গিয়েছিল। অতিরিক্ত সময়েও ফলাফল ছিল ১-১। তারপর ট্রাইব্রেকার। শুরুতে মারতে এলেন ছাংতে। তিনি লক্ষ্য ফসকালেন না। তবে ফসকাল ওমান। ভারত দ্বিতীয় শটে গোল ভেকের। আবার ওমানের মিস। ভারত ২-০ ব্যবধানে। ম্যাচ কার্যত হাতের মুঠোয় মনে হচ্ছে। সেই সময় মিস করে বসলেন আনোয়ার। ওদিকে ওমানও গোল করে গেল। জিতিন গোল করায় ফলাফল ৩-১। ওমান ব্যবধান কমিয়ে করল ৩-২। শেষ শট। উদান্তার কাছে সুযোগ ছিল ওখানেই ম্যাচ শেষ করার। কিন্তু তিনি মারলেন গোলের বাইরে। তবে চিন্তার কিছু নেই। গুরপ্রীত আছেন। গোটা টুর্নামেন্টে অসাধারণ খেলেছেন। তাঁর হাতেই যেন লেখা ছিল ভারতের জয়। তিনি শেষ শটটা বাঁচাতেই টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে জিতল ভারত।

'সমস্ত রাউন্ড হারলেও দুঃখ নেই' বলে ওপেনে নামা দিব্যার হাতে কিস্তিমাত আফ্রিকার সেরা দাবাড়ু!

জুরিখ, ৮ সেপ্টেম্বরঃ 'প্রবল শক্তি আসলে কাঁধে চাপায় প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ!' স্পাইডারম্যানের 'আঙ্কল বেনে'র কথাটা কি দিব্যা দেশমুখের জীবনের ধ্রুবমন্ত্র? অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা শুরু করেছেন বুঝি? নয়তো কেন, কয়েক মাস আগে মেয়েদের বিশ্বকাপ জেতা একজন দাবাড়ু, মোটে উনিশ বছর বয়স, ফিডের টুর্নামেন্টে ওপেন সেকশনে লড়তে যাবেন? হাত পাকাতে হলে তো মেয়েদের বিভাগ খোলাই ছিল। সেখানেই নিজের ধারাবাহিকতা, ফর্ম সবকিছু ঝালিয়ে নেওয়া যেত! যুক্তিটা যে কাঁচা নয়, সেটা টুর্নামেন্ট শুরুতেই বোঝা গেছিল। প্রথম রাউন্ডে নিজের মেন্টর অভিমন্যু পুরানিকের কাছে পরাস্ত হন। তারপর দুটো ড্র। পর পর। দুনিয়ার সেরা গ্র্যান্ডমাস্টারদের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিলেন কিনা-এই আশঙ্কা যখন তীব্র হচ্ছে, তখন অদ্ভুত এক মন্তব্য করে বসেন দিব্যা। বলেন, ''যদি সমস্ত রাউন্ডও হেরে যাই, বদলে কিছু শিখতে পারি, আমি ঠিক থাকব!'' তিনি নিজেকে গড়ে তুলছেন। তাই পরাজয়ে গ্লানি নেই। ভুল করে কষ্ট নেই। আছে নিজেকে আরও ক্ষুরধার করে তোলার বাসনা। আরও তীক্ষ্ণ, ভবিষ্যতের জন্য অপ্রতিরোধ্য করে তোলার ইচ্ছেশক্তি। এরই ঝলক ধরা পড়ল ঠিক এর পরের রাউন্ডে। র‍্যাঙ্কিং ফারাক ৬৬৬। অভিজ্ঞতার ফারাক আরও বেশি। একদিকে আফ্রিকার সেরা দাবাড়ু, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৪ নম্বরে থাকা আমিন বসেম। অন্যদিকে নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যা দেশমুখ, র‍্যাঙ্কিং ৭৬১। এমন অসম লড়াইয়ে শেষমেশ বাজিমাত করলেন নাগপুরের তরুণী। ফিডে গ্র্যান্ড সুইসে দাপটের সঙ্গে জয় ছিনিয়ে নিলেন তিনি। শুরুটা যদিও দিব্যার মনোমতো হয়নি। বসেম দশম চাল থেকেই চাপ তৈরি করেন। ষোড়শ চালে স্পষ্ট অ্যাডভান্টেজ। কিন্তু দিব্যা হাল ছাড়েননি। ম্যাচ শেষে নিজেই বললেন, ''আজ আমি পুরো ওপেনিং ভুলে যাই। শুরুটা ভয়ানক খারাপ হয়েছিল। ও (বসেম) প্রচণ্ড চাপে রাখে। তবে আমি খুশি যে ফিরে আসতে পেরেছি!'' দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর সেখান থেকে ম্যাচ ঘোরানোই ছিল আসল কৃতিত্ব। ধৈর্য ধরে খেলতে খেলতে ৩৩তম চালে দিলেন অপ্রত্যাশিত আঘাত। রুক এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কেটে দিলেন জি৪ পন! মানে কার্যত নিজের রুকই বলিদান দিলেন! উদ্দেশ্য একটাই, বসেমের রাজার চারপাশের এইচ-ফাইলের রক্ষাকবচ ভেঙে দেওয়া। আর

এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত ঝুঁকিতেই বাজিমাত! দিব্যা হেসে বললেন, ''ওই চালটা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে!'' সেখান থেকেই খেলার মোড় ঘুরে গেল। কুইন, বিশপ সমেত বাকি ঘুঁটিগুলো মিলে বসেমের রাজাকে ক্রমশ ঘিরে ধরল। ৪৩তম চাল নাগাদ চেকমেট হয়ে যাওয়াটা অপ্রত্যাশিত নয়, ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। শেষমেশ ৪৭তম চালে আত্মসমর্পণ করলেন আফ্রিকার সেরা গ্র্যান্ডমাস্টার। তখন বোর্ডে দিব্যা এগিয়ে দুই পন আর এক রুক নিয়ে। এই জয় শুধু এক পয়েন্ট নয়, বড় স্বস্তিও বটে। যেমনটা আগেই বলা হয়েছে, প্রথম তিন রাউন্ডে একটিও জেতেননি-দুটো ড্র, একটা হার। তাই ম্যাচ শেষে দিব্যা খোলাখুলি স্বীকার করলেন, ''এই জয়টা অনেকটা রেহাই দিল। ভাবছিলাম, কবে একটা জিতব! প্রথম রাউন্ডে অভিমন্যু পুরানিকের সঙ্গে খেলা খুব কঠিন ছিল। কিন্তু সেই ম্যাচেই অনেক কিছু শিখেছি, যা পরের দিকে সাহায্য করেছে!'' ওপেন সেকশনে অন্য নারী দাবাড়ু আলেক্সান্দ্রা গোর্যাচকিনাও জিতলেন তাঁর ম্যাচ। তাই শুধু নিজের সাফল্য নয় সবমিলিয়ে দিব্যার মন্তব্য, ''আজ ওপেন সেকশনে মেয়েদের জন্য ভালো দিন!''

স্পেন-বেলজিয়ামের 'ছক্কা', জার্মানির স্বস্তি

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দারুণ একটি রাত কাটিয়েছে ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা। শক্তিধরদের প্রত্যেকেই মাঠ ছেড়েছে বড় জয় নিয়ে। প্রথম ম্যাচে স্লোভাকিয়ার কাছে হেরে অঘটনের শিকার হওয়া জার্মানি দারুণভাবে ফিরেছে লড়াইয়ে। আরও একটি গোলবন্যার জয়ে অপ্রতিরোধ্য যাত্রা অব্যাহত রেখেছে স্পেন। স্পেনের মতো বড় জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বেলজিয়ামও। তবে ৫ গোলের ম্যাচে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে জয়ের জন্য একটু কষ্ট করতে হয়েছে নেদারল্যান্ডসকে।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে হেরে বেশ চাপে ছিল জার্মানি। গতকাল রাতে গ্রুপ 'এ'র ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেই চাপ কিছুটা হলেও কমিয়েছে তারা। এর ফলে টানা তিন ম্যাচে হারের পর জয়ের স্বাদ পেল জার্মানরা। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে হারের আগে

স্পেনের হয়ে হ্যাটট্রিক করা মিকেল মেরিনো।

উয়েফা নেশনস লিগে ফ্রান্স ও পর্তুগালের কাছেও হেরেছিল তারা। কোলনে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে একাদশে ৫টি পরিবর্তন আনেন জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান। পরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলার শুরুতেই এগিয়ে যায় জার্মানি। সপ্তম মিনিটে জার্মানিকে এগিয়ে দেন সের্হে নাব্রি। ৩৪ মিনিটে অবশ্য ম্যাচে সমতা ফেরান উত্তর আয়ারল্যান্ডের ইসাক প্রাইস। তবে বিরতির পর বদলে যায় দৃশ্যপট। ৬৯ মিনিটে নাদিয়েম আমিরি এবং ৭২ মিনিটে ফ্লোরিয়ান ভির্টসের গোল নিশ্চিত করে জার্মানির জয়। ম্যাচ শেষে ভির্টস বলেছেন, ''আগের ম্যাচটা আমাদের জন্য ভয়ংকর ছিল। আজ আমরা ভালো করার চেষ্টা করেছি। পারফরম্যান্স খারাপ ছিল না, এখান থেকে আরও ভালো কিছু করা যাবে।'' নিজেদের ইতিহাসের অন্যতম সেরা সময় পার করছে স্পেন। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের গ্রুপ 'ই'র প্রথম ম্যাচে বুলগেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারানো স্পেন গতকাল রাতে তুরস্ককে উড়িয়ে দিয়েছে ৬-০ গোলে। স্পেনের এই জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন মিকেল মেরিনো। এ

জার্মানির হয়ে গোলের পর ভির্টসের উদযাপন।

ছাড়া জোড়া গোল করেছেন পেদ্রি, অন্য গোলটি ফেরান তোরেসের। তুরস্কের বিপক্ষে এই জয়ের ফলে লুইস দে লা ফুয়েন্তের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে (প্রীতি ম্যাচ বাদ দিয়ে) টানা ২৭ ম্যাচে (২২ জয় ও ৫ ড্র) অপরাজিত থাকল স্পেন। এটি দলটির ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা অপরাজিত যাত্রা। এর আগে ২০১০-২০১৩ সালের মধ্যে ভিসেন্তে দেল বস্কের অধীনে ২৯ ম্যাচ (২৪ জয়, ৫ ড্র) অপরাজিত ছিল স্পেন। তুরস্কের তুর্ক অ্যারেনায় বল দখলে স্পেনের সঙ্গে স্বাগতিকেরা পাল্লা দিয়েছে। কিন্তু আক্রমণ তৈরি এবং সুযোগ কাজে লাগানোয় যোজন দূরত্বে পিছিয়ে ছিল তারা। এদিন ম্যাচের ৬ মিনিটে পেদ্রি এগিয়ে দেন স্পেনকে। ৬২ মিনিটে করেন নিজেদের দ্বিতীয় গোলও। এর আগে ম্যাচের ২২ মিনিট, প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিট এবং ৫৭ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন মিকেল মেরিনো। এটি পেশাদার ফুটবলে মেরিনোর প্রথম হ্যাটট্রিক। ম্যাচে শেষে মেরিনো বলেছেন, ''আমি আনন্দিত, কারণ দল জিতেছে, পয়েন্ট ৬ হয়েছে, নিজে ভালো

নেদারল্যান্ডসের হয়ে ইতিহাস গড়েছেন ডিপাই।

খেলেছি, তিনটি গোলও করতে পেরেছি। এটা খুব সাধারণ কোনো অর্জন নয়। এটা আমার ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক।'' অন্যদিকে গ্রুপ 'জি' আগের ম্যাচে পোল্যান্ডের সঙ্গে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল নেদারল্যান্ডস। তবে সেই হতাশা ভুলে এবার জয়ে ফিরেছে রোনাল্ড কোমানের দল। লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে তাদের মাঠে ৩-২ গোলের জয় পেয়েছে তারা। ডাচদের এই জয়ে জোড়া গোল করে ইতিহাস গড়েছেন মেমফিস ডিপাই। তিনি এখন নেদারল্যান্ডসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা। ৫০ গোলে এত দিন কিংবদন্তি রবিন ফন পার্সির সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন ডিপাই। কিন্তু গতকাল রাতে ডাচদের হয়ে প্রথম গোল করেই ছাড়িয়ে যান ফন পার্সিকে। পরে আরেক গোল করে রেকর্ডটি আরেকটু সমৃদ্ধও করেন তিনি। এদিন নেদারল্যান্ডসের হয়ে অন্য গোলটি করেন কুইন্টন টিম্বার। এই জয়ে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'জি'র শীর্ষে থাকল নেদারল্যান্ডস। অন্য দিকে ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ফিনল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারানো পোল্যান্ড। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে

বেলজিয়ামের হয়ে জোড়া গোল করেছেন কেভিন ডি ব্রুইনা।

আগের ম্যাচে লিখটেনস্টেইনের বিপক্ষে ৬-০ গোলে জয় পেয়েছিল বেলজিয়াম। গতকাল রাতে কাজাখস্তানকেও একই ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে রুডি গার্সিয়ার দল। ৬ গোলের এই জয়ে বেলজিয়ামের হয়ে জোড়া গোল করেছেন কেভিন ডি ব্রুইনা ও জেরেমি ডকু। আর একটি করে গোল করেছেন নিকোলাস রাসকিন ও টমাস মুনিয়ের। টানা দুই বড় জয়ের পরও অবশ্য গ্রুপ 'জে'র বেলজিয়ামের নাম দ্বিতীয় স্থানে। ৪ ম্যাচে বেলজিয়ামের পয়েন্ট ১০। এই গ্রুপে ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উত্তর মেসিডোনিয়া। যারা গতকাল রাতে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিখটেনস্টেইনকে।

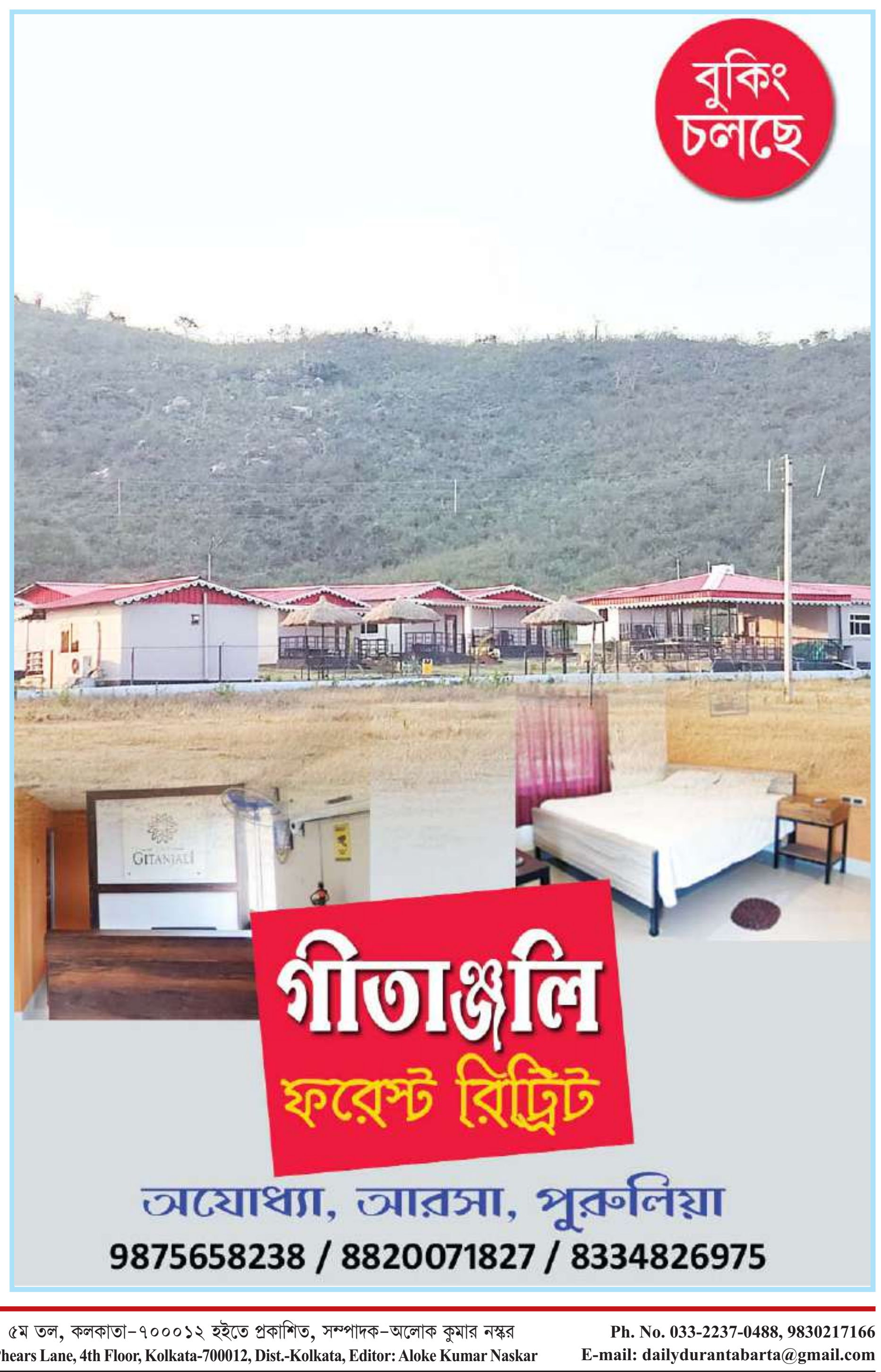

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com